বেদ-বাণী।

তৃতীয় প্রচার।

স্বামী পূর্ণানন্দ।

শিবালয়, হৃষীকেশ।

প্রকাশক—
শ্রীমতিলাল সেন, বি, এ
চক্-বাজার, বরিশাল।

গ্রন্থকার-কৃত পুস্তকাবলী :—

১।	বেদ-বাণী ১ম প্রচার ২য়া আবৃত্তি	মূল্য ১।৵০
২।	" ২য় "	" ১॥৵০
৩।	" ৩য় "	" ১৲
৪।	Yoga and Perfection (ইংরেজী)	" ৬৲

প্রাপ্তির ঠিকানা—ডাক্তার রামানুজ চক্রবর্ত্তী,
১৪নং ফর্ডাইস্ লেন, কলিকাতা
— মতিলাল সেন, বি, এ,
চক্-বাজার, বরিশাল।
ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল,
পটুয়াখালী, বরিশাল,
এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

কুন্তলীন প্রেস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
শ্রীচন্দ্রমাধব বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

কোনও মহাপুরুষের লিখিত পত্র-সমূহের মধ্যে কয়েকখানি বেদ-বাণীর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রচারে প্রকাশিত হইয়াছিল, আরও কয়েকখানি লইয়া এই তৃতীয় প্রচার প্রকাশিত হইতেছে। পত্রগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির সাধকগণের নিকটে তাহাদের সাধনের বিভিন্ন অবস্থায় লিখিত। আশা করি, এই গ্রন্থ সাধন-পথাবলম্বী ব্যক্তিগণের সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

অনুভবেই ধর্ম্মের পাবনত্ব এবং অমরত্ব। অনুভব-ই ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করে। এই হেতু অনুভবশীল মহাপুরুষগণ **'সত্য-বস্তু'**কে লাভ করিবার জন্য বিশ্ব-বাসীকে আবহমানকাল মুক্ত-কণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিশেষ বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। সেই সব বিধি-নিষেধ এবং সাধন-রাজ্যে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি হয়, তাহার নানা তথ্যই এই গ্রন্থে প্রণালীমত লিখিত আছে। 'মানুষ যেমন অসংখ্য, মানুষের প্রকৃতি এবং অবস্থা যেমন অসংখ্য, মন-দমনের উপায়ও তেমনই অসংখ্য। যা'র পক্ষে যেটি কার্য্যকরী হইতে পারে, তা'র জন্য সেই উপায়টিরই ব্যবস্থা।'

এতদিন গ্রন্থকারের নাম গ্রন্থে প্রকাশ করিতে পারি নাই। গ্রন্থের এই প্রচারে তাঁহার পবিত্র নাম যুক্ত করিতে পারিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।

এই গ্রন্থে সাধন-রাজ্যের যে সকল তথ্য নিহিত আছে, তাহা অনুভূতি-লব্ধ ও শাস্ত্রানুমোদিত। এই প্রপঞ্চ-পরাঙ্মুখ, জ্ঞান-তৃপ্ত মহাপুরুষের নির্দ্দিষ্ট পন্থার অনুবর্ত্তন করিয়া—সেই **শাশ্বত, শান্তি-ময় পদ** লাভ করিয়া বিশ্ব-বাসিগণ জীবনকে চির-শান্তিময় করুন—ইহাই প্রার্থনা। ওম্।

প্রথম অনুবাক্ ।

ওঁ

বিশ্ব যখন ডুবিয়া যায়, ভেদ যখন ঘুচিয়া যায়—তখনও যিনি বিরাজমান থাকেন, সেই নিরাধার সত্য-জ্যোতিঃই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই তুমি। তুমি জড় পুতুল নহ। তুমি আবার কার অধীন হইবে?

আমিত্ব যখন মুছিয়া যায়, জীবত্ব যখন খসিয়া যায়—তখনও যিনি দেদীপ্যমান থাকেন, সেই নিত্য-জ্যোতিঃই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই তুমি। তুমি জড় পুতুল নহ। তোমার আবার জন্ম-মৃত্যু কিসের?

দিক্কাল যথায় ভাসে না, বস্তুচ্ছেদ যথায় থাকে না, সমরসত্বই যাঁহার স্বভাব, সেই অখণ্ড-জ্যোতিঃই ব্রহ্ম।

সেই ব্রহ্মই তুমি। তুমি জড় পুতুল নহ। তোমার আবার ভাল-মন্দ কি ?

স্পন্দন যখন থামিয়া যায়, জড়তা যখন ছুটিয়া যায়, আবরণ যখন ভাঙ্গিয়া যায়—তখনও যিনি বর্ত্তমান থাকেন, সেই অচল-জ্যোতিঃই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই তুমি। তুমি জড় পুতুল নহ। তোমার আবার কর্ম্ম-বন্ধ কিসের ?

সূক্ষ্ম হইতেও যিনি সূক্ষ্ম, ব্যোমদিগকেও যিনি অতিক্রম করেন, যিনি "শান্তং শিবমদ্বৈতম্", সেই ধ্রুব-জ্যোতিঃই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই তুমি। তুমি জড় পুতুল নহ। তোমার আবার দোষ-গুণ কিসের ?

জ্যোতিঃ-সমূহের যিনি জীবন, সমুদয় আলোককে যিনি অতিক্রম করেন, স্থিরত্বই যাঁহার স্বরূপ, সেই স্বয়ং-জ্যোতিঃই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই তুমি। তুমি জড় পুতুল নহ। তোমাকে আবার কে প্রকাশ করিবে ?

শঙ্কা যেখানে থাকে না, বিষাদ যেখানে পশে না, চির-নূতন যিনি রস-স্বরূপ, সেই আনন্দ-জ্যোতিঃই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই তুমি। তুমি জড় পুতুল নহ। তোমাতে আবার দুঃখ-দৈন্য কিসের ?

৩য় প্রচার

যাঁহাকে পাইলে সংশয় মিটিয়া যায়, অভাব-বোধ ঘুচিয়া যায়, মোহ-বন্ধন টুটিয়া যায়, হৃদয়-গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সেই পূর্ণ-জ্যোতিঃই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই তুমি। তুমি জড় পুতুল নহ। তোমার আবার অতৃপ্তি কিসের?

ব্রহ্ম তুমি—'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্'।
ব্রহ্ম তুমি—'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'।
ব্রহ্ম তুমি—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

ইহাই হইতে হইবে,—পূরাপূরি হইতে হইবে। 'ব্রহ্ম'ই হইবেন তোমার 'আমি', তোমার 'আমি'ই হইবে 'ব্রহ্ম'। একটুকুও ভেদ থাকিবে না। একেবারে মিলিয়া যাইতে হইবে। চাম্ড়ার উপরে ব্রহ্মের পাত্লা প্রলেপে চলিবে না। ব্রহ্ম জড় নয়, চেতন;—চির-জাগ্রত, চৈতন্যময় হইতে হইবে। জড়-ব্রহ্মের পোষাকী 'গাতি'* পরিলে হইবে না।

এজন্য প্রয়োজন—বৈধ প্রযত্ন। সে প্রযত্নে সত্য ও শৌচ, শ্রদ্ধা ও বীর্য্য, তিতিক্ষা ও ধৈর্য্য, বিবেক ও বৈরাগ্য,

* ছয় সাত হাত লম্বা এবং তিন কি সাড়ে তিন হাত চওড়া একখানা কাপড়। ইহা উত্তরাখণ্ডে সাধু-সমাজে প্রচলিত আছে। ইহা পরিধান করিলে গলা হইতে পা পর্য্যন্ত সমুদয় শরীর বস্ত্রাবৃত থাকে।

সংযম ও সদাচার—এ সকলেরই আবশ্যক আছে। আরও আবশ্যক, অত্যাবশ্যক—অবিরাম তপশ্চর্য্যা।

বৈধ প্রযত্ন কি, তাহা তোমার জানা আছে। এখানে আর লিখিবার প্রয়োজন নাই।

হরিঃ ওঁ তৎ সৎ।

লিখিলাম অনেক। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলিয়া দিয়াছি, তাহা যদি ধরিয়া থাকিতে পারিতে, তবে এত লিখিতে হইত না।

*   *   *   *   *

বীর, কাংগরা।

১২।৫।'২৫   *   *   *

ওঁ

এক সর্ব্বাধার অনন্ত ভগবান—'সচ্চিদেকং ব্রহ্ম'—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'—'অণোরণীয়ান্-মহতোমহীয়ান্' আপন মহিমায় চির-বিরাজমান রহিয়াছেন! এই 'শুক্রমকায়মব্রণম্'—এই 'অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'—এই 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্' অক্ষর পুরুষ স্বীয় অচল গাম্ভীর্য্যে নিত্য-বিরাজমান রহিয়াছেন! এই সর্ব্বাতীত, স্বয়ঞ্জ্যোতি সত্য-স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই কখনও ছিল না, আর কিছুই কখনও থাকিতে পারে না। অবকাশ-বিহীন একমাত্র এই ব্রহ্ম-চৈতন্যই ছিলেন, একমাত্র ইনিই আছেন, একমাত্র ইনিই থাকিবেন। এই অখণ্ড দেবতাই সকল হইয়াছেন, সকল সাজে সাজিয়াছেন, সকল রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। যা-কিছু—সকলই ইনি, সকলই ইহাঁর প্রকাশ, সকলই ইহাঁদ্বারাই প্রকাশিত। ইহাঁরই মহিমা বেদে ও পুরাণে, ইহাঁরই বার্ত্তা দর্শনে-বিজ্ঞানে, ইহাঁরই শক্তি বিশ্ব-ভুবনে, ইহাঁরই গাথা ভক্তের ক্রন্দনে। ইহাঁরই আনন্দ নিদ্রা-জাগরণে, ইহাঁরই বিলাস জীবনে-মরণে, ইহাঁরই প্রচার প্রত্যেক স্পন্দনে,

ইহাঁরই ঐশ্বর্য্য সকল ভুবনে। ইনিই জ্ঞানীর মোক্ষ, যোগীর কৈবল্য, বৌদ্ধের নির্ব্বাণ এবং ভক্তের পরম-ধন। ইনিই 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'। ইনিই পতিত-পাবন, ইনিই বিপদ-বারণ, ইনিই সংসার-সাগরের একমাত্র কাণ্ডারী। ইনিই পরমামৃত, ইনিই পরমানন্দ, ইনিই পরমা তৃপ্তি, ইনিই পরমা শান্তি। ইহাঁরই অভাবে জীবন বিষময়, ইহাঁকে পাইলেই জীবন মধুময়। ইহাঁকে দেখিতে-দেখিতেই, ইহাঁতে ডুবিতে-ডুবিতেই সাধক ভাবে বিভোর, প্রেমে আত্ম-হারা! ইহাঁরই অনন্ত রূপ, অনন্ত ভাব, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি, অনন্ত অসীমতার ভিতরে মহাযোগী নিমজ্জিত এবং বিগলিত। ইহাঁকেই তপস্বী বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রকারে উপলব্ধি করেন, আস্বাদন করেন। ভাগ্যবান প্রেমিক প্রত্যেক রূপে এই পূর্ণ-দেবতাকেই দর্শন করেন, প্রত্যেক শব্দে ইহাঁরই নাম, ইহাঁরই কথা শুনিতে পা'ন, প্রত্যেক স্পন্দনে ইহাঁরই অঙ্গুলি-সঙ্কেত, ইহাঁরই লীলা দেখিতে পা'ন। ইহাঁরই অনন্ত-বিলাসময় অবতার-সমূহ, ভক্ত-মনোরঞ্জন মূর্ত্তি-সমূহ, বিশ্ব-পাবন রূপ-সমূহ, আনন্দ-ঘন উপলব্ধি-সমূহ সাধককে নিত্য-বৈকুণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ শুন ইহাঁর ঘোষণা—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। অনন্ত-ভাবময়, অনন্ত-রূপময়, অনন্ত-করুণাময়, বাঞ্ছা-কল্পতরু, বিশ্ব-মূর্ত্তি ইনিই সাধকের রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে

তাহাকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাঁরই পূজা সকল মন্দিরে, ইহাঁরই উপাসনা প্রাসাদে-কুটীরে, ইহাঁকেই চায় বিশ্ব-চরাচরে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, মোহের ঘোরে বা বিদ্যার প্রসারে সকলে একমাত্র এই বিশ্ব-দেবতারই অনুগমন করে। সকাম ও নিষ্কাম সাধক, সগুণ-ও-নির্গুণ-উপাসক, কর্ম্মী-ভক্ত-ও-জ্ঞানী, শৈব-শাক্ত-ও-বৈষ্ণব—সকলেই একমাত্র ইহাঁকেই ভজনা করে এবং ইহাঁর নিকট হইতেই তপস্যার সমুদয় ফল লাভ করিয়া থাকে। তুমি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া কাহার উপাসনা করিবে? যে একমেবাদ্বিতীয়ং, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান অন্য-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার ইচ্ছা-ক্রমেই সকল ঘটিতেছে, যাঁহার উপর আর কেহই নাই, যিনি সর্ব্বাতীত পরাৎপর পুরুষ, তিনিই একমাত্র উপাস্য। তাঁহারই কৃপায় শৈশবে মাতৃ-স্তন্য, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের উপদেশ, সংসারে সাহায্যকারী বন্ধুগণ এবং গুরুর নিকটে সাধন-প্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছ। তিনিই সকল প্রাণীকে কলুর বলদের মত, পুতুল-বাজির পুতুলের মত চালাইতেছেন। তবে আর মানুষ-বিশেষের উপর, বস্তু-বিশেষের উপর, সামর্থ্য-বিশেষের উপর নির্ভর করিবে কেন? যিনি সকলের চালক, যিনি অর্জ্জুনের সারথী, তাঁহাকেই সারথী করিতে হইবে। তুমি একান্ত ভাবে তাঁহারই অধীনতা স্বীকার কর, অনন্যগতিক হইয়া

তাঁহারই দুয়ারে পড়িয়া থাক, তাঁহারই মুখের দিকে তাকাইয়া থাক,—সকল ভয়, সকল সংশয়, সকল অন্তরায় তিনিই দূর করিয়া দিবেন। শুন ঐ সুস্পষ্ট বাণী :—

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি।"

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আগ্রহ থাকিলেই হয়। শান্তির জন্য, আনন্দের জন্য, ত্রিতাপের চির-নিবৃত্তির জন্য—চাই কেবল ইচ্ছা, চাই কেবল উদ্যম, চাই কেবল ব্যাকুলতা; চাই কেবল সরলতা, চাই কেবল পবিত্রতা, চাই কেবল প্রেম এবং নির্ভরতা। হরিঃ ওম্ তৎ সৎ।

ওঁ

নারায়ণেষু।

অনন্ত করুণার মলয়-মারুত দিগ্-দিগন্ত প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে,—এ-হেন সময়ে কে তুমি জড়-বুদ্ধি সমুদায় দুয়ার রুদ্ধ করিয়া মোহ-নিদ্রায় কাল-ক্ষয় করিতেছ! বাসনার যে দাবাগ্নির মধ্যে মুগ্ধ-চিত্ত তোমার বিলাস-পর্য্যঙ্ক স্থাপিত করিয়াছ, তাহাই যে তোমাকে তিল্-তিল্ করিয়া দগ্ধ করিতেছে! ধন-জনের যে কণ্টক-তরুকে স্নেহ-বারির সিঞ্চনে ভ্রান্ত-মতি তুমি বর্দ্ধিত করিতেছ, তাহাই যে তোমার দেহ-মনকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে! বিষয়ের যে তপ্ত অয়ঃ-পিণ্ড-গুলিকে ইন্দ্রিয়ারাম তুমি সাদরে আলিঙ্গন করিতেছ, সেগুলিই যে তোমার সমুদায় তেজ-বীর্য্যের সহিত অমূল্য জীবনকেও হরণ করিতেছে! অবশ তুমি, অসার তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, জানিয়াও জানিতেছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না! বিশ্ব-জননীর মুক্ত-হস্ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যে অনুগ্রহ-রাশি পরিবেষণ করিতেছে, তাহাকে এখনও অবজ্ঞাই করিতেছ! তাঁহার সাদর আহ্বানকে এখনও উপেক্ষাই

করিতেছ! সাধারণ মনুষ্যের সম্মুখেও লোক একটু সংযত হয়, আর বিশ্বতশ্চক্ষুঃ জগদ্-গুরুর সম্মুখে থাকিয়াও লজ্জা-হীন তুমি অনবরতই অন্যায় কর্ম্ম, অশ্লীল কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছ! সাধারণ ভদ্র-লোকের কাছে যাইতেও লোক একটু পরিচ্ছন্নতার আবশ্যক বোধ করে, আর মহামহিম বিশ্ব-সম্রাটের নিকটেও হীন-বুদ্ধি তুমি অপবিত্রতার মলিন পোষাক পরিধান করিতে একটুকুও সঙ্কোচ বোধ করিতেছ না! নিজের মস্তক নিজেই কর্ত্তন করিতেছ! চাহিয়া দেখ—তোমার ঊর্দ্ধে-নিম্নে, বামে-দক্ষিণে, সম্মুখে-পশ্চাতে সর্ব্বত্রই মহামৃত্যু করাল বদন বিস্তৃত করিয়া আত্ম-ঘাতী তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে! যদি বাঁচিতে চাও, এখনই সাবধান হও। এখনই ছুটিয়া যাও। সংসার-চক্রে চির-পিষ্ট তুমি, সংসার-তাপে চির-তপ্ত তুমি এখনই মোহ-গর্ত্ত হইতে পলায়ন কর। দুয়ার খুলিয়া দেখ, চক্ষু মেলিয়া দেখ—অমৃত-কলস হস্তে লইয়া মহিমোজ্জ্বল-কান্তি বরণীয় দেবতা অন্যান্য সমুদায় দুয়ারের মত অপাত্র তোমার দুয়ারেও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! সেই অফুরন্ত অমৃতের সঞ্জীবনী ধারায় স্নাত হইয়া মৃত্যু-গ্রস্ত তুমি স্বস্থ হও, স্বস্তি লাভ কর। বন্ধুই বন্ধন, বন্ধুই দুঃখ, বন্ধুই মৃত্যু-পাশ। ভগবানই একমাত্র শরণ্য, ভগবানই একমাত্র অবলম্বন, ভগবানই একমাত্র গতি। যদি তাঁহার মহীয়সী করুণা লাভ করিয়া

৩য় প্রচার

জীবনকে ধন্য করিতে চাও, তবে সাংসারিক মোহের বন্ধন, স্নেহের বন্ধন, অভিমানের বন্ধন অচিরেই কর্ত্তন কর। সমুদায় প্রাণের সহিত, সমুদায় মনের সহিত একমাত্র শ্রীভগবানকেই আশ্রয় কর। অন্য দিকে চাহিও না, অন্য কিছু ভাবিও না। নিশ্চয় কর—ইহাই মঙ্গলের পথ, ইহাই ধর্ম্মের পথ, ইহাই সত্যের পথ। এই পথে চলিলেই শান্তি, এই পথ ছাড়িলেই মৃত্যু। শেষ-জন্মই জন্ম, শেষ-মৃত্যুই মৃত্যু, ভগবন্ময় জীবনই জীবন। এ জীবনে যদি ইহাই না হয়, তবে মানুষ হইয়া লাভ হইল কি? অমৃত-লাভই তো মানব-জীবনের অধিকার, অমৃত-প্রাপ্তিই তো মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য! তাহাই যদি না হয়, তবে তোমাতে আর পশুতে প্রভেদ কি? ভাবিয়া দেখ, বিচার কর। আবারও শোন—আর সময় নাই। যতই বিলম্ব, ততই কষ্ট; যতই বিলম্ব, ততই বিঘ্ন; 'বিলম্বে কার্য্য-হানিঃ স্যাৎ'।

ওম্। ইতি।

মুর্দাঘাট, হৃষীকেশ।

৭।২।'২৭

ওঁ

নারায়ণেষু।

চৈতন্যময় তুমি, চৈতন্য-স্বরূপ তুমি,—তোমার জড় অবস্থার সম্ভাবনা কই? তুমি সর্ব্বদাই স্থির এবং শান্ত, অচল এবং অটল, অনন্ত এবং ব্যাপক। তোমাতে জড়ত্ব আসিবে কেমন করিয়া? চৈতন্য-ঘন তোমাকে কেহ স্থূল দৃষ্টিতে নিরেট পাষাণের মত বলিতেও পারে। কিন্তু পাষাণেও বিকার আছে, পাষাণেও স্পন্দন আছে; তোমাতে সামান্য স্পন্দনও নাই, বিন্দুমাত্র বিকারও নাই। অখণ্ডত্ব এবং নির্ব্বিকারত্ব, কেবল-চুপত্ব আর কেবল-স্থিরত্ব—একমাত্র তোমাতেই সম্ভবে! তুমি কেবল চৈতন্য দিয়াই গড়া,—আর চৈতন্য-রূপী একমাত্র তুমিই বিরাজ-মান! জড় আবার কি? জড় আবার কোথায়? জড় আসিবে কোথা হইতে? জড় থাকিবেই বা কোথায়? একক তুমিই যে সব ভরপূর করিয়া রহিয়াছ! ঊর্দ্ধে তুমি চৈতন্য-স্বরূপ, নিম্নে তুমি চৈতন্য-স্বরূপ। অন্তরে চৈতন্য-তুমি, বাহিরে চৈতন্য-তুমি। চৈতন্যের উপরে চৈতন্য। চৈতন্য কেবল চৈতন্য দিয়াই গড়া, চৈতন্য কেবল চৈতন্য

দিয়াই ভরা ! কেবল তুমি, কেবল চৈতন্য ! যা দেখিতেছ, তা চৈতন্য ; আর যা দেখিতেছ না, তা-ও চৈতন্য। দেখিতেছ চৈতন্য, ভাবিতেছ চৈতন্য। চৈতন্যের বাহির নাই, চৈতন্যের, বাহিরে যাবার যো নাই ! এক চৈতন্য—এক সীমা-হীন অনন্ত-চৈতন্য ;—একমাত্র চৈতন্য-স্বরূপ পরমাত্মা তুমিই বর্ত্তমান। তুমি সর্ব্বদা তোমাতেই থাক। চৈতন্য চৈতন্যেই থাকুক্। সমুদয় জড়ত্ব, সমুদয় জড়ত্বের স্মৃতি, সমুদয় জড়ত্বের সংস্কার চৈতন্যের মধ্যে মিলাইয়া যাউক্, চৈতন্যের মধ্যে মিলাইয়া যাউক্।

৺কাশীধাম।

২৩।১১।'২৩

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

কোন-একটা-কিছু ঘটিলেই রামের কাছে এত্‌লা, শ্যামের সঙ্গে পরামর্শ, যদুর উপদেশ গ্রহণ—এই সকল গুরু-গম্ভীর ব্যাপারের প্রয়োজন কি? ইহাদিগ্‌ হইতে এবং অন্য সকল ব্যক্তি হইতেই অনেক নিকটতর তিনি, যিনি তোমার এবং সকলের আশ্রয়,—যিনি বাস্তবিকই তোমার friend, guide and philosopher,—যিনি ঘোষণা করিয়াছেন, "মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"। গানে শুনিয়াছি :—

"নাথ! লও আমারে তোমার ক'রে;
আমি থাক্‌ব না আর মোহের ঘোরে।
তোমার খাব, তোমার পর্‌ব,
বাস করিব তোমার ঘরে;
তোমার কথা শুনে চল্‌ব,
রাখ্‌ব না আর আপনারে।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এবং নিম্নতর স্তরের অনেক কথাই শুনিয়াছি; কিন্তু, ভিতরে ঢুকিয়াছে ক'-টি!

বেদ-বেদান্ত আওড়াইয়া থাকি, জ্ঞান-ভক্তির মহিমা প্রচারও করি; কিন্তু, কাজের বেলায় আমরা অল্পাধিক পরিমাণে চার্ব্বাকেরই অনুচর! জগতে নাস্তিকতার রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত! ডাক্তার ও মোক্তার, ধনবান ও বলবান ব্যক্তির কাছে যখনই কিছু প্রত্যাশা করি, তখনই বিধাতা হইতে কয়েক যোজন দূরে সরিয়া যাই! সাধু সাজিয়াছি, মুক্তি-কামনা করিতেছি; কিন্তু, ধর্ম্ম-লাভ দূরে থাকুক্, একটু আস্তিক হইতেও যদি পারিতাম—একটু বিশ্বাসী হইতেও যদি পারিতাম!

যত দিন সংসার, তত দিন কর্ম্ম থাকিবেই। যেমন-তেমন করিয়া কাজগুলি সারিবার চেষ্টা করিতে থাকিলে—জীবন ভার-ভূতই হইবে, জগৎ দুঃখময়ই থাকিবে, পাপ অস্ত-গত হইবে না, কর্ম্ম-বন্ধন বাড়িবে বই কমিবে না। তাই, সুকৌশলে কর্ম্ম করিতে থাকিয়া স্বাচ্ছন্দ্য-পদে বিরাজমান হও।

তোমার পার্শ্বে যে গোলাপ-ফুলটী রহিয়াছে, ওটীকে তুমি যেমন দেখিতেছ, সকলেই কিন্তু তেমন দেখে না। একজন জ্ঞানী ও একজন ভক্ত, একজন কবি ও একজন চিত্রকর, একজন রাসায়নিক ও একজন উদ্ভিদ্-বিদের মনে ঐ একটী গোলাপ-ফুলই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব এবং ধারণা জন্মাইতেছে। যার যেমন দৃষ্টি, সে তেমন দেখে। চশমার বিভিন্নতা অনুসারে

একটি জগৎই বিভিন্ন ব্যক্তির নিকটে বিভিন্নাকার ধারণ করে।

কল্য শেষ রাত্রিতে যখন তুমি ঐ নর্ত্তন-শীলা তরঙ্গিণীর উপর ন্যস্ত-দৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মান ছিলে, তখন জনৈক যুবক তোমার পশ্চাদ্দিগ দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে তোমাকে বলিয়া গেল—"ওহে মুগ্ধ! হাঁ করিয়া কি দেখিতেছ? নদী-প্রবাহের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ? কালের মত অবিশ্রান্ত গতিতে সে আপন মনে ছুটিয়া চলিয়াছে; তোমার জন্য একটুকুও দাঁড়াইবে না। তুমিই বা আত্ম-হারা হইয়া উহার কাছে দাঁড়াইয়া সময়-ক্ষেপ করিবে কেন? বৃথা কৌতূহল পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যে মনোযোগী হও।" যুবকের কথা তোমার কাণে যেন পশিতেই পাইল না! কিছুক্ষণ পরে, এক প্রৌঢ় আসিয়া তোমাকে বলিল—"বালক! এই যে বৈচিত্র্যময় বিশাল ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ, ইহা বিভিন্ন প্রকারের সমবায়-বিশিষ্ট, স্পন্দন-ধর্ম্মী কতকগুলি পরমাণু-সমষ্টি-মাত্র। তরু ও লতায়, স্বর্গ ও নরকে, সুন্দর ও কুৎসিতে, খুঁজিয়া দেখিলে, পরমাণু ভিন্ন আর কিছুই পাইবে না। যাহাকে তুমি দ্রব্য-বিশেষ বলিতেছ, তাহাকে আমি কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি বলিয়াই অবগত আছি। পরমাণুর আবার ভাল-মন্দ কি? নদী-প্রবাহে যেমন কতকগুলি পরমাণুকেই দেখিতেছ, সর্ব্বত্রই সেইরূপ পরমাণুর দর্শনই ঘটিবে। তবে

আর ওখানে দাঁড়াইয়া কষ্ট পাইতেছ কেন? ঘরে যাইয়া মঙ্গলের অন্বেষণ কর।”

প্রৌঢ়ের কথায়ও তুমি কাণ দিলে না! কিছুক্ষণ পরে নদী-বক্ষে এক নৌকারোহী গাহিয়া চলিল—“আছ ভূধরে, সলিলে, গহনে—!” গান আকাশে মিশিতে না মিশিতেই পেছন হইতে এক বৃদ্ধের হস্ত তোমার মস্তক স্পর্শ করিল। ঊষা-প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই বৃদ্ধ বলিল—“রে জড়-বুদ্ধি! বিদ্যা কেবল পুস্তকেই রক্ষা করিবে? পকেট হইতে উপনিষৎখানি বাহির করিয়া দেখ, প্রথম লাইনেই আছে, ‘ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্’। আবারও দেখ, লেখা আছে, ‘সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’। যা কিছু দেখিতে পাও, তাহাকেই জ্যোতির্ম্ময়, ব্রহ্মময় ধারণা কর। নদীতে নদীত্ব বিস্মৃত হও,—ব্রহ্মত্বই দর্শন কর। ব্রহ্মই এই সকল বস্তুর আকারে প্রতিভাত হইতেছেন। ব্রহ্মই সকল ক্রিয়া রূপে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রত্যেকটীই ব্রহ্ম। এক ব্রহ্মই আছেন; আর কিছুই নাই। প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক পরমাণু, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক স্পন্দন যদি ব্রহ্মই হইল, তবে ব্রহ্ম ব্যতীত আর রহিল কি? নদী-প্রবাহ ব্রহ্ম, নদী-খাত ব্রহ্ম, নদী-কূল ব্রহ্ম, তীর-স্থিত অরণ্যাদিও ব্রহ্ম; উপরে বাতাস ব্রহ্ম; তদুপরের আকাশ ব্রহ্ম; তোমার শরীর-মন, যা-কিছু—সকলই ব্রহ্ম। এক অখণ্ড, ব্যাপক ব্রহ্মই বিরাজমান। এক প্রকাণ্ড ব্রহ্ম-সমুদ্র, এক অচল, অটল

ব্রহ্ম-শৈল গম্ভীর ভাবে বর্ত্তমান। এই ব্রহ্মে সাদা বা কাল, দীর্ঘ বা হ্রস্ব, স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম কিছুই নাই। এক শুদ্ধ সমরস ব্রহ্মই দেদীপ্যমান। জল ও স্থল রূপে, ভাল এবং মন্দ রূপে, স্থির এবং অস্থির রূপে, দেশ এবং কাল রূপে এক শুদ্ধ সমরস ব্রহ্মই বিদ্যমান। এক সমরস ব্রহ্ম, এক নিত্য-পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, এক 'নিরাকারং নিরাধারং নিরালম্বং নিরাশ্রয়ং' ব্রহ্ম নিজের মহিমায় নিজে বিরাজ-মান। 'ঊর্দ্ধে-নিম্নে, দেশ-দেশান্তে' সেই একরস চৈতন্য-সমুদ্রই বর্ত্তমান। 'অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা' এই পরম পুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া—ধ্যান-সমুদ্রে বিষয়-দর্শন ও বিষয়-শ্রবণ ডুবাইয়া দিয়া ব্রহ্মময় হইয়া যাও। তৃষ্ণার বশে, বিশ্রামের আশায়, মোহের ঘোরে, লজ্জার খাতিরে, সুখের লোভে বা অন্য কোন কারণে যখনই মন এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-সঙ্গ করিবে, তখনই সঞ্চিত তপস্যা বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। তপস্যাতে বিরতি যেমন দোষের, ভাবের ঘরে গোঁজামিল তদপেক্ষা বেশী দোষের। নিশ্চিতই মনে করিতেছি 'এ—গাছই, গাছ ভিন্ন আর কিছুই নহে', আর সঙ্গে সঙ্গে আওড়াইতেছি, 'এ গাছটা ব্রহ্মই, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নাই।' এরূপ করিলে ব্রহ্মাভ্যাস কোন কালেই পাকা হইবে না।”

ইতিমধ্যে আরও কত লোক কত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া চলিয়া গিয়াছে!

৩য় প্রচার

যার যেমন চশ্‌মা, সে তেমনই দেখে। ব্রেজিল পাথরের চশ্‌মা ফেলিয়া তুমি চৌদ্দ পয়সার চশ্‌মায় সন্তুষ্ট থাকিবে কেন? সাধু ও শাস্ত্রের সহায়তায়, তপস্যা-সদাচরণ-ও-ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ দ্বারা, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন দ্বারা সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হও।

সঙ্গ থাকিতে তপস্যা হয় না। বাসনা বর্জ্জন না করিলে জ্ঞান লাভ হয় না। "অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ, উদাসীনো গতব্যথঃ।" বর্ত্তমানে যথাসম্ভব নিঃসঙ্গ ভাবে ওখানে থাকিয়াই তপস্যা করিতে থাক। "জ্ঞান-নেত্রং সমাদায় চরেদ্ বহ্নিমতঃপরম্।"

চুপ্-চাপ্ করিয়া তপস্যা কর। "চুপে, চুপে, চুপেই পাবে গুপ্ত ধনের বস্তা।"

ওম্। ইতি।

বীর, কাংগরা।

৩১।৫।'২৫ * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

প্রাণ-পণে তপস্যা চালাইতে থাক। ইচ্ছা করিয়া "কামাই নাহি দিও।"

তোমার ধ্যান এবং জপ, তোমার ভাব, তোমার তপস্যা বিশ্বময় হইয়া যাউক্। প্রাণের স্পন্দনে এবং শোণিতের প্রবাহে তোমার তপস্যাই নৃত্য করুক্। শরীরের প্রত্যেক পরমাণু তোমার তপস্যায় যোগ-দান করুক্। অস্থি-মজ্জায় তোমার তপস্যা অঙ্কিত হউক্। সমুদয় শরীর তপস্যাময় হউক্। দেহ-দেবালয়ে কি কোন অভক্ত প্রাণীর বাস সঙ্গত? তোমার সমগ্র শরীর তোমার তপস্যায় যোগ-দান করিয়া তপস্যাময় হইয়া যাউক্।

আর, কেবল ঐ ছোট্ট শরীর-টুকুকেই তপস্যাময় করিলে হইবে না। তোমার তপস্যার প্রবাহ নাচিতে নাচিতে—ছুটিতে ছুটিতে সকল দিকেই অনন্তকে আলিঙ্গন করুক্। আকাশে ও বাতাসে তোমার তপস্যাই ধ্বনিত হউক্। জলে-স্থলে তোমার তপস্যাই দেদীপ্যমান থাকুক্।

তোমার মন্ত্রের ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণু

হইতে উত্থিত হইয়া এক মহাধ্বনির সৃষ্টি করুক্, এবং তাহাতে আর সকল ধ্বনিই ডুবিয়া যাউক্। তোমার ধ্যানের বস্তু জলে ও স্থলে, বৃক্ষে ও লতায়, পুষ্পে ও পত্রে—প্রত্যেকের প্রত্যেক পরমাণুতে অঙ্কিত থাকিয়া আত্ম-প্রচার করুক্। সমগ্র বিশ্ব ঐ বস্তুতে মিশিয়া, উহাতে ডুবিয়া যাউক্।

ভিতরে-বাহিরে, নিকটে-দূরে, স্থূলে-সূক্ষ্মে—সর্ব্বত্র তোমার তপস্যাই বিরাজমান থাকুক্। সকলই তপস্যাময় হইয়া যাউক্। তোমার তপস্যা বিশ্বময়, বিশ্ব তোমার তপস্যাময়;—তুমি বিশ্বময়, বিশ্ব তোমাময় হইয়া যাউক্। তুমি বিরাট মূর্ত্তিতে, বিশ্ব-শরীরে অনবরত তপস্যা করিতে থাক। দেখিবে—সর্ব্বত্রই তোমার তপস্যা। দেখিবে—কেবল তোমার তপস্যাই আছে। দেখিবে—এক তপো-মূর্ত্তি তুমিই আছ, এক বিপুল-বিরাট, মহতো মহীয়ান্, "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"। তখন—"......পরিপূর্ণানন্দম্"।

কাগজ শেষ, লেখাও শেষ। শিবমস্তু।

শ্রীনগর, কাশ্মীর।

১৭।৮।'২৪

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া যিনি সর্ব্বদা একমাত্র ভগবানকেই অবলম্বন করেন, একমাত্র ভগবানের সেবা-পূজাতেই সর্ব্বদা তনু-মন-ধন নিয়োজিত করেন, তিনিই ভক্ত-রাজ, তিনিই প্রণম্য।

যিনি ভগবানের মধ্যেই সকলকে এবং সকলের মধ্যেই ভগবানকে দর্শন করেন, যিনি সর্ব্বত্র সম-বুদ্ধি এবং সর্ব্ব-ভূত-হিতে রত, তিনিই ভক্ত-রাজ, তিনিই প্রণম্য।

যাঁহার আত্ম-পর ভেদ নাই, যাঁহাতে ইচ্ছা, দ্বেষ ও অভিমানের প্রবেশ নাই, যিনি সর্ব্বদা পবিত্র এবং তচ্চিত্ত, তিনিই ভক্ত-রাজ, তিনিই প্রণম্য।

সম্পদে, বিপদে কখনই যাঁহার মন ভগবানকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করে না, যিনি সর্ব্বদা সত্য-নিষ্ঠ এবং সদাচার-পরায়ণ, তিনিই ভক্ত-রাজ, তিনিই প্রণম্য।

যিনি প্রপঞ্চ-পরাঙ্মুখ এবং জ্ঞান-তৃপ্ত, যিনি নিত্য একান্ত-সেবী এবং ভগবৎ-পরায়ণ, তিনিই ভক্ত-রাজ, তিনিই প্রণম্য।

ভগবানকে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া যিনি অভয় প্রাপ্ত হ'ন এবং অন্য সকলকেও অভয় প্রদান করেন, যিনি উদাসীন এবং কর্ম্ম-কুশল, তিনিই ভক্ত-রাজ, তিনিই প্রণম্য।

প্রেমময়কে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া প্রেমৈক-সম্বল যিনি সমুদয় সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহার মধুময় হৃদয়ের প্রেম-গঙ্গা সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়াছে, তিনিই ভক্ত-রাজ, তিনিই প্রণম্য।

যিনি সর্ব্বদা চাতকের মত এক-নিষ্ঠ, যিনি সর্ব্বদা লক্ষ্মণের মত স্বাতন্ত্র্য-বিহীন, যিনি সর্ব্বদা দ্বন্দ্বাতীত এবং সন্তুষ্ট-চিত্ত, তিনিই ভক্ত-রাজ, তিনিই প্রণম্য।

যিনি ভগবান ব্যতীত আর কিছু জানেন না, যিনি ভগবান ব্যতীত আর কিছু চাহেন না, যিনি সর্ব্বদা স্থির এবং সংযত, তিনিই ভক্ত-রাজ, তিনিই প্রণম্য।

যিনি ভগবানে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন, ভগবান যাঁহার

কাছে আপনার হইতেও আপনার এবং একমাত্র সত্য-বস্তু, তিনিই ভক্ত-রাজ, তিনিই প্রণম্য।

যিনি ভগবানকে জাগ্রত ভাবে, জীবন্ত ভাবে উপলব্ধি করেন, ভগবানের সংসর্গেই যাঁহার সময় অতিবাহিত হয়, তিনিই ভক্ত-রাজ, তিনিই প্রণম্য।

এ-হেন ভক্ত-রাজকে দর্শন করিয়া, প্রণাম করিয়া, সেবা করিয়া জীবন ধন্য কর; এ-হেন ভক্ত-রাজের জীবনালোকে, কৃপা-বলে তুমিও ভক্ত হও, প্রেমিক হও, আপ্ত-কাম হও।

জগতে ভক্তির তুলনা নাই। ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের বিলাস-নিকেতন; ভক্তের মধ্য দিয়াই ভগবানের স্বরূপ, ভগবানের মহিমা প্রকাশিত এবং প্রকটিত। ভক্তকে ছাড়িয়া তুমি কার সঙ্গ করিবে?

ভক্ত সম্পদ চায় না, সিদ্ধাই চায় না, কৈবল্য চায় না,—কিছুই চায় না। সে চায়—সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে, নিজকে সম্পূর্ণ রূপে ভগবানে বিলীন করিয়া দিতে। বাস্তবিক, ভগবানে নির্ভর করা, ভগবানে আত্ম-বিসর্জ্জন করা, ভগবানে আত্মাহুতি প্রদান করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহাই পরম সৌভাগ্য এবং ইহাই পরম পুরুষকার।

যে যা' চায়, সে তা'র বেশী আর পায় না; কিন্তু যে কিছুই চায় না, সে সমুদয় লব্ধব্য দ্রব্যই পাইয়া থাকে এবং প্রেমময়ী বিশ্ব-জননীকেও প্রাপ্ত হয়। তাঁর কৃপাই বল্, তাঁর কৃপাই সম্বল, তাঁর কৃপা লাভের চেষ্টাই কর্ম্মের কৌশল। "ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবলম্"। "ধনং মদীয়ং তব পাদ-পঙ্কজম্"।

আজ এই পর্য্যন্ত। ভগবান তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। ইতি।

স্বর্গাশ্রম। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

*   *   *   *   *

নিজকে ক্ষুদ্র মনে করিলেই ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্রত্ব বর্জ্জন করিতেই হইবে; জোর করিয়াই বর্জ্জন করিতে হইবে। ভগবানের আদেশ—ক্লৈব্যং মাস্ম…ইত্যাদি। একখানা ইংরেজী বহিতে পড়িয়াছি,—"Before the eyes can see, they must be incapable of tears."

দ্বৈতত্বই ক্ষুদ্রত্ব। 'আমার উন্নতি হইতেছে বা হইতেছে না', 'আমার ভাল প্রারব্ধ বা মন্দ প্রারব্ধ চলিতেছে', 'আমার তপস্যায় এই এই বিঘ্ন জুটিতেছে', 'আচ্ছা, এখন হইতে আরও ভাল করিয়া তপস্যা করিব', 'কি করিলে ভাল হয়?'—ইত্যাদি যা-কিছু, সকলই দ্বৈতত্ব। সময়ে সময়ে অদ্বৈতের সাহায্যকারী বন্ধুরূপে, কখনও বা অদ্বৈতের আকারেই, দ্বৈতত্ব সাধককে মুগ্ধ করে। সাবধান হইতে হয়—কোন প্রকারের দ্বৈতই যেন না আসে। সর্ব্বদা ব্রহ্ম-ভাবে বাস করাই বৈদান্তিক সাধকের কর্ম্ম। অন্তর্ম্মুখ অবস্থায় মনের যে ব্রহ্মাকার ভাব বা বৃত্তি, তাহাকেই

মন্ত্র বলিয়া জানিবে; কারণ, তাহাই মনকে ত্রাণ করিতে সমর্থ। ঐ মন্ত্রের প্রবাহ অখণ্ড হওয়া আবশ্যক। মনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র প্রাণে বহিবে, শোণিতে চলিবে, পরমাণু-পুঞ্জে নাচিবে। দেহ-মন মন্ত্রময় হইয়া যাইবে; আহার-বিহার মন্ত্রময় হইবে; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মন্ত্রময় হইয়া উঠিবে। অন্য ভাব, অন্য কথা, অন্য শব্দ থাকিবে না। যদি কোন শব্দ আসে, তাহা ব্রহ্ম-বাচীই হইবে; অন্যার্থ-বাচক হইবে না। যদি কোন দৃশ্য ভাসে, তাহাতে ব্রহ্ম-দর্শনই হইবে, অন্য কিছু নহে।

যা কিছু লিখিলাম, এ সকলই কিন্তু উপায় মাত্র। উদ্দেশ্য—বোধমাত্রগম্য।

বলিবার বা শুনিবার তোমার অবসর কই, প্রয়োজন বা কি?

কাজে লাগিয়া থাক। ভয় করিও না। পেছনে ফিরিও না। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিও না। উৎসাহ-উদ্যমের সহিত কাজে লাগিয়া থাক। এ সাধনে ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। ফলাকাঙ্ক্ষা যে দ্বৈতত্ব—ক্ষুদ্রত্ব—দীনত্ব! ফলাকাঙ্ক্ষা করিবে কে? কখনও যেন নীচে নামিও না।

শিবমস্তু। ইতি।

শ্রীনগর, কাশ্মীর।

২।৯।'২৪ * * *

ওঁ

বে আক্কেল শিবু-ঠাকুরের হাতে প'ড়ে সতীকে কত কষ্টই না পেতে হ'য়েছিল! ঠাকুর নিজে থাকতেন সাত-তলার উপরে—দিন-রাত ভাঙ্-ধুতুরায় মত্ত; আর সতীকে রেখেছিলেন এক-তলায়, ঘোর-অন্ধকারময় একটা কুঠরীতে! সতী—হিন্দুর কুল-বধূ সতী বুড়োর এক আলোক-চিত্র ল'য়ে তার ছোট্ট ত্রিকোণ-ঘর-খানিতেই চুপ্-চাপ্ প'ড়ে থাকত। কিন্তু, কত দিন এমন চলে! একান্তই স্বামী-গত-প্রাণা,—সতী ঠাকুরকে দেখ্বার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠ্ল। উপরে উঠ্বার যে সিড়িখানা, তা একে তো লম্বা, তাতে আবার অন্ধকারময়, তার উপর—অনেক দিন ব্যবহার না হওয়ায় অপরিষ্কার। সতী-সাধ্বী সেই পিচ্ছিল সিড়িখানা বেয়েই উঠ্তে লাগ্লো। সে সিড়ি দিয়ে সাত-তলায় উঠা এক বিষম ব্যাপার! কত বার আছাড় খেয়ে নীচে প'ড়ে যেতে লাগ্লো, হোঁচট্ খেয়ে কত জখম হোল, মাকড়্সার জাল গায়ে জড়িয়ে যেতে লাগ্লো; কখন' বা চল্তে চল্তে পায়ে বেদনা হওয়ায় বসে বা দাঁড়িয়ে বিশ্রাম কর্তে হ'ল! পথ আর

ফুরোয় না! কখন মনে হ'ল—'ফিরে নীচে যাই', আবার তখনই ভেতর থেকে সতী-ধর্ম্ম পেছনে ফির্‌তে বাধা দিলে। সে ক্রমে ক্রমে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। যতই উপরে উঠলো, ততই পথ যেন সুগম বোধ হ'তে লাগ্‌লো। অনেক কষ্টের পর—অনেক ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের গুণে অবশেষে সপ্ত-তলে যেয়ে হাজির! সেখানে স্বামীকে দেখেই তার কত আনন্দ! কিন্তু, সে বুড়ো মিন্‌সের কি দয়া আছে, না ভদ্রতা আছে! তার না আছে স্নেহ-মমতা, না আছে বিবেচনা! সতীকে দেখবামাত্র তাকে এমন জোরে হাঁকিয়ে দিলে, যে কি ভাবে যেন সতী-বেচারী নিমেষের মধ্যে তার এক তলার ঘরে এসে হাজির! তুমি-আমি হ'লে অমন স্বামীর গায়ে ছাই ঢেলে দিয়ে চুপ্ ক'রে বসে থাকি। কিন্তু, সতীর প্রাণ-পণ—স্বামীর ভাল-বাসা লাভ কর্‌বেই কর্‌বে। সে সিড়ি বেয়ে আবার সাত-তলায় উঠ্‌ল। আবার তাকে নাব্‌তে হ'ল। আবার উঠ্‌লো। আবার নাব্‌লো। এম্‌নি ব্যাপার চল্‌তে লাগ্‌ল। যতই বেশী উঠা-উঠি হ'তে লাগ্‌ল, ততই সাত-তলায় বেশী-বেশী ক্ষণ থাকৃতে পার্‌লো, আর সিড়িও বেশ অভ্যস্ত হ'য়ে গেল। শেষে এমন হ'ল,—উঠ্‌তেও আর বেশী কষ্ট হয় না, শিবু-ঠাকুর তাড়া-তাড়ি তাড়িয়েও দেয় না! ক্রমে খাতিরও যেন জম্‌তে লাগ্‌ল। তখন সতী উপরে উঠ্‌বার আরো সব সহজ

উপায় বের কর্‌লে। সাত-তলা থেকে এক-তলা পর্য্যন্ত এক গাছা দড়ি টাঙ্গিয়ে নিলে। তা ধ'রে উঠে, আর নামে। রাজার মেয়ে কিনা!—অনেক টাকা খরচ ক'রে অ্যামেরিকা থেকে একটা ইস্প্রিং-এর সিড়ি এনেও লাগিয়ে নিলে। তাতে এক-তলা থেকে একেবারেই সাত-তলায় যাওয়া যায়। তখন সতী ইচ্ছা-মত কখন এ পথে কখন ও পথে বুড়োর কাছে যাতায়াত করে। বুড়োও তখন—'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'—সতী-গত-প্রাণ। তখন কত কথা-বার্ত্তা, কত আমোদ-প্রমোদ! কত দিন এমন হয়েছে—সতী বুড়োর কাছে কত জ্ঞান, ভক্তি, ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও নীতি শাস্ত্রের কত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ত; বুড়োও সব প্রশ্নেরই সদুত্তর দিত। সতী কিছু নীচে নেমে এসে সেই সব ডাইরীতে লিখে রাখ্‌ত। পরে তাই ছাপিয়ে বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র—এই সব নাম দিয়ে প্রচার কল্লে। একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। বুড়ো গুণের আদর জানে কি না,—সতী যখন প্রথম বার সাত-তলায় উঠেছিল, তারপর থেকে মধ্যের কোন কোন তলেও থাকৃতে পেত। শেষকালে প্রায়ই পাঁচ-তলে ও ছয়-তলে—বুড়োর কাছাকাছি অনেক সময় কাটা'ত। আবার যখন খুসী, যে কোন কুঠরীতে যেয়ে থাকৃতেও পারৃত।

ওঁ

যাহার প্রসাদে সীমা-হীন তুমি ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেহ-গণ্ডিতে আবদ্ধ রহিয়াছ, সেই অবিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া আত্মার স্থিরত্ব এবং আনন্দ—আলস্য এবং আরাম-প্রিয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। এই দুইটি মহাপাপ হইতেই অন্য সমুদয় দোষ জন্ম-গ্রহণ করে। অলস ব্যক্তি আলস্যের দোষে কেবল যে নিজেই ক্ষতি-গ্রস্ত হয়, তা নয়; তা'র অলসতা সমাজের এবং জগতের প্রচুর অকল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। যত দিন দোষ-নির্ম্মুক্ত হইতে না পার, তত দিন পর্য্যন্ত—বিদ্বানই হও, আর তপস্বীই হও,—পূর্ণত্ব তোমা হইতে বহু দূরেই অবস্থান করিবে।

"নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম। তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥" নির্দ্দোষত্বই ব্রহ্মত্ব, নির্দ্দোষত্বই ব্রাহ্মণত্ব। কর্ম্ম-কুণ্ঠা ও আরাম-প্রিয়তার জন্য, স্বার্থ-পরতা ও ভোগাকাঙ্ক্ষার জন্য সমাজ যখন মুগ্ধ-চিত্ত ও লুপ্ত-বুদ্ধি, নিরিন্দ্রিয় ও হীন-বীর্য্য, অসৎ এবং অনুদার হইয়া যায়, তখনই ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়-শক্তি, বৈশ্য-শক্তি এবং শূদ্র-শক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ-বহুল কালই সত্য-যুগ, (ব্রাহ্মণ-) ক্ষত্রিয়-বহুল কালই ত্রেতা-যুগ, (ক্ষত্রিয়-) বৈশ্য-বহুল কালই দ্বাপর-যুগ, এবং (বৈশ্য-) শূদ্র-বহুল কালই কলি-যুগ। যেখানে শুদ্ধ-সত্ত্ব-বাহুল্য, সেখানেই ব্রাহ্মণত্ব, সেখানেই সত্য-যুগ। যেখানে সত্ত্ব-রজো-বাহুল্য, সেখানেই ক্ষত্রিয়ত্ব, সেখানেই ত্রেতা-যুগ। যেখানে রজস্তমো-বাহুল্য, সেখানেই বৈশ্যত্ব, সেখানেই দ্বাপর-যুগ। আর যেখানে কেবল তমো-বাহুল্য, সেখানেই শূদ্রত্ব, সেখানেই কলি-যুগ। দোষের পার্থক্য অনুসারে চারি জাতি এবং চারি যুগ সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বদা সত্য-যুগেই বর্ত্তমান থাকিতে, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিতে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইতেই চেষ্টা কর। যতই নির্দ্দোষ হইবে, নির্দ্দোষ হওয়া ততই সহজ-সাধ্য হইয়া আসিবে। পরিশেষে এমন নির্দ্দোষ হইবে যে তোমাদ্বারা সামান্য দোষের কর্ম্মও অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বাস্তবিক, পবিত্রতা যখন সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যায়, স্বপ্নেও যখন কোন দোষ ভাসে না, তখনই ঠিক্ ঠিক্ নির্দ্দোষ বলা চলে। এইরূপ নির্দ্দোষত্ব লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই কুচিন্তা, কুসঙ্গ এবং কুকর্ম্ম বর্জ্জন করিতে হয়; সর্ব্বদাই নির্দ্দোষ চিন্তা এবং নির্দ্দোষ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয়; আলস্য এবং আরাম-প্রিয়তা পরিহার করিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি যথাবিধি সুচারু রূপে সম্পাদন করিতে হয়। মাতালের সঙ্গ যেমন মাতালেরই প্রিয়, কিন্তু সংযত ব্যক্তির

অপ্রিয়ই হয়; তেমনই তোমার দেহ-নিবাস তোমার ভাবের অনুকূল পরমাণুগুলিরই প্রিয় এবং তৎ-প্রতিকূল পরমাণু-সমূহের অপ্রিয়ই হইয়া থাকে। যদি তুমি নিরন্তর সৎ কর্ম্ম ও সচ্চিন্তায় নিরত থাক, তোমার দেহ-মনের সমুদয় দুষ্ট-পরমাণু তোমাকে পরিত্যাগ করিবে এবং সাত্ত্বিক পরমাণু-পুঞ্জ তাহাদিগের স্থান অধিকার করিবে। যে সকল বিশুদ্ধ ও মঙ্গলময় ভাব-তরঙ্গ আকাশ-বাতাস প্লাবিত করিয়া রহিয়াছে, অহেতুক-কৃপা-সিন্ধুর যে বিশ্ব-পাবন করুণা-পুঞ্জ আমাদিগের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদাই আমাদেব দ্বার-দেশে উপস্থিত রহিয়াছে, তৎ-সমুদায়ের সাহায্য—নির্দ্দোষত্ব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে অধিকতর ভাবে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সাধারণতঃ, এক-ক্রমে দ্বাদশ বৎসর নির্দ্দোষত্বের অভ্যাসের ফলে নির্দ্দোষত্ব স্বাভাবিক হইয়া যায়। অতন্দ্রিত অভ্যাসের বলে যখন মানব নির্দ্দোষত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে বিধি-নিষেধের কৃত্রিম গণ্ডিকে সর্ব্বথাই অতিক্রম করে। ‘পরমহংসগণ বিধি-নিষেধের অতীত’—এই বাক্যের অর্থ ইহা নহে যে তাঁহারা অন্যায় কর্ম্ম করিলেও তাহা উপেক্ষা করিতে হইবে; ইহার মর্ম্ম এই যে তাঁহাদিগের দ্বারা অন্যায় কর্ম্ম হইতেই পারে না। তাঁহাদের দেহ-মন এমনই হইয়া যায় যে যাহা ভাল, যাহা পবিত্র, যাহা মঙ্গল-জনক—কেবল তাহাই তাঁহারা স্বতঃই, স্বভাবতঃই সহজ ভাবে করিয়া

থাকেন। "তাঁদের পা বে-তালে পড়ে না"। যদি তোমার মনে হয় যে কোন পরমহংসের আচরণ শাস্ত্র-সম্মত নহে, তবে বুঝিতে হইবে যে ঐ ব্যক্তি যথার্থ পরমহংস নহেন, কিম্বা শাস্ত্র-বাক্যের অর্থ তুমি ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পার নাই। বাস্তবিক, শাস্ত্র-সাগরের জটিল তত্ত্ব-সমূহ মহাপুরুষগণের জীবনালোকের সাহায্যেই বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। তাঁহাদিগের জীবনই বেদ এবং পুরাণ, তাঁহাদিগের জীবনই স্মৃতি এবং তন্ত্র। যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—"আমি কখনও অন্যায় কর্ম্ম করি নাই, আমার মুখ দিয়া কখনও অসঙ্গত বাক্য নির্গত হয় নাই; সুতরাং এখন যে কথা আমার মুখ দিয়া বহির্গত হইয়াছে, তাহা কখনও অবৈধ হইতে পারে না।"

যাঁহারা সাধু, যাঁহারা সংযত, যাঁহারা কর্ত্তব্য-পরায়ণ, তাঁহাদিগের জন্য নিয়মের আবশ্যক হয় না। যাহারা উচ্ছৃঙ্খল, যাহাদের গলদ্ আছে, তাহাদিগের জন্যই নিয়মের বন্ধন। এই বন্ধনকে মান্য করিয়াই বন্ধনের পারে যাইতে হইবে, নিয়মকে মানিয়াই নিয়মের অতীত হইতে হইবে। নিয়মকে মানিতে হইবে, বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিতে হইবে এবং আলস্যাদিকে বর্জ্জন করিতে হইবে। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা,—ইহা যেন কদাপি ভুলিয়া যাইও না। আরাম-প্রিয়তাই সমুদয় দোষের নিদান,—ইহাও বিস্মৃত হইও না। কর্ত্তব্যের কঠোর পথে সর্ব্বদাই সত্য

ও সরলতা, প্রেম ও পবিত্রতা, বিবেক ও বৈরাগ্য, উৎসাহ ও উদ্যম, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা, স্বার্থ-হীনতা ও পরার্থ-পরতা, দক্ষতা ও শ্রম-শীলতা—এ সকলেরই প্রয়োজন আছে। আরও প্রয়োজন, অবশ্য প্রয়োজন—ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর করা, ভগবানের মুখের দিকে সর্ব্বদা চাহিয়া থাকা, ভগবানের প্রীতির জন্যই জীবন-যাপন করা।

হৃষীকেশ।

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

তপস্যার শৃঙ্খলা আপনা-আপনিই গড়িয়া উঠিতে পারে। যদি না হয়, জানাইও। "যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ"। একটা কথা। এই যে অবিদ্যা বা মায়া—এঁকে যখন অপেক্ষাকৃত স্থূল দৃষ্টিতে দেখি, তখন মনে হয় যেন শব্দের বাহনে বা আসনে চড়িয়াই ইনি অভিনয় করেন। আমি, তুমি, সে; আমার, তোমার, তাহার; সুন্দর, কুৎসিৎ, মানান-সই; হ্রস্ব, দীর্ঘ, মাঝামাঝি; এটি আমি চাই, ওটি তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি, তোমাকে সেখানে যাইতেই হইবে;—এই প্রকারের যত শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি মনে উঠে, তা কেবল অবিদ্যাই। এই সব শব্দ যদি মনে না জাগে, তবে অবিদ্যার ক্রীড়া আর থাকে কোথায়? তাই, বোধ হয়, অবিদ্যার সীমানার বাহিরে—চুপের রাজ্যে যাইবার জন্য প্রথম অধিকারীর প্রতি উপদেশ—"অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" ইত্যাদি। এ বাক্য কেবল মুখের নয়, মনেরও। আর, বাক্য তো মনেরই, মুখে তার প্রকাশ-মাত্র। মন স্পন্দনময়, বাক্যময় হইয়াই

আছে। তার এই কথা কওয়া, এই নড়া-চড়া বন্ধ করিতে পারিলে, বোধ হয়, অবিদ্যার পথ বন্ধ করা যায়। মন **vacant** রাখিবার চেষ্টাও কিন্তু ইহাই।

অন্য পথও আছে। বাক্যের সাহায্যেও বাক্যাতীত, মায়াতীত হওয়া যায়। সে পথের জন্য জপ, অক্ষর-ধারণা ও প্রাণায়ামাদির ব্যবস্থা।

বাক্যের সীমানার বাহিরে যাইবাব জন্যও, কিন্তু, প্রথম প্রথম বাক্যের সাহায্য লাগেই।

বাক্যরাশির তত্ত্ব চিন্তাতেও বাক্যের পরিসমাপ্তি হয়। এ পথে গমনের অভাবে আজ-কাল অনেক আগাছা গজাইয়াছে।

এ সব-পথই, কিন্তু, তোমার জন্য প্রয়োজন নয়। বাৎলাইলাম মাত্র। বাৎলানও সামান্য ইঙ্গিতেই। এ সম্বন্ধে অনেক রহস্য আছে। ভিতর হইতে যার উঠে, সে-ই ঠিক্ ঠিক্ ধরিতে পারে।

আজ এই-টুকু। শিবমস্তু। ইতি।

হৃষীকেশ।

১০।১১।'২৪। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

একখানা পত্র লিখিবার জন্য যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা শিরে ধারণ করিলাম। ভগবৎ-প্রসঙ্গের যে সুপাবন সুযোগ আপনি আমাকে প্রদান করিলেন, তদ্দ্বারা আপনার মহতী করুণাই প্রকাশিত হইয়াছে। মানব-রূপী শব্দ-যন্ত্র হইতে নিয়তই কত ধ্বনি নিনাদিত হইতেছে! মানুষ যত কথা বলে, তত আর কিছুই বোধ হয় করে না! কিন্তু এই শব্দ-রাশির মধ্যে প্রয়োজনীয় শব্দ আর ক'-টি! যে কথায় হৃদয়ে সত্ত্বোদ্রেক হয়, যে কথায় জ্ঞান-ভক্তি বর্দ্ধিত হয়, যে কথায় প্রাণ-মন প্রশান্ত হইয়া যায়, সেরূপ কথা দিনের মধ্যে আমরা ক'-টি বলিয়া থাকি! যে কথায় কুসংস্কারের বেগ বর্দ্ধিত হয়, যে কথায় সাময়িক কিছু আবিল মধুর আস্বাদ পাওয়া যায়, যে কথায় সংসার-বন্ধন দৃঢ়তর হয়, সেই কথায়ই যে আমরা নিশি-দিন আত্ম-হারা! মানুষ ভাল কথা, পুণ্য কথা, ভগবৎ-কথা বলে না, বলিতে জানে না, বলিতে চায় না। তাই, যদি কাহারও প্রেরণায় ঔষধ

খাওয়ার মতও ভগবদালোচনা অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই প্রয়োজক নিশ্চয়ই ধন্য-বাদের পাত্র, সন্দেহ নাই। মায়াময় সংসারে যদি কিছু করিবার থাকে, তবে তাহা —একমাত্র ভগবৎ-স্মরণ; যদি কিছু বলিবার ও শুনিবার থাকে, তবে তাহা—এক মাত্র ভগবৎ-প্রসঙ্গ।

অগণিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শাসনে বিধৃত রহিয়াছে, ঈশ্বরগণ অবনত-মস্তকে যাঁহার আদেশ প্রতিপালনে বাধ্য হইতেছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহার প্রসঙ্গ করিব? যাঁহার ইচ্ছায় দেহ-যন্ত্র চালিত হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছায় জীবন-ধারণ করিতেছি, যাঁহার কৃপায় শুভ-বুদ্ধি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার করুণায় তাঁহাকে লাভ করিবার আশা করিতেছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহার কথা বলিতে হইবে? সংসার-সাগরে যিনি আমাদিগের একমাত্র সম্বল এবং অবলম্বন, যাঁহার দয়া ব্যতিরেকে শান্তি-লাভ একেবারেই অসম্ভব, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাহার কথায় কাল কর্ত্তন করিব? যাঁহাকে ছাড়িয়া ক্ষণ-কালও থাকিতে পারি না, যিনি আমার স্বরূপ এবং পূর্ণত্ব, একমাত্র যিনিই পূর্ণ-তৃপ্তি-স্বরূপ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাহার কথা কহিতে হইবে? যাঁহাকে জানিলে সকলই বিজ্ঞাত হয়, যাঁহাকে পাইলে সকলই প্রাপ্ত হয়, যাঁহাকে না পাইলে অশান্তির দাবানল নির্ব্বাপিত হয় না, তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়া

আর কাহার কথায় কাল কাটাইতে হইবে? বিষয়ের কথা বলিতে বলিতে, বিষয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে, বৈষয়িক কর্ম্মে ডুবিতে ডুবিতে যখন ভগবানকে ভুলিয়া যাই, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কথায় কাল কাটাইব কেন? তাঁহারই কথা লইয়া, তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে। যোগের সামর্থ্য নাই, জ্ঞানের অধিকার নাই, ভক্তির সম্বল নাই,—এ-হেন আমাদিগের ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত আর উপায় কি? ভগবৎ-প্রসঙ্গেই দেহ-মনের সাফল্য, ভগবৎ-প্রসঙ্গেই জীবনের সার্থকতা, ভগবৎ-প্রসঙ্গই শ্রেষ্ঠতম-পুরুষকার। তাঁহার কথা কহিতে কহিতেই তাঁহাতে রতি জন্মিবে, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতেই তত্ত্ব-জ্ঞান উদ্রিক্ত হইবে, তাঁহার কথা স্মরণ কবিতে করিতেই তাঁহাতে প্রবেশ-লাভ হইবে, তাঁহার কথা অনুধ্যান করিতে করিতেই তিনি—একমাত্র তিনি—সকল দেশ ও সকল কাল জুড়িয়া একমাত্র তিনিই বিরাজমান থাকিবেন। তখন হৃদয় মধুময় হইবে, জগৎ মধুময় হইবে, প্রত্যেক পরমাণু মধু-ক্ষরণ করিবে। তখন বিশ্বময় তিনি, বিশ্বাধার তিনি—বিশ্ব-মন্দিরে লীলাসীন হইয়া প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর দিয়া—প্রত্যেক গবাক্ষ হইতে স্মেরানন বহির্গত করিয়া—কত কথা বলিবেন, কত লীলা করিবেন, কত সুধা বাঁটিবেন! তখন জগতে জড়ত্ব থাকিবে না,

মোহ ঘিঁষিবে না, অবিদ্যা পশিবে না। তখন—এবং তখনই—"সচ্চিদেকং ব্রহ্ম"। তাই, জ্ঞান-নেত্রে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হইতে হইবে। এখন যেমন সর্ব্বব্যাপী তিনি প্রকৃতির আবরণে লুক্কায়িত হইয়া আমাদের ভ্রান্ত-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত রহিয়াছেন, মনে করিতেছি; তেমনই জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তমসাচ্ছন্ন ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁহাতে বিলীন করিয়া কেবল তাঁহাকেই দেখিতে হইবে। তাঁহারও যেমন বিকার নাই, সর্ব্বত্র-ব্রহ্ম-দর্শীর এ তপস্যারও তেমন বিরাম নাই। এরূপ তপস্যা করিতে করিতে—সর্ব্বদা ব্রহ্ম-স্মরণ করিতে করিতে অস্থি-মজ্জা ব্রহ্মময় হইবে, দেহ-মন ব্রহ্মময় হইবে, আকাশ-বাতাস ব্রহ্মময় হইবে; এক ব্রহ্মই মহানন্দে বিরাজমান থাকিবেন। এই যে অমূল্য সুযোগ, অমৃত-কুণ্ডে পহুঁছিবার এই যে অমোঘ উপায়, ইহাকে কোন্ প্রাণে পরিত্যাগ করিব? আসুন আমরা সকলে,—আর কাল-ক্ষেপ না করিয়া, আর জীবন-নষ্ট না করিয়া এখনই—এখন হইতেই সকল কর্ম্ম, সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে থাকি, সম্পূর্ণ রূপে তন্ময় হইয়া যাই!

ওম্। ইতি।

শিবালয়, হৃষীকেশ।

১৭।৫।'২৭

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

নিদ্রা এবং তন্দ্রা, আলস্য এবং বিক্ষেপ, সংশয় এবং সন্দেহ— এ' সকলই সাধনোন্নতির পরিপন্থী। শ্রদ্ধা এবং ভক্তি, ইচ্ছা এবং উৎসাহ, ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের বলে যতমান সাধক এই সমুদয় বিঘ্ন-নদীর পরপারে গমন করেন। এই যে অন্তরায়-সমূহ—এগুলি রজোগুণ এবং তমোগুণেরই বিভিন্ন-প্রকাশমাত্র। সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত করিয়া যখন সাধক রজ ও তম গুণকে পরাস্ত করিতে পারেন, তখনই ইহারা অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাই, সর্ব্ব-প্রযত্নে সাত্ত্বিক হইবার চেষ্টা করিতে হয়। আহারে-নিদ্রায়, পোষাকে-পরিচ্ছদে, আচারে-ব্যবহারে, কর্ম্মে ও চিন্তায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সাত্ত্বিক হইতে হইবে। যথাসময়ে সাত্ত্বিক মিতাহার, যথাসময়ে উপযুক্ত নিদ্রা ও ব্যায়াম, শরীর-মন-বস্ত্র-ও-গৃহাদির পবিত্রতা রক্ষা, সদাচরণ ও সচ্চিন্তন, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-সংযম, কর্ত্তব্য-সমূহের যথাবিধি সম্পাদন, অবৈধ কর্ম্ম ও কুচিন্তার পরিবর্জ্জন, কুসঙ্গাদির পরিহার—এই সকল দ্বারা

সত্ত্বগুণ বিবৃদ্ধ হইয়া অন্তরায়গুলিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। বিবেক এবং বৈরাগ্য, ধ্যান এবং ভক্তির অভ্যাসে সমুদয় বিঘ্নই দূরীভূত হইয়া যায়। ভগবানের জন্য যাঁর প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে—প্রেমময়ের বিরহে যিনি সংসারকে বিষময়, অগ্নিময় বোধ করিতেছেন, তাঁর কাছে নিদ্রা ঘেঁষিতেই পারেনা। সাধক যখন তন্ময়-চিত্তে ধ্যান-পরায়ণ হ'ন, তখন নিদ্রা তাঁহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। বৈরাগ্যের বর্ম্ম যিনি পরিধান করিয়াছেন, ভয় এবং বিক্ষেপ তাহা হইতে দূরে অবস্থান করে। ভক্তি এবং নির্ভরতাই যাঁহার সম্পত্তি, তাঁহার কাছে সন্দেহ ও অবিশ্বাস আসিতেই পারে না। ভক্তি এবং বিবেক যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁর ত্রিসীমানায়ও অলসতা পদার্পণ করিবে না। যিনি যথাবিধি প্রাণায়াম করিয়া থাকেন, নিদ্রালসা তাঁহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে। যিনি সর্ব্বদা সাবধান এবং উন্নতি-কামী, তাঁহার নিকটে বিঘ্নের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আপনি সাবধান হইয়া তপস্যায় নিরত থাকুন,—এ অন্তরায়গুলি আপনাকে বেশী দিন ক্লেশ দিতে সমর্থ হইবে না। তপস্যার সময়ে যে-কোন মূর্ত্তি আপনার চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মাইবার চেষ্টা করিবে, তাহাকেই আপনার ইষ্ট-দেবতার রূপ মনে করিবেন। মনে করিবেন—মহাশক্তি বিশ্ব-জননী এই রূপেই আমার নয়ন-পথ-গামিনী হইয়াছেন। কোন

শব্দ মনে হইলে বা বারংবার কর্ণ-গোচর হইলে মনে করিবেন—এ মা'র নামই হইতেছে। প্রত্যেক ঘটনায় মা-মহাশক্তিকেই দর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন। ফলতঃ, সাধনার ফলে এরূপ উপলব্ধি হয় যে বিশ্বের যাবতীয় রূপই তাঁহার রূপ, সমুদয় শব্দই তাঁহার নাম এবং সকল কর্ম্মই তাঁহার আনন্দ-লীলা। এইরূপ অভ্যাস ও উপলব্ধির ফলে চিত্ত-মর্কট প্রশান্তাকার ধারণ করিবে। যখন যে প্রকারের বিক্ষেপ আসে, বিচার-পূর্ব্বক তাহার অসারতা স্থির করিলে ঐরূপ বিক্ষেপ ক্রমেই কমিয়া যাইবে। যে ভাগ্যবান সাধক ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিতে পাবে, যে মনে-মুখে বলিতে পারে—"তোমার ইচ্ছা হউক্ পূর্ণ, করুণাময় স্বামি!", তার আর কোন ভয় নাই। সে যে পূর্ণ শান্তিতে বিশ্ব-জননীর কোলেই বসিয়া থাকে! কোন কোন ভক্ত প্রথম প্রথম মনে করেন—"ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন। যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি॥" তার পর বলিতে থাকেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব-ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

আজ এই পর্য্যন্ত। আর কিছু যদি না-ই পারেন, মা'র নাম ধরিয়া থাকুন। মা'র নামের জোরে ভক্ত-বীর সর্ব্বত্রই অভয় লাভ করে। নামে যার রুচি জন্মিয়াছে, সে আর কিছুই চায়না। "ত্রি-সন্ধ্যা যে বলে কালী,

সন্ধ্যা-পূজা সে কি চায়?" সে কিছুই চায় না। চায় কেবল—নাম করিতে, নামামৃতে ডুবিতে, নামামৃতে ডুবিয়া আত্ম-হারা হইতে।

ওম্ ইতি।

স্বর্গাশ্রম।

২।১।'১৪। * * *

ওঁ

*　　*　　*　　*　　*

ব্রহ্ম = সৎ + চিৎ + আনন্দ।

কৃষ্ণ = সৎ + চিৎ + আনন্দ + একটি নাম + একটি রূপ।

যে পর্য্যন্ত নাম-রূপে (বা নামরূপাত্মক জগতে) আসক্তি আছে, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম অপেক্ষা কৃষ্ণ বা শিব বা দুর্গা যে বেশী মিষ্টি লাগিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যত দিন পর্য্যন্ত আমরা দেহাত্মবাদী, যত দিন পর্য্যন্ত আমরা দৈহিক সৌন্দর্য্য এবং দৈহিক সুখে অনুরাগী, তত দিন পর্য্যন্ত যে ভগবানকেও মনের মত একটী সুন্দর রূপের ভিতরে দেখিতে পছন্দ করিব, ইহা স্বাভাবিক, এবং প্রয়োজনও বটে। মন যে পরিমাণে বিষয়ের সঙ্গ ছাড়িয়া শুদ্ধ হইতে থাকিবে, আমরা যে পরিমাণে দেহাত্ম-বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিতে পারিব, সেই পরিমাণেই উপাস্য দেবতারও নাম-রূপ অন্তর্হিত হইবে, সেই পরিমাণেই উপাস্য দেবতা শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন পর-ব্রহ্মের নিকটস্থ হইবেন, সেই পরিমাণেই আমরা "অবাঙ্‌মনসগোচরম্", "শুদ্ধম-

পাপবিদ্ধম্" পর-ব্রহ্মে আকৃষ্ট হইব এবং সেই পরিমাণেই নাম-রূপের আস্বাদ আলুনি বোধ হইবে।

মানুষ স্বভাবতঃই 'শ্রীচৈতন্য'কে বিস্মৃত হইয়া 'রূপ'এর অনুগমন করে; কাজেই সে যে নিরঞ্জন মহাবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিভঙ্গ-ঠাম, বঙ্কিম-নয়ন, সহাস্য-বদন ও মুরলী-ধারণের অনুরাগী হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যতক্ষণ মানব কর্ম্ম-জগতে শান্তি এবং আনন্দের আশা করে, যতক্ষণ মানব আশা-বাসনার দাস থাকে, যতক্ষণ মানব এই জগৎকেই সত্য মনে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে সে ভাবের প্রাবল্যে ঠাকুরের নানা-রূপ লীলা ও মহিমার আকর্ষণ অনুভব করিবে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

ছাপরা।

ওঁ

নিরাপৎস্থ।

তোমরা যে বুদ্ধিমান, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্যান্য বুদ্ধিমানের মত তোমরাও বোকামির কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে বোধ হয় পারিবে না।

* * * * *

যে চিকিৎসক রোগের উপশম করিতে পারিতেছে না, ভবিষ্যতে পারিবে এমন আশ্বাসও দিতেছে না: তার প্রতি চিকিৎসার ভার অর্পণ করিবে কেন? রোগ জটিলতর হইবার পূর্ব্বে—সময় থাকিতে থাকিতে কোন উপযুক্ত প্রথিতযশাঃ ডাক্তারের শরণ লওয়া কি ভাল নয়? চন্দন-কামীর মলয়-পর্ব্বতই আশ্রয়ণীয়,—সুন্দর-বন নহে। ভ্রান্ত বুদ্ধি বা ভ্রান্ত পরামর্শের বশে চন্দনের আশায় যে কোন জঙ্গলে ঘুরিতে থাকিলে চন্দন ত দুষ্প্রাপ্য হইবেই; অধিকন্তু, পরিশ্রম-বাহুল্য, কণ্টক-বেধ এবং সময় ও শক্তির অপব্যয় অপরিহার্য্য হইতেও পারে। যে বাজারে ইচ্ছা-মত পদার্থ মিলিতে পারে, সর্ব্ব-প্রযত্নে তদ্দিকে গমন

করাই কি সঙ্গত নহে? 'বাজার করা' যদি অবশ্য-কর্ত্তব্যই বিবেচিত হয়, তবে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে কি টাকা বাজাইয়া লওয়া আবশ্যক নয়? 'ঐ টাকাতেই চলিবে'—এইরূপ ভিত্তি-হীন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কি মেকী টাকা লইয়াই বাজারে যাইতে চাও? মুগ্ধ মৃগগণই মরু-ভূমিতে তীক্ষ্ণ সৌর-করের নিকটে সুশীতল বারি প্রার্থনা করে। তোমরা বুদ্ধি-জীবী হইয়া কি ওরূপ মূর্খতা পরিত্যাগ করিবে না? যদি নির্ভর করিতেই চাও, তবে রাজরাজেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া দীনাতিদীন, সামর্থ্য-হীন কাঙ্গালের উপর নির্ভর করিবে কেন? আধ্যাত্মিক জগতের দৃষ্টি-হীন তুমি অন্ধদ্বারা চালিত হইবার বিপদকে স্বেচ্ছায় বরণ করিবে কেন? বিশ্ব-সম্রাটকে অবজ্ঞা করিয়া কৃমি-কীটের অনুগমন করিবে কেন? প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক কর্ম্মেই তুমি দুর্ব্বল জীবের উপাসনা করিবে কেন? বিচার কর, সতর্ক হও; নতুবা অনুতাপ অবশ্যম্ভাবী। মনে রাখিও—পথ পিচ্ছিল; দোকানের দ্রব্য ভেজালে পরিপূর্ণ; সময় কম, কাজ অনেক, বিঘ্ন অনন্ত। জীব-দেহ নাকি ৮৪০০০০০ প্রকার; কাজেই মানুষ-জন্মের chance ৮৪০০০০০; পুরুষ-জন্মের probability তার অর্দ্ধ। ব্রাহ্মণ-পুরুষ হইয়া জন্ম-লাভের chance কত কম, ভাবিয়া দেখ! আবার উপযুক্ত-দেহ-মন-সম্পন্ন পুরুষ-

বেদ-বাণী

ব্রাহ্মণের জন্ম কত সৌভাগ্য-বলেই হইতে পারে! সেই মূল্যবান সুযোগ পাইয়াও যদি বুদ্ধির দোষে নষ্ট করিয়া ফেল, তবে কি পরিতাপের বিষয় হইবে না? সময় থাকিতে সাবধান হও। পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ,—খাঁটি ব্রাহ্মণ হইতে চেষ্টা কর। শিখা-সূত্র এবং জাত্যভিমানের বোঝা বহন করিলেই ব্রাহ্মণত্ব হয় না; সম্পূর্ণ-রূপে ভগবানের হইয়া যাইতে পারিলেই ব্রাহ্মণত্ব। ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনেই জিহ্বার সার্থকতা। বিশ্ব-মূর্ত্তির সেবা-পূজাতেই শরীরের সার্থকতা, ভগবচ্চিন্তাতেই মনের সার্থকতা, ভগবানে সম্পূর্ণ-রূপে আত্ম-নিবেদনেই জীবনের সার্থকতা। আর জন্ম না হইলেই এই জন্ম সফল, আর মৃত্যু না হইলেই এবারকার মৃত্যু সফল; ভগবচ্চিন্তাতে যে সময় ব্যয়িত হয়, সেই জীবন-টুকুই সফল। জীবনকে বিফল করিও না। ভগবানের দানের অপব্যবহার করিও না। সময় ও শক্তির অপব্যয় করিও না। বৎসর, মাস, দিন, মিনিট, সেকেণ্ডের সহিত তোমার অজ্ঞাতসারে যে তোমার সাধনের সুযোগগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তা লক্ষ্য কর। শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হও। ত্রিপুরারী—মৃত্যুঞ্জয়—জ্ঞান-মূর্ত্তি মহাকালের সেবক হইয়া দুর্ব্বল, অসার, অজ্ঞান থাকিতে লজ্জা হয় না? বিশ্বাস কর—তোমার ভিতরে অনন্ত শক্তি; তুমি যা' ইচ্ছা, তা'ই করিতে সমর্থ। চেষ্টা করিতে করিতেই

ইচ্ছা দৃঢ়া হইবে, ভগবানের কৃপা আসিবে, জীবন ধন্য হইবে।

আজ ইতি।

বিষ্ণুপুর। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

* * * * *

শুক্র শব্দের একটা অর্থ আছে—জ্যোতির্ম্ময়। স্বয়ঞ্জ্যোতি ভগবানের বাচক-রূপে বেদ অনেক স্থলে 'শুক্র' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সমুদয় সৃষ্টিই নন্দ-নন্দন, ব্রজ-মোহন শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যালয়। তুমি, আমি, সকলেই—সকলই এই বিদ্যালয়ে সর্ব্বদা শিক্ষা-লাভ করিতেছি। এ স্কুলে কবে ভর্ত্তি হইয়াছি, কবে পড়া শেষ হইবে,—কে জানে? আমাদের বর্ত্তমান জীবন-টুকু—সমগ্র জীবন-কালের মধ্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আদিই বা কোথায়, আর অন্তই বা কোথায়! আমরা আদি-অন্তের খবর রাখি না, মধ্য-টুকুই দেখি। আদি-অন্তের বিচার করি না,—বুঝিতে চাই না। বর্ত্তমান জীবনই সমগ্র, না ইহার বাহিরে আদি-অন্ত আছে—এ চিন্তাও আমাদের আসে না। আমরা এই মধ্য-টুকুকেই সমগ্র মনে করিয়া তা' দিয়া সমুদয় বিচার করি, সমুদয় জানিতে চাই, সমুদয় বুঝিতে চাই এবং সমুদয়কে আমাদের মতের

অনুবর্ত্তী করিতেও চাই। কিন্তু ভিত্তি যেখানে মিথ্যা, সেখানে প্রাসাদও সত্য হয় না; তাই, আমাদের প্রায় সমুদয় জ্ঞানই ভ্রান্ত। তাই আমরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া লই। অগ্র জানি না, পশ্চাৎও দেখি না, তাই মাঝখানটা লইয়া বিপদে পড়ি, ও হৈ-চৈ করি। রাস্তার আরম্ভ কোথায়, শেষ বা কোথায়—ইহা যদি চিন্তা করিতাম, তবে ত অনেক গোলমাল, অনেক দৈন্য, অনেক অশান্তি চিরকালের জন্য অবিলম্বেই ঘুচিয়া যাইত! কিন্তু ক্ষুদ্র-দর্শী মানুষের স্বভাবই এই, সে সম্যক্-দর্শন করিবে না—সমস্ত-টুকু লইবে না। তাই, মহামায়ার মোহ-লীলা চলিতেছে। যতক্ষণ অসম্যগ্‌দর্শন, ততক্ষণই এই লীলা। আচার্য্যের কৃপায় মানুষ এইটি ধরিতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আচার্য্য, সকল গুরুর গুরু, জগদ্-বিদ্যালয়ের একমাত্র নিয়ন্তা ও গুরু—মুখোপাধ্যায় (শ্রেষ্ঠতম আচার্য্য) জগদীশ। "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো, মদ্‌-গুরুঃ শ্রীজগদ্‌-গুরুঃ।"

* * * * *

অন্য কথা আর কি লিখিব! সত্য-ভ্রষ্ট হইও না। Routine করিয়া, তদনুযায়ী দিবা-রাত্রির সমুদয় কর্ত্তব্য-গুলি যথাসময়ে ও যত সুন্দর ভাবে সম্ভব করা সঙ্গত। বাজে কথা—অনাবশ্যক কথা, যতদূর পার, ত্যাগ করা মন্দ নয়। পরীক্ষায় যেন এবার ভাল ফল করিতে

পার। এ সব পরীক্ষাও বড় পরীক্ষাটির এক একটি সোপান। এগুলিতে যে কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় দিতে না পারে, সে বড় কাজটি যে পারিবে, তার প্রমাণ কি?

শিবমস্তু। ইতি।

কলিকাতা।

১।৪।'১৭ * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

বরাবরই নিয়ম-নিষ্ঠ থাকা সঙ্গত। মন প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিও। সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব স্মরণ করিয়া ঈর্ষা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রভৃতি কুভাবগুলি বর্জ্জন করিতে হয়। আচ্ছা, ভগবানই যদি এই সকল হইয়া থাকেন, তবে শত্রুর প্রতি ঘৃণা, ব্যাঘ্রাদির ভয় ও ব্যারামাদিতে অনিচ্ছা আসে কেন? এরূপ হইলে 'পূর্ণ-ব্রহ্মের প্রতি প্রেম হইয়াছে, অথবা তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা হইয়াছে'—এরূপ বলা ঠিক্ হয় কি? তুমি কি মনে কর? শ্রুতি বলেন—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" যে কোন বিষয় যে কোন সময়ে মনের সাম্‌নে হাজির হয়, তাহাই ব্রহ্মময় মনে করিতে হইবে—তাহাতেই ভগবানের অস্তিত্ব স্মরণ করিতে হইবে। সাধারণতঃ, যতক্ষণ সম্ভব, ভগবচ্চিন্তা তো করিবেই, তার মধ্যে যখনই কোন বিষয় আসিয়া মনের মধ্যে উঁকি মারে, অমনি সে বিষয়েও ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিবে; 'ভগবানই এই রূপে আসিয়াছেন, এই সাজে

সাজিয়াছেন'—এইরূপ ভাবিতে হইবে। যেরূপ চিত্ত-বিক্ষেপই হউক্, তা'তেই ভগবৎ-সত্তার চিন্তা দ্বারা মনকে বিষয় হইতে আবার ভগবানে—আরাধ্য দেবতায় লইয়া যাইবে। এরূপ অভ্যাসের ফলে তুমি তচ্চিত্ত হইবে—মন ভগবান-ময় হইবে। তার পর,—গীতার অভয়-বাণী মনে কর—"মচ্চিত্তঃ সর্ব্ব-দুর্গাণি মৎ-প্রসাদাৎ তরিষ্যসি।" এ হইলে আর ভয় কি? তিনিই সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করিয়া দিবেন। নিজে চেষ্টা করিয়া ত শারীরিক, মানসিক ক্লেশ ঘুচাইতে পারিলে না! এ জন্মের কথাই বা কেন, পূর্ব্বের অনন্ত জন্মে দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যথাসাধ্য যত্ন বরাবরই করিয়াছ; কিন্তু, গলার ঘা ত সারে না! তাই একবার চেষ্টা করিয়া দেখই না কেন, এ হেকিমি ঔষধে ব্যাধি দূর হয় কি না! চেষ্টা করিলে হয়ত দেখিবে যারা আজ তোমা হইতে সুস্থ ও সবল, দুই-চারি দিন পরে তুমি তাদের অনেকের অপেক্ষা অধিকতর বলবান।

* * * * *

শিবমস্তু। ইতি। * * *

ওঁ

নিরাপৎস্থ।

তোমার ফরমায়েস মত কয়েকটি দফা লিখিয়া দিতেছি। এগুলি উপযুক্ত কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া তোমার ঘরের প্রাচীরে টাঙ্গাইয়া রাখিও। সময়ে সময়ে তো আপনা-আপনিই চক্ষু এগুলির উপর পড়িবে, কখনও বা ইচ্ছা করিয়াও এগুলি পড়িও। তাড়াতাড়ি সকলগুলি পড়িতে হইবে না। কোন একটি পড়িবে, পড়িয়া ভাবিবে এবং তা জীবনে খাটাইবার চেষ্টা করিবে। কখনও কোন একটি হইতে হঠাৎ এমন আলোক প্রাপ্ত হইবে, যাহা তোমার গন্তব্য-পথকে অনেক সুগম করিয়া দিবে। এই লেখাগুলির ভাব জীবনে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহাও বিচার করিতে হইবে। লেখাগুলি মনে থাকিলে ঘরের বাহিরেও এগুলি সহায়তা করিবে।

১। "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্,
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু ;—

অপ্রাপ্য বোধিং বহু-কল্প-দুর্লভাম্
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥”

২। “তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব-ভাবেন ভারত !”

৩। অনাবশ্যক কর্ম্ম পরিহার কর।

৪। আবার !

৫। সাবধান ! এখনই যদি মৃত্যু আসে !

৬। অলসতা —মহাপাপ।

৭। “বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।”

৮। “ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাং সত্যঞ্চ যত্নেন হে রক্ষত, হে রক্ষত, হে রক্ষত।”

৯। তিনি সর্ব্বদাই কাছে আছেন। তিনি সকলই জানিতেছেন।

১০। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।"

১১। তাঁকে পাবার জন্য—এ কষ্ট আর কষ্ট কি?

১২। যতই কষ্ট-ভোগ,—ততই প্রারব্ধ কাটিয়া যাইতেছে, ততই শান্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি।

১৩। সরলতা—ধর্ম্ম-মন্দিরের সোপান।

১৪। সন্দেহ করিও না। হতাশ হইও না!

অগ্রসর হও।

মঙ্গল-হস্ত তোমার পশ্চাতে রহিয়াছে।

১৫। "তোমারি ইচ্ছা হউক্ পূর্ণ, করুণাময় স্বামি!"

১৬। যদি আরামই চাইলাম, যদি বিষয়ের টানই না কমিল, তবে প্রেমই বা কত-টুকু আর ব্যাকুলতাই বা কি?

১৭। "He liveth longest who can tell
Of true things truly done each day."

১৮। "Pray,—and it will be heard." "Knock,—and the gate will be opened unto you."

১৯। এখন যেটা বাকি রইল, সেটা কখন হবে—ঠিক্ কি ?

২০। নিয়ম-নিষ্ঠা ব্যতীত নিয়মের পারে যাওয়া যায় না।

২১। চাই—স্বাস্থ্য, সংযম ও সেবা।

২২। ভগবানকে সন্তুষ্ট করা চাই ;—লোক-মতের অপেক্ষা করিও না।

২৩। তাঁকেই যদি না পাই,—এ জীবনে ফল কি ?

২৪। কেহই কেহ নয়,—যদি সে ধর্ম্ম-পথের সহায় না হয়।

২৫। "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল !"

২৬। "অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে—সরল-ব্যাকুলান্তরে!"

২৭। লোক-কোলাহলের মধ্যে যেন নিজকে হারাইয়া ফেলিও না।

২৮। আয়ুও কমিতেছে,—সাধনের সুযোগও কমিতেছে!

২৯। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্।"

৩০। "আমি মারি যারে, কে রাখে তাহারে?
আমি রাখি যারে, কে মারিতে পারে?"

৩১। বিশ্বাস কর,—ফল পাইবে।

৩২। "জ্ঞানের আলোক দাও, নির্ভরের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে!"

৩৩। "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

৩৪। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে,—মা ফলেষু কদাচন।"

৩৫। শ্রদ্ধা চাই। বীর্য্য চাই।
"নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।"

৩৬। কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছ,—যেন হাসিতে হাসিতে যাইতে পার।

৩৭। "Fame is the last infirmity of a noble mind."

৩৮। ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না।

৩৯। "নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ।"

৪০। "অভেদ-দর্শনং জ্ঞানং, ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।"

৪১। বিঘ্ন-সঙ্কুল জীবন-পথে ধৈর্য্যই প্রধান সহায়।

৪২। "যখন যে ভাবে তুমি রাখিবে আমারে,
সেই সুমঙ্গল;—যেন না ভুলি তোমারে!"

৪৩। শরীরের আহার;—আহারের জন্য শরীর নয়।

৪৪। "কি ভয়, ভাবনা রে মন! লয়েছ যাঁর আশ্রয় ;
সর্ব্বশক্তিমান তিনি অনন্ত-করুণাময়।"

৪৫। "স্ব-কর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।"

আজ এই পর্য্যন্ত। শিবমস্তু। ইতি।

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু

সেই চির-কুমার, নিত্য-নব অতিথিটিকে আশ্রয় দিবার কর্ত্তৃত্ব আপনার নাই,—কে বলিল? সঙ্গীত-তরঙ্গে ভজনানন্দ উপভোগ করিবার বাসনা ও কর্ত্তৃত্ব যাঁহার আছে—ভগবত্তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল প্রয়াস যাঁহাতে দেখিতে পাই,—গীতার অর্জ্জুন, যোগ-বাশিষ্ঠের রামচন্দ্র এবং উপনিষদের নচিকেতার মত (অতটা না হউক্, কিয়ৎ পরিমাণেও) সত্যের অন্বেষণে ছুটাছুটি যাহার চলিয়াছে, অনাথ বালকটিকে* আশ্রয় দিবার কর্ত্তৃত্ব এবং প্রয়োজন তাঁহার নিশ্চয়ই রহিয়াছে।

নির্ব্বাণ-লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীবেরই কর্ম্ম আছে, কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি আছে। মুক্তি-পথে-অগ্রসর মানব বুঝিতে আরম্ভ করে—সকলই শ্রীভগবানের লীলা, তিনিই সকল যন্ত্রের যন্ত্রী, "……ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"। ইহা ঠিক্ ঠিক্ অনুভূত হইলে আর মুক্তির

* বেদ-বাণী প্রথম প্রচার ১০ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাকী রহিল কি? কিন্তু এ বোধ প্রথমেই থাকে না,—চেষ্টা করিয়া, সাধন করিয়া আনিতে হয়। এ বোধ না হইলে বিশ্বাস ও নির্ভরতা ঠিক্ ঠিক্ আসে না; তথাপি, নির্ভরতার জন্য, ভগবানে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম-নিবেদনের জন্য প্রথম হইতেই চেষ্টা করিতে হয়; এবং এই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান যে মঙ্গলময় এবং প্রেম-স্বরূপ—ইহাও বুঝিতে হয়। নতুবা, কোন্ আশ্বাসে, কোন্ বিশ্বাসে ক্ষুদ্র-প্রাণ চঞ্চল-মানব তাহার সর্ব্বস্ব-টুকু ভগবৎ-পদে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে?

শাস্ত্র এবং সৎ-সঙ্গের সাহায্যে, সচ্চিন্তা এবং সৎ কর্ম্মের ফলে, ভক্তি এবং বিচারের আলোকে, শ্রীভগবানের প্রেমময়ত্ব, মঙ্গলময়ত্ব, সর্ব্বময়ত্ব, জ্ঞানময়ত্ব এবং সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব ধারণা করিবার চেষ্টা করুন। যতই তপস্যায় অগ্রসর হইবেন, ততই তাঁহাকে বেশী-বেশী জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন, ততই তাঁহার প্রতি আকর্ষণ বাড়িবে, ততই তাঁহাতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন।

এই সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য আপনাকে বিধি-পূর্ব্বক তপস্যায় নিরত থাকিতে হইবে; এবং তদ্রূপ তপস্যার জন্য আপনাকে গুরুর সহায়তাও অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। আধ্যাত্মিকতার দুর্গম পথের কোন সন্ধানই তো আপনি জানেন না! ধর্ম্ম-রাজ্যের অন্ধ আপনি নিজে-নিজে চলিতে পারিবেন কেন? গুরু-রূপী

বিজ্ঞানময় পুরুষ কর্ত্তৃক—ভগবানের করুণা-মণ্ডিত গুরু-মূর্ত্তি কর্ত্তৃক শক্তি-পাত ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশাধিকার লব্ধ হইতেই পারে না। শ্রীভগবানের অবিদ্যা-শক্তি যেমন জীবগণকে মোহ-বদ্ধ করিয়া সংসার-চক্রে ভ্রামিত করিতেছে, তাঁহার অনুগ্রহ-শক্তিও তেমনই গুরু-রূপে অবিদ্যার বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবকে শিবত্ব প্রদান করিতেছে। তাই, সাধারণ দুর্ব্বল মানবের পক্ষে গুরু-গ্রহণ অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ব্রহ্মানন্দ গিরি (ব্রহ্মাণ্ড গির্) গুরু-দত্ত অশুদ্ধ মন্ত্র জপ করিয়াই ফল-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু, তেমন তেজ, তেমন ভক্তি সুলভ নহে। "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"। সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত-গুরু-লাভের চেষ্টা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, উপযুক্ত গুরু কেমন করিয়া চিনিয়া লইবেন? কেবল নাম শুনিয়াই গুরু করা চলিবে না। প্রত্যেক মহাপুরুষের প্রতিই সকলের শ্রদ্ধা হয় না। যাঁহার উপরে আমার শ্রদ্ধা আছে, আপনি হয়ত তাঁহাকে মোটেই পছন্দ করিবেন না। আবার, যাঁহাকে আমি অপছন্দ করি, তিনিই হয়ত আপনার শ্রদ্ধা-ভাজন হইবেন। তাই, দূর হইতে নাম শুনিয়াই গুরু-নির্ব্বাচন চলিবে না। যদি দীর্ঘকাল মিলিয়া-মিশিয়া, কথা-বার্ত্তা বলিয়া, আচরণ দেখিয়া প্রাণের টান হয়, উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়, যদি সরল ভাবে তাঁহার নিকটে প্রাণের সকল

গোপনীয় কথা খুলিয়া বলিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য হয়, যদি তিনি প্রেমিক, নিঃস্বার্থ ও উদার-প্রকৃতি হ'ন, যদি তাঁহাকে নিরভিমান, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্ম-বিৎ এবং ব্রহ্ম-নিষ্ঠ মনে করেন, তবেই তাঁহার পায়ে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারেন।

এই ভাবে উপযুক্ত গুরুর নির্ব্বাচন হইলেই, কিন্তু, আপনার কর্ত্তব্যের শেষ হইল না। গুরু উন্নত হইলেই যে শিষ্যও উন্নত হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। মহাপুরুষদিগের কৃপা অমোঘ বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বলা যায় যে গুরু-ভক্তি ও গুরু-দত্ত সাধনে আসক্তি না থাকিলে শিষ্যের বেশী ফল-লাভ হয় না। শিষ্যের শ্রদ্ধা-মান্দ্য, দুর্ব্বুদ্ধি এবং অভিমানের বর্ম্মে প্রতিহত হইয়া কত গুরু-কৃপা, কত ঈশ্বর-কৃপা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়!

"হে কবীর! গুরু হ'তে জ্ঞান যে লভিতে চায়
শির যেন করে তাঁরে দান।
গিয়াছে অবোধ কত সংসার-সাগরে ভেসে
বাঁচাইতে আত্ম-অভিমান॥"

গুরুর কাছে অন্ধ হইতে হইবে। গুরুর কাছে সম্পূর্ণ-রূপে আত্ম-বলি প্রদান করিতে হইবে। রামময়-প্রাণ লক্ষ্মণের মত* স্বাধীন বুদ্ধি বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

* বেদ-বাণী প্রথম প্রচার ১৩৪৯-পৃষ্ঠা, (৪) দ্রষ্টব্য।

অন্তের সহিত সমুদয় স্বাধীন সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ-রূপে গুরুর অধীন হইতে হইবে। তাঁহার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং অকপট প্রেম রক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার সেবায় দেহ-মন অর্পণ করিতে হইবে। সর্ব্বদাই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিতে হইবে। এই ভাবে থাকিতে যদি সমর্থ হ'ন, গুরু-কৃপায়, ভগবৎ-কৃপায় উন্নতি-লাভে বেশী বিলম্ব হইবে না।

একটা কথা বলি। চেষ্টা করিয়াও যদি মনোমত গুরুর সন্ধান না পা'ন, তবে তজ্জন্য শ্রীভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে থাকুন। আপনার ব্যাকুলতাময় কাতর ক্রন্দনে প্রেমময়ের আসন টলিবে, তিনি নিশ্চয়ই যথা-সময়ে উপযুক্ত গুরু মিলাইয়া দিবেন।

যত দিন গুরু না জোটে, প্রার্থনা, নাম-কীর্ত্তন ও ভগবৎ-স্মরণ করিতে থাকুন, এবং যথাসম্ভব নির্দ্দোষ হইবার চেষ্টা করুন। ভক্ত-বীর লালা বাবু যে দিন শেঠ্‌জীর মন্দিরে মাধুকরী-ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে পূজ্য-পাদ কবিরাজ-গোস্বামীর কৃপা-লাভের জন্য তাঁহার সমুদয় চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। তাই, উপযুক্ত শিষ্য হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করুন।

গুরু-লাভ এবং ধর্ম্মোন্নতির জন্য যদি আপনার প্রবল তৃষ্ণাই জন্মিয়া থাকে, ভগবান নিশ্চয়ই আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। আমাদিগের এক বন্ধু এক গৃহস্থ গুরুর

নিকটে দীক্ষা-গ্রহণান্তে সাধন করিতে হিমালয়ে আসিয়াছিলেন। সাধন করিবার কালে কতকগুলি সন্দেহ তাঁহাকে আকুল করিল। তিনি সমাধান করিতে না পারিয়া, অনন্যোপায় হইয়া, নিতান্ত অস্থির চিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিছুদিন এই ভাবে গত হইলে এক-ক্রমে তিন রাত্রিতে স্বপ্ন-যোগে কোন মহাত্মার নিকট হইতে সাধন-রহস্যের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন,—সকল সন্দেহ কাটিয়া গিয়াছে। এখন তাঁ'র খুব উন্নত অবস্থা। তাই বলি, যে ব্যক্তি সরল প্রাণে আত্মোন্নতি কামনা করে, ভগবান তাঁহার সমুদয় বিঘ্ন-বিপত্তি দূর করিয়া তাঁহাকে আনন্দ-ধামে লইয়া যা'ন। সৎ কর্ম্মে শত বাধা বটে; কিন্তু, সহিষ্ণু হইয়া কিছু-দিন টিকিয়া থাকিতে পারিলে নিশ্চয়ই আলোক পাওয়া যায়।

আজ এই পর্য্যন্ত।

স্বর্গাশ্রম।

দ্বিতীয় অনুবাক্।

ওঁ

১। ভগবদ্বিষয়ক প্রশ্ন প্রশ্ন-কর্ত্তা, উত্তর-কর্ত্তা, এবং শ্রোতা—এই তিন ব্যক্তিকেই পবিত্র করে।

২। জমলার্জ্জুনস্থ সিদ্ধ-পুরুষ-দ্বয় শ্রীভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিলেন—"হে জগন্মঙ্গল! হে পরম-শিব! আমাদিগের বাক্য আপনার গুণ-কীর্ত্তনে, কর্ণ দ্বয় আপনার মহিমা-শ্রবণে, কর-যুগল আপনার চরণ-সেবায়, চিত্ত আপনার চরণ-চিন্তনে, মস্তক আপনার আবাস-ভূত এই জগতের প্রণামে এবং দৃষ্টি আপনার মূর্ত্তি-ভূত সাধুগণের দর্শনেই যেন নিযুক্ত থাকে!"

৩। ব্রহ্মা কহিলেন—"হে বিভো! তুমিই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; অতএব মমতার আস্পদ এই জগৎ এবং শরীর তোমাকেই অর্পণ করিলাম।"

৪। রাস-লীলার সময়ে প্রত্যেক গোপিনীই মনে করিলেন—'শ্রীভগবান আমারই নিকটে অবস্থান করিতে-ছেন।'

৫। ভক্ত নির্ব্বাণও আশা করেন না। তিনি সম্পূর্ণ রূপে কামনা-শূন্য এবং নিঃসঙ্গ।

৬। চিত্ত বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে যেমন বিষয়াসক্ত হয়, ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতেও তেমনই ভগবানে অনুরক্ত হইয়া তাঁহাতে বিলীন হইয়া যায়।

৭। ভগবানের নিত্য-স্মরণেই জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য লাভ হয়।

৮। বিস্মৃত মণি-মালা কণ্ঠে থাকিলেও যেমন তাহা অপ্রাপ্ত-বৎ থাকে, তেমনই ভগবান হৃদয়ে সদা বিরাজমান থাকিলেও বাসনা-পঙ্কিল জন-গণের পক্ষে দুর্লভই হইয়া থাকেন।

৯। নির্ব্বিকল্প সমাধি যাহাতে শীঘ্র লাভ হয়, তজ্জন্য সঙ্গীতের সৃষ্টি। নৃত্য, গীত ও বাদ্য ভগবানের উদ্দেশ্যে না হইলেই ব্যসন ; ইহারা তখন কামজ ও কামোদ্দীপক।

১০। তোমরা, বোধ হয়, এক অন্ধ-সাধুর কথা শুনিয়াছিলে :—সুরদাস ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন একাকী চলিতে চলিতে পথ হারাইয়া এক জঙ্গলের ভিতরে

উপনীত হইয়াছিলেন; অনন্ত-গতিক হইয়া শ্রীগুরুর পূর্ব্ব-প্রদত্ত উপদেশানুসারে প্রায় সমুদয় রাত্রি নিজ উপাস্য-দেব 'শ্রীশ্রী৺শঙ্করের নাম জপ করিবার পর বিপ্র-রূপী ভগবানের সঙ্গ লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত চলিয়া (রাস্তায় প্রচুর ঘৃতের সহিত ডা'ল-রুটি খাইয়া) হরিদ্বারে উপস্থিত হ'ন। এই সাধুটি গত বৎসর হরিদ্বারে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন।

১১। ভগবান সর্ব্বদাই কাছে আছেন, তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন—ইহা সরল প্রাণে বিশ্বাস করিও এবং মনে রাখিতে চেষ্টা করিও।

১২। তপস্যা যেন জড়ত্ব-ময়, dull routine-work-এ-ই পর্য্যবসিত না হয়। তপস্যার ভাব সত্যময় হউক্, জাগ্রত-জীবন্ত হউক্, তোমার সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করুক্।

১৩। সকল অমঙ্গলের হাত হইতে চির-নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই তো তপস্যা। বিধি-পূর্ব্বক তপস্যায় অমঙ্গল হইতেই পারে না।

১৪। মৌন, চেষ্টা-হীনতা ও প্রাণায়াম যথাক্রমে

বাক্য, শরীর এবং মনের দণ্ড। এই সকল দণ্ড ব্যতীত কেবল বংশ-দণ্ডের ভার বহনেই যতী হওয়া যায় না।

১৫। কর্ত্তব্যগুলি ভগবৎ-প্রীতি-কামনায়, যথা সময়ে, যথা নিয়মে, পরিপাটি রূপে সম্পন্ন করা তপস্থার একটি প্রধান অঙ্গ। কেবল নাক-টেপা বা জপ করাই তপস্থা নহে।

১৬। যত-দিন ক্রোধ এবং বিদ্বেষ, খলতা এবং স্বার্থ-পরতা, অভিমান এবং লোক-নিন্দার অভ্যাস বর্ত্তমান থাকিবে, তত-দিন কঠোর তপস্থা দ্বারাও ভক্তি-লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

১৭। সাধু-সঙ্গ—সর্ব্ব-সঙ্গ-নিবর্ত্তক।

১৮। সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া সুখের অন্বেষণ করিও না। বিচারকে পরিত্যাগ করিয়া ভাব-প্রবণতার পুষ্টি-সম্পাদন করিও না। ন্যায়-নিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বদান্যতায়ই সন্তুষ্ট থাকিও না।

১৯। যাহারা শেষ-রাত্রিতে তপস্থা করিয়া ভাল halo সংগ্রহ করে, তাহাদের পক্ষে প্রাতঃ-স্নান বিধেয় নহে।

২০। "কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ।
পূতি-পর্য্যুষিতাদীনাং ত্যাগঃ সত্ত্বায় কল্পতে॥"

২১। লোভের জন্য যাহা-কিছু খাও, তাহাতেই তামসিকতা বর্দ্ধিত করিবে।

২২। রসনা যত-দিন সংযত না হইবে, তত দিন সমুদয় ইন্দ্রিয়ই অবশীকৃত থাকিবে।

২৩। সন্ধ্যাব সময়ে খাওয়া ভাল নয়। আহারের সময়ে কথা-বলা ভাল নয়। ডা'ন নাকে শ্বাস বহিবার সময়ে খাওয়া ভাল। ভোজনের পূর্ব্বে হাত-পা ধুইয়া লওয়া উচিত। পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, পবিত্র স্থানে উত্তর বা পূর্ব্ব-মুখ হইয়া বসিয়া, পবিত্র ভাবে আহার-গ্রহণ করিবে। অন্যায় আহার সর্ব্বদাই বর্জ্জনীয়।

২৪। ফাঁকি দিয়া বা চালাকি করিয়া ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। কৌশলের সাহায্যে কোন কোন ব্যক্তিকে কয়েক দিন ভুলাইতে পারা যায়, কিন্তু সকলকে সর্ব্বদা ভুলাইয়া রাখা যায় না;—বিশ্বতশ্চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া তো দূরের কথা!

২৫। একটা কর্ম্ম অপর অনেক কর্ম্মকে প্রসব করে। Un-interrupted তপস্যাই যেখানে প্রয়োজন, সেখানে খুব বিচার করিয়া, খুব হুঁসিয়ার হইয়া কাজে হাত দিতে হয়।

২৬। ভরত-রাজার মৃগত্ব-প্রাপ্তির আখ্যান—সন্ন্যাসীর সর্ব্বদাই স্মরণীয়।

২৭। ভয়ই আমাদিগের প্রধান দুর্ব্বলতা, প্রধান অজ্ঞান। বৈরাগ্যেই অভয়। ভক্তি এবং বিচারের বলে বৈরাগ্য বর্দ্ধিত কর।

২৮। লোক যেমনই হউক্ না কেন, তা'র খারাপ-টুকুর দিকে নজর করিলেই তোমার অবনতি, আর তা'র ভাল-টুকু লক্ষ্য করিলেই তোমার উন্নতি।

২৯। তোষামোদ করাটা যেন মনুষ্য-জাতির অপরিহার্য্য ধর্ম্ম! তোষামোদ করিয়া নিজের এবং অন্যের ক্ষতিই করিয়া থাকি।

৩০। মানুষ যখন হা-হুতাশ করে, তখন সে শূদ্র; যখন 'এ-টা আমার', 'ও-টা আমার চাই', 'এই বস্তু দ্বারা

অমুক বস্তু লাভ করিব'—এই রূপে স্বার্থ-বাসনায় মুগ্ধ হয়, তখন সে বৈশ্য; যখন দুর্ব্বলের প্রতি অন্যায় দেখিলে ক্রোধ প্রকাশ করে, অন্যায়-কারীকে শাস্তি দিবার জন্য চেষ্টিত হয়, পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে ক্ষত্রিয়: আর যখন সম্পদে-বিপদে, মানে-অপমানে, সুখে-দুঃখে—সকল অবস্থাতেই সমান ভাবে সন্তুষ্ট থাকে, অহিত-কারীকেও ক্ষমা করে, তখন সে ব্রাহ্মণ।

৩১। বৎসরে ছয়টা ঋতু, আবার প্রত্যেক দিনের ভিতরেও ছয়টা অবস্থা!

সত্য-যুগে সত্য প্রধান; ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি অপ্রধান।
ত্রেতা-যুগে ত্রেতা প্রধান; সত্য, দ্বাপর ও কলি অপ্রধান।
দ্বাপর-যুগে দ্বাপর প্রধান; সত্য, ত্রেতা ও কলি অপ্রধান।
কলি-যুগে কলি প্রধান; সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর অপ্রধান।

প্রত্যেকে ভিন্ন, আবার প্রত্যেকের ভিতরে অন্যান্য সকল বিদ্যমান!

কন্‌খল।
২৮।৭।'১৭

ওঁ

১।	অধর্ম্ম	+	মিথ্যা
	দম্ভ	+	মায়া
	লোভ	+	শঠতা
	ক্রোধ	+	হিংসা
	কলি	+	দুরুক্তি
	মৃত্যু	+	ভীতি
	নিরয়		যাতনা

২। দেশ-কাল-নিমিত্ত, রাগ ও দ্বেষ, অল্প-জ্ঞান ও অভিমান—এইগুলিই জীবের বন্ধন।

৩। আণব মল—মায়ীয় মল—কার্ম্ম মল।

৪। বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বোত্তম ব্যবহার কিসে হয়? আমি তা' করিতেছি কি না? এই সময়ে আমার কি করা কর্ত্তব্য?

৫। ভগবানই সকল হইয়াছেন এবং সকল করিতেছেন।

৬। মনই মনের নাশ করে। অভিমানই অভিমানকে নষ্ট করে। গুণই গুণকে বিদূরিত করে। Sentimentই sentiment-গুলিকে বিনষ্ট করিবে।

৭। যখন নিজের জোরে কাজ হয় না, তখন ভগবানের কাছে শক্তি ভিক্ষা করিও। তাঁ'র তহবিলে অনেক সামর্থ্য আছে। চাহিলেই পাওয়া যায়।

৮। সুন্দর-কুৎসিৎ-বোধ, হেয়-উপাদেয়-বোধ, ভাল-মন্দ-বোধ—এ' সকলই রাগ-দ্বেষ।

একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। যা' আদপেই নাই, তা'র উপর ভাল-মন্দের আরোপ করিব কেন? যা' আদপেই নাই, তা'তে পছন্দ-অপছন্দ আসিবে কেন? সর্ব্বদা তন্ময় হইয়াই থাকিব।

৯। সেই ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, যাহা আমাকে self-sacrifice করিতে শিক্ষা না দেয়, যাহা আমার idea of self-comfort না কমায়।

১০। প্রাণ-স্পন্দনই বাসনা, বাসনাই প্রাণ-স্পন্দন।

১১। স্বপ্নও বাসনা।

১২। স্বার্থ-পরতা যত কমে, ততই উন্নতি।

১৩। ভগবচ্চিন্তা ভব-রোগের যেমন ঔষধ, দেহ-রোগেরও তেমনই ঔষধ।

১৪। যম ও নিয়মগুলি আয়ত্ত না করিয়াই যদি একেবারে সমাধি-সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হও, তবে সুফলের আশা কম।

১৫। কু-চিন্তা ও কু-প্রবৃত্তি যতই জাগিবে, অসদ্বিষয় লইয়া যতই ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমার ক্ষতি এবং অবনতি। সচ্চিন্তা এবং সৎ-প্রবৃত্তি যতই জাগিবে, সদ্বিষয় লইয়া যতই ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমার লাভ এবং উন্নতি।

১৬। তোমার অসচ্চিন্তা এবং অসৎ কর্ম্মে তোমার ক্ষতি, জগতেরও ক্ষতি। তোমার সৎ চিন্তা এবং সৎ কর্ম্মে তোমার উপকার, জগতেরও উপকার।

১৭। জগৎ বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

১৮। বিশ্বাস কর,—নিশ্চিন্ত হও।

১৯। যে নির্ভর করে, সে আর ব্যস্ত হইবে কেন? যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, সে আর নিজের জন্য চিন্তা করিবে কেন? দত্তাপহারী হইও না।

২০। মন যত অস্থির ও চঞ্চল হয়, বিঘ্নের বিঘ্নত্ব তত বাড়ে। মনকে যতই স্থির ও শান্ত করিবে, ততই দেখিবে—অনেক বিঘ্ন আপনা-আপনিই অন্তর্হিত হইতেছে, অনেকগুলিই কেবল বিঘ্নের মুখোস-মাত্র!

২১। পরীক্ষার কষ্টি-পাথরে ঘষিয়াই শ্রীভগবান সাধকের উজ্জ্বলতা, শক্তিমত্তা বাড়াইয়া থাকেন।

২২। যে যত উপরের শ্রেণীতে পড়ে, তা'র পরীক্ষা তত কঠিন।

২৩। দুঃখেই ধৈর্য্যের পরীক্ষা, প্রলোভনেই সংযমের পরীক্ষা, বিপদেই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা।

২৪। যতই দুঃখ পাইতেছ, ততই দুঃখের মেঘ কাটিয়া যাইতেছে, ততই সুদিন নিকটে আসিতেছে।

২৫। সহ্য কর,—মঙ্গল হইবে।

২৬। "হিত-পরিমিত-ভোজী নিত্যমেকান্তসেবী
সকৃদুচিতহিতোক্তিঃ স্বল্প-নিদ্রা-বিহারঃ।
অনু-নিয়মন-শীলো যো ভজত্যুক্ত-কালে
স লভত ইহ শীঘ্রং সাধু চিত্ত-প্রসাদম্॥"

হৃষীকেশ।

ওঁ

১। বিষয়ানন্দ—ভজনানন্দ—ব্রহ্মানন্দ।

২। তপস্যা করিবে—একাকী। যে পরিমাণে দুই, সেই পরিমাণেই তপস্যার ক্ষতি।

৩। সত্য যুগে তপঃ নষ্ট হইল...কৌতূহলের জন্য।
ত্রেতা „ শৌচ „ ...আলস্য ও আরাম-প্রিয়তার জন্য।
দ্বাপর „ দয়া „ ...স্বার্থ-পরতার জন্য।
কলি „ সত্য „ ...আসক্তির জন্য।

৪। "দেবে চ বেদে চ গুরৌ চ মন্ত্রে
তীর্থে মহাত্মন্যপি ভেষজে চ।
শ্রদ্ধা ভবত্যস্য যথা যথান্তঃ
তথা তথা সিদ্ধিরুদেতি পুংসাম্॥"

৫। তপস্যা দ্বারা শক্তির বিকাশ হয়।

৬। তপস্যা করিতে করিতে যখন কোন দর্শন হয়, তখন যেন তপস্যা ছাড়িয়া দিয়া দর্শনটিতেই মনোযোগী হইও না। তুমি তোমার তপস্যা ধরিয়াই থাকিবে; দর্শনাদি যাহা হইবার, আপনা-আপনিই সময় মত আসিবে।

৭। তপস্যা যত পার করিয়া যাও। ফলাকাঙ্ক্ষী হইও না।

৮। তত্ত্ব-বৃত্তিতে, অহং-ব্রহ্মাস্মি-বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবন্মুক্তি। বিদেহ-মুক্তিতে এই বৃত্তিও থাকে না, সেখানে কেবল মৌন চিৎ-স্বরূপত্ব। বিদেহ-মুক্ত—সমুদয় অভিমান হইতে নির্ম্মুক্ত, সমুদয় ভেদের অতীত, সমুদয়-চিন্তা-বিবর্জ্জিত এবং সর্ব্বদা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপেই অবস্থিত।

৯। "যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।"

১০। মনের বহুত্ব, নানাত্ব যত কমে, যতই মনে এক সুর, এক রস প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই ভাল।

১১। সঙ্কল্প ও বাসনার মত স্মৃতিটাকেও বর্জ্জন করিতে হইবে। পুরাতন স্মৃতির সাহায্যে শয়তান কত প্রকারেই সাধককে আক্রমণ করে!

১২। পুরাতন খাতিরগুলি যত বন্ধ হয়, ততই ভাল।

১৩। সকল অবস্থায়ই মনকে শান্ত ও সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। সকল বিঘ্ন-বিপত্তিই পরীক্ষা—এরূপ মনে করিতে হয়। বর্ত্তমানে যে-টুকু অসুবিধা আসিয়াছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী অসুবিধা ভবিষ্যতে আসিতে পারে। কোন অসুবিধায়ই যাহাতে অসুবিধা-বোধ না হয়, তজ্জন্য যত্নবান থাকিতে হয়।

১৪। "প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বে এতে শ্রুতি-গোচরে।
প্রবৃত্ত্যা বধ্যতে জন্তুর্নিবৃত্ত্যা তু বিমুচ্যতে॥"

১৫। তীব্র ইচ্ছা থাকিলে আর গলদ্ কমিতে বেশী দিন লাগে না। একটু ভোগ, একটু সুখ, একটু আরাম—এ সবের দিকে মন যত বেশী যাইবে, ততই গলদ্ দূর হইতে বিলম্ব লাগিবে।

১৬। দোষের শেষ রাখা নিরাপদ নহে।

১৭। নিজের অল্প দোষকেও বেশী মনে করিও।

১৮। কাজে কিছু কাল লাগিয়া থাকিতে না পারিলে ফল বোধ করা যায় না।

১৯। সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে ধীর ভাবে কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে পারে, সেই বীরই জয়ী হয় এবং ভগবানের করুণা লাভ করিতে পারে।

২০। দয়া ও তিতিক্ষা, সংযম ও বৈরাগ্য, অমানিত্ব ও অদম্ভিত্ব, শিষ্টাচার ও সত্য-পরায়ণতা, সদাচার ও অসূয়া-রাহিত্য, উৎসাহ ও অধ্যবসায় এবং, সর্ব্বোপরি, "ভক্তি-রব্যভিচারিণী"—এ-সকলই উন্নতির জন্য আবশ্যক।

২১। যা'র বাস্তবিক ধর্ম্ম-প্রাণতা আছে, সে কোন ভয় বা আশঙ্কাতে ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিবে না। যে পরিত্যাগ করিবে, তা'র ধর্ম্ম-প্রাণতা নাই।

ওঁ

১। যাহার বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য্য অভিমানের জন্য, যাহার বুদ্ধি এবং শক্তি পর-দুঃখের জন্য, যাহার ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম স্বার্থ এবং যশ-মানের জন্য, সে নিশ্চিতই সাধু নহে।

২। যে ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে, যে শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করে, যে দেহকেই আত্মা মনে করে, সে নিশ্চিতই সাধু নহে।

৩। যে ভক্ত ও গুরুজনের নিন্দা করে, যে বিদ্বানকে অবজ্ঞা করে, যে সদাচারকে বর্জ্জন করে, সে নিশ্চিতই সাধু নহে।

৪। পর-পীড়নে যাহার প্রীতি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই যাহার আনন্দ, কটু-ভাষণ যাহার স্বভাব, সে নিশ্চিতই সাধু নহে।

৫। ইন্দ্রিয়গণকে যে মিত্র বলিয়াই জানে, আশা ও মমতাকে যে সুখের হেতুই মনে করে, সদসৎ বিচারকে যে অবলম্বন করে না, সে নিশ্চিতই সাধু নহে।

৬। বেশাদির সাহায্যে যে আত্ম-দোষ গোপন করে এবং নিজকে ধাৰ্ম্মিক বলিয়া প্রচার করে, দোষ-রহিত হইবার জন্য যে যত্নবান নহে, সে ভক্তি-হীন ও প্রপঞ্চ-সেবী, সে নিশ্চিতই সাধু নহে।

৭। পর-দোষ-দর্শনে যে সহস্র-নয়ন, পর-দোষ-শ্রবণে যে সহস্র-কর্ণ, পর-দোষ-কীৰ্ত্তনে যে সহস্র-জিহ্ব, সে নিশ্চিতই সাধু নহে।

৮। যাহার অসদ্বুদ্ধিতে আত্মা প্রকাশিত হয় না, যে শ্রদ্ধা-হীন, অসমদর্শী এবং দেহাভিমানী, সে নিশ্চিতই সাধু নহে।

৯। সৰ্ব্ব-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যাহার মন ভগবানে লগ্ন হয় না, ভুরি ভুরি সৎ কৰ্ম্ম করিয়াও যাহার অভিমানের বোঝা বাড়িয়াই যায়, বিনয় ও শিষ্টাচার যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সে নিশ্চিতই সাধু নহে।

১০। যে ব্যক্তি 'বিষ-কুম্ভ পয়োমুখ', যে ধূর্ত্ত এবং মিথ্যা-বাদী, যে কপট এবং পরশ্রী-কাতর, সে নিশ্চিতই সাধু নহে।

১১। যে লুব্ধ এবং ক্রোধন, যে নির্লজ্জ এবং স্বার্থ-পর, যে অন্যের প্রশংসা সহ্য করিতে অসমর্থ, সে নিশ্চিতই সাধু নহে।

১২। সম্মান-লাভকেই যে পরম-পুরুষার্থ মনে করে, যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি কেবল বিবাদেরই সৃষ্টি করে, বড় বড় কথা বলিলেও যাহার মন সর্ব্বদা নিম্ন দেশেই বিচরণ করে, সে নিশ্চিতই সাধু নহে।

* * * *

তোমরা সাধু হও, খাঁটি-সাধু হও। সকল বর্ণ এবং সকল আশ্রমেই সাধু হওয়া যায়। সকল বয়স এবং সকল অবস্থায়ই সাধু হওয়া যায়। সকল দেশে এবং সকল কালেই সাধু থাকা যায়। তোমরা মনে-প্রাণে সাধু হও।

"খাদতে মোদতে নিত্যং শুনকঃ শূকরঃ খরঃ।
তেষামেষাং বিশেষঃ কো বৃত্তির্যেষাং তু তৈঃ সমা॥"

ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা, সংযম ও বৈরাগ্য, বিচার ও

বেদ-বাণী

বিবেচনা, বিনয় ও শিষ্টাচারের উচ্চতম আদর্শ হইতে যেন তোমরা স্খলিত হইও না।

কথা-বার্ত্তায়, আহার-নিদ্রায়, কর্ম্মে-বিরামে যেন তোমরা সর্ব্বদাই মনুষ্য-জীবনের, তপস্বী-জীবনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হও।

তোমাদিগের ব্যবহার যেন নিজেদের ও অপরের হানি-জনক না হয়।

অলসতা ও তরলতা, অবিচার ও অসাবধানতা, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা যেন তোমাদিগের কাছে ঘেঁষিতে না পারে।

যেমন-তেমন করিয়া কাজ করা, কাজে ফাঁকি দেওয়া বা চালাকি করিয়া সারিবার চেষ্টা করা, নিজের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া—এ-সকল কলঙ্কে যেন তোমরা কদাপি লিপ্ত হইও না।

আত্ম-ত্যাগ করিতে, সেবা-পরায়ণ থাকিতে, ভগবান বিশ্ব-মূর্ত্তির সেবা-পূজা করিতে যেন তোমরা কদাপি কুণ্ঠিত না হও।

সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনের চেষ্টা করিবে। সর্ব্ব-কর্ম্মে শ্রীভগবানের মঙ্গল-হস্ত দর্শন করিবে। প্রেম এবং পবিত্রতা, সরলতা এবং সত্য-পরায়ণতা যেন কখনই তোমাদিগকে পরিত্যাগ না করে।

নিন্দা, ভর্ৎসনা ও সমালোচনা অবিকৃত চিত্তে সহ্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে।

যাঁহারা নিন্দা করেন, যাঁহারা ভর্ৎসনা করেন, যাঁহারা তীব্র সমালোচনা করেন, তাঁহাদিগকে শত্রু মনে করিও না; তাঁহাদিগকে বিদ্বেষ করিও না। তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম সম্যক্ প্রকারে বজায় রাখিও।

নিন্দা, ভর্ৎসনা ও সমালোচনা দ্বারা নিন্দা, ভর্ৎসনা ও সমালোচনার জবাব দিও না। ক্রোধের সহিত, বিরক্তির সহিত, বিদ্বেষের সহিত বাক্য-বিনিময় করিও না। প্রেম দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করিও। মৌনের সাহায্যে আত্ম-রক্ষা করিও।

কাহারও প্রতি যদি কখনও বিরক্তি বা বিদ্বেষের

ভাব জাগে, তবে তাহাতে নিজেরই দোষ ও দুর্ব্বলতা দর্শন করিও।

"বিবেকী প্রযত্নেভাশু ভব-বন্ধ-বিমুক্তয়ে।"

হৃষীকেশ।

ওঁ

১। তপস্যা চাও তো সম্পূর্ণ রূপে নিঃসঙ্গ এবং অনপেক্ষ হইতেই হইবে।

২। গৃহস্থের ধন-বল্, জন-বল্—কত প্রকারের বল্ আছে! সাধুর কেবল—তপোবল্, ভগবৎ-বল্।

৩। যখন নির্জ্জন-তপস্যা অসম্ভব হইবে, তখন শাস্ত্র-সঙ্গ ও সদালোচনা করা যাইতে পারে।

৪। যখন তপস্যায় মন বসে না, তখন জোর করিয়া তপস্যা করাই পুরুষকার।

৫। পুরুষকারের পূর্ণ পরিণতিই নির্ভরতা।

৬। নির্ভরতায় আবার প্রশ্ন কি?

৭। বজ্র-পাতেও চাতক মেঘের আশা ছাড়ে না।

তুমিও যদি শ্রীভগবানকে ভাল বাসিয়াই থাক, তবে দুর্দ্দশার অশনি-পাতের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে কেমন করিয়া? চাতকের মত এক-নিষ্ঠ হইয়া তাঁহারই দিকে তাকাইয়া থাক। তিনি ভিন্ন আর কে কর্ত্তা? চাতকের মত একান্ত ভাবে তাঁহাকেই অবলম্বন কর। তাঁহার সমুদয় দানই প্রেমের সহিত, সন্তোষের সহিত গ্রহণ কর।

৮। মা কি ছেলের সরল আর্ত্ত-নাদ উপেক্ষা করিতে পারেন? দুই-এক বার, দুই-এক দিন না হয় উপেক্ষা করিবেন; কিন্তু বেশী বার, বেশী দিন পারিবেন না—নিশ্চয়ই। তাঁহাকেই ডাকিতে থাক।

৯। মা'র উপরই তো আমাদিগের ষোল-আনা দাবি! যা' দরকার, তা' যে তাঁ'র কাছেই চাইতে হইবে!

১০। মা'র মত এমন কে আছে যে আমাদের সমুদয় আচরণ সহ্য করিয়া, ক্ষমা করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিতে, অভাব দূর করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে?

১১। আমাদিগকে শান্তি-দান করিতে মা সর্ব্বদাই সমর্থ।

১২। "দদামি বুদ্ধি-যোগং তম্", "হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"—তবে আর ভয় কি? চলিতে থাক। চলিতে চলিতেই আলো পাইবে। ক্রম-বর্দ্ধমান আলো ক্রমেই তোমার পথকে উজ্জ্বলতর, তোমার জীবনকে মধু-মত্তর করিবে। ধার-কর্‌া লণ্ঠনে আবশ্যক কি? পরের মুখে ঝাল খাইয়া লাভ কি? চাই—ভিতরের জিনিষ, চাই—প্রত্যক্ষ, চাই—সর্ব্ব-সন্দেহ-নির্ম্মুক্ত বিশ্ব-গ্রাসী-বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ।

১৩। যেমন শ্রদ্ধা, তেমন ফল।

১৪। মুক্তি-লাভের জন্য যা'র ব্যগ্রতা জন্মিয়াছে, তা'র আর মুক্তি-লাভের বিলম্ব কি? ঐকান্তিক ইচ্ছার গতি রোধ করিতে কে সমর্থ?

১৫। "শুক্ল-ধ্যান-পরায়ণঃ।"

১৬। ভোলানাথ সদাশিবের কুণ্ডলিনী-সর্প মস্তকে বিরাজমান; তিনি নিত্যানন্দে—ভূমানন্দে—পরমানন্দে মাতোয়ারা!

১৭। "শিষ্টান্নমীশার্চ্চনমার্য্য-সেবাং
তীর্থাটনং স্বাশ্রম-ধর্ম্ম-নিষ্ঠাম্।

যমানুরক্তিং নিয়মানুবৃত্তিং
চিত্ত-প্রসাদায় বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥”

১৮। উপযুক্ততা লাভের জন্য আবশ্যক সংযম ;— দেহের সংযম, ইন্দ্রিয়ের সংযম, মনের সংযম। মনের সংযমে সকল সংযমই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচার, ন্যায়-নিষ্ঠা ও লক্ষ্যে প্রবল অনুরাগ ব্যতীত সংযত হওয়া সুকঠিন। সংযত হইবার জন্য তিতিক্ষাও আবশ্যক। অভ্যাসে সকলই হয়। আগ্রহ থাকিলে অভ্যাসের অন্তরায় সহজেই দূর হইয়া যায়।

ওঁ

১। কথা যত বেশী বলিবে, মিথ্যা কথা, অন্যায় কথা বলিবার সম্ভাবনাও তত বেশী বাড়িবে।

২। ঠাট্টা-তামাসার ছলেও অন্যায় করা সঙ্গত নয়।

৩। বিদ্যা-লাভ করিয়া চুপ্ করিয়া থাকা একটা মস্ত-বড় সিদ্ধাই। অনেক সিদ্ধাই অপেক্ষা এটা বড়।

৪। যা'র বৈরাগ্য আছে, তা'র মন অপরের সমালোচনায় সমুৎসুক হইবে কিরূপে?

৫। কর্ম্মগুলি সাধকের পরীক্ষা। সাধক কতখানি উন্নত, তা' কাজের ভিতরে ধরা পড়ে।

৬। ভগবান কি এমনই আহাম্মক যে কর্ম্মে ফাঁকি দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে?

৭। জপ করিতে করিতে শরীরের পরমাণুগুলি মন্ত্রের আকার ধারণ করে।

৮। শ্রদ্ধার সহিত এবং বিধি-পূর্ব্বক তীর্থ-ভ্রমণ করিলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, ধর্ম্মের উদ্দীপনা হয়, তমোগুণ হ্রাস-প্রাপ্ত হয়, সঙ্কীর্ণতা ও মানসিক দুর্ব্বলতা কমিয়া যায়, জ্ঞান এবং প্রফুল্লতা বৰ্দ্ধিত হয়।

৯। অহেতুক ঈশ্বর-কৃপার উপর কাহারও হাত নাই, জোর নাই, দাবি নাই। তাহা কে কখন কেন লাভ করিবে, তা'র ঠিক্ নাই।

১০। শরীর-মনের সমুদয় শক্তি যথা-সাধ্য সংগ্রহ করিয়া ভাল'র দিকে লাগাও। ভাল হওয়া অত্যাবশ্যক,—ইহা মনে-প্রাণে বুঝিতে চেষ্টা কর। ভাল না হইলে চলিবে না,—ইহা স্থির কর। ভাল হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা কর। ভাল হইবার জন্য যথা-সম্ভব চেষ্টা কর। যাঁহারা ভাল হইয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবন আলোচনা কর। যাহাতে ভাল হইতে পার, তজ্জন্য শ্রীভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে থাক। শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছাকে কদাপি পরিত্যাগ করিও না।

১১। Struggle দ্বারাই উন্নতি-লাভ করিতে হয়। সমুদ্র-মন্থনেই অমৃতের উদ্ভব।

১২। পরামর্শ এবং বুদ্ধি-স্থির করিতেই সময় কাটিয়া যায়; কাজ আর হয় না!

১৩। ধর্ম্মের নামে অনেকে অনেক বৃথা ও বাজে আড়ম্বর করে; সেগুলি অনাবশ্যক। ধর্ম্ম ভিতরের বস্তু।

১৪। আমি দুর্ব্বল, আমি অপবিত্র—এ সব ভাব মনকে দুর্ব্বল করে। আমি পাবি, আমি পারিব—এ সব ভাব রাখিতে হয়। তেজ-বীর্য্য, উদ্যম উৎসাহ হারাইতে হয় না।

১৫। অন্য পাঁচ প্রকারের কাজে আমি কর্ত্তা, আর ধর্ম্ম-লাভের বেলা 'যা করেন ভগবান';—এরূপ করিলে ভাবের ঘরে চুরি করা হয়।

১৬। কখনও রামের দোহাই, আবার সুবিধানুসারে কখনও শ্যামের দোহাই—এ'তে কাজ হয় না। একটি principle ঠিক্ করিয়া লইতে হয়; সেটি সর্ব্বদা বজায় রাখিতে হয়।

১৭। দশ জনের মন রাখিবার প্রয়োজন যাহার, ভগবানে মন রাখিবার অবসর তাহার কোথায়, আর যোগ্যতাই বা কি ?

১৮। মন ভাল থাকিলে শরীরও অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে।

১৯। "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।"

২০। শৌচ দুই প্রকার ;—(১) মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য শৌচ এবং (২) ভাব-শুদ্ধি দ্বারা আভ্যন্তর শৌচ। দুইটিই প্রয়োজন।

২১। বিষ্ণুপুরে লাল-বাঁধের পারে একটি মন্দিরে ৺রাধা-মাধব নামক শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ আছেন। মূর্ত্তিখানির পা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বিসর্জ্জন দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। ঠাকুর রাজ-বাড়ীতে স্বপ্ন দেখাইলেন—"তোর ছেলের পা যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কি তা'কে জলে ফেলে দিস্? তবে, আমাকে ফেল্‌বি কেন?" বিসর্জ্জন আর হইল না! ভগ্ন মূর্ত্তি শয়ান আছেন। পূজা চলিতেছে। মরিবার ইচ্ছা ৺ঠাকুরেরও নাই!

ওঁ

১। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং সন্ধ্যায় ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী রূপার স্মরণ। নিশীথে হৃদ্বিন্দু ও ব্রহ্ম-রন্ধ্রে অরূপা-সন্ধ্যা। তার পর শিব-বোধাত্মিকা পরমা-সন্ধ্যা।

২। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ;—পর-ব্রহ্ম, জীব, মন ও অহঙ্কার।

৩। মন্ত্র-ধ্যান :—(১) স্থূল শব্দময় (বাহ্য) রূপ, (২) সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় (চিন্তাময়) রূপ, (৩) চিন্তা-রহিত পর-রূপ।

৪। বিধর্ম্ম, পর-ধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস, উপধর্ম্ম এবং ছল-ধর্ম্ম —ইহারা অধর্ম্মেরই মত পরিত্যাজ্য।

৫। "তত্ত্বাবগত্যা তু বিনা বিমুক্তিঃ
ন সিধ্যতি ব্রহ্ম-সহস্র-কোটিষু॥"

৬। আলস্য ও অনুসন্ধান-রাহিত্য, ভয় এবং বাসনা —ইহারা সমাধির বিঘ্ন।

৭। আমি দেহ-ত্রয় হইতে পৃথক্ শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ পর-ব্রহ্ম।

৮। আমি সমুদয়-সংস্কার-রহিত, সমুদয় ভেদের অতীত, সমুদয়-চিন্তা-বর্জ্জিত পর-ব্রহ্ম।

৯। আমার নাম নাই, রূপ নাই, চিহ্ন নাই, অবস্থা নাই; আমি সমুদয় বাক্যের অতীত পর-ব্রহ্ম।

১০। যে অসন্তুষ্ট, সে-ই দরিদ্র। "সন্তোষো নন্দনং বনম্।"

১১। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

১২। উপনয়ন দ্বারা দ্বিজই হও আর দীক্ষা দ্বারা ত্রিজই হও, যত-দিন মন সাধু না হইবে, তত-দিন কিছুই কিছু নয়।

১৩। সর্ব্ব প্রকার কুসঙ্গই সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। পবিত্রতা দ্বারা সর্ব্বদা মনকে পরিপূর্ণ রাখিতে হইবে।

১৪। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

শ্রীভগবানের নির্গুণ ও সগুণ উভয় ভাবই দুর্ব্বোধ। কোন কোন সংযত-চিত্ত যোগী নির্ম্মলীকৃত সূক্ষ্ম-বুদ্ধির সাহায্যে নির্গুণ-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেও পারেন বটে ; কিন্তু, গগন-মণ্ডলের নক্ষত্র-নিকর এবং ব্রহ্মাণ্ডের পরমাণু-পুঞ্জ গণনা করিবার মহীয়সী শক্তিও যদি কোন নিপুণ ব্যক্তি লাভ করিতে পারেন, তিনিও অনন্ত-মহিমাময় সগুণ-তত্ত্বের মধ্যে অধিক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবেন না—উহার ইয়ত্তা করা তো দূরের কথা!

১৫। ঐ গ্রন্থই অন্যত্র বলিয়াছেন :—

কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্ব্ব কর্ম্মের নিবৃত্তি দ্বারা অনন্ত পরমাত্মার নির্গুণ, নির্ব্বিকল্প, চিদানন্দ-স্বরূপ জানিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য। সাধারণের পক্ষে শ্রীভগবানের লীলা-বিলাসময় সগুণ-তত্ত্বের সেবনই অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য এবং প্রয়োজন।

হৃষীকেশ।

তৃতীয় অনুবাক্ ।

ওঁ

নারায়ণেষু।

*   *   *   *   *

যদ্দ্বারা এই সকল প্রকাশিত হয়, যাহার সাহায্যে মন এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত সমুদয়কে জানিতে পারা যায়, যাহা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সেই সর্ব্ব-সাক্ষী, সর্ব্ব-দ্রষ্টা, সর্ব্বাবভাসক, সর্ব্ব-কর্ত্তা, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সর্ব্ব-ব্যাপী এবং সর্ব্ব কারণের মূল-কারণকেই ব্রহ্ম-চৈতন্য বলিয়া বুঝিয়া লও। বাক্যাতীত এই চৈতন্য-স্বরূপকে চিন্তার সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা কর।

যে আত্ম-বিস্মৃত হয় না, যার লক্ষ্য ঠিক্ থাকে, দেহ-তৃপ্তিই যার জীবনের সার নহে, তার আর ভয় কি? বিচার-পরায়ণ সেই ব্যক্তি পথ কাটিয়া লইতে পারেই।

বিষয়-কর্ম্ম যাহা করিতে হয়, তাহা ভগবৎ-প্রীত্যর্থে, কর্ত্তব্য বোধে, নিষ্কাম ভাবে, ভগবানের দাস রূপে করিতেই

শাস্ত্র বলেন। ঐরূপ ভাবে বিষয়-কর্ম্ম সম্পাদন তোমার পক্ষে খুব সহজ-সাধ্য বলিয়া মনে হয় না। তবে চেষ্টায় হানি কি? যত-দিন কর্ম্ম করিতেই হইবে তত-দিন, (ঠিক্ ঠিক্ পার আর না-ই পার) ঐ ভাব আশ্রয়ের চেষ্টাই অবশ্য করণীয়। যাহা অকর্ত্তব্য, তাহা বর্জ্জন করিবার চেষ্টাও যথাসম্ভব করিতে হয়।

* * * *

শিবমস্তু। ইতি।

৺কাশীধাম।

১২।৯।'২৩ * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

*　　*　　*　　*　　*

চঞ্চলতার সঙ্গেই বা তোমার সম্পর্ক কি? তুমি তো সর্ব্বদাই নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, উদাসীন আত্মা। কর্ম্ম ও ভাবের সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? নানা দেশের গাছ-পালা নড়াতেও যেমন, আকাশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিকে পক্ষী ওড়াও যেমন, নদীর মধ্যে নানা ভাবে মাছগুলির গমনাগমনও যেমন, অন্যান্য শরীর-মনের চঞ্চলতাও যেমন তোমাকে স্পর্শ করেনা, ঐ শরীরের স্পন্দন গুলিও তেমনই তোমাকে ছুঁইতে পারে না। ওগুলি তুমি দেখিবে কেন? তুমি 'আপনাতে আপনি থাক'। তোমার আবার আপনাতে আপনি না থাকিয়াই বা যো কি? আর কি আছে যে তা'তে থাকিবে? আর তোমার থাকা না থাকাই বা কি? চুপই তোমার থাকা।

আজ এই পর্য্যন্ত। শিবমস্তু।

হৃষীকেশ।

২৫শে চৈত্র, শনিবার।

ওঁ

নারায়ণেষু।

এক জনের দুর্ব্বলতা আর দশ জনকে ক্ষতি-গ্রস্ত করিতেও পারে।

এক জন সাধুর অসাধু-পনার কলঙ্ক অন্য অনেক সাধুর উপরে অল্প-বিস্তর বিস্তৃতি-লাভ করিতেও পারে।

যে সাধু হইবে, যে সাধু থাকিবে, সাধুত্বের মর্য্যাদা সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করা তা'র কর্ত্তব্য।

মন যদি কখনও দুর্ব্বলতা-বশে সে মর্য্যাদার হানি করিতে চায়, শরীর যেন কখনও মনের কথায় সায় না দেয়;—এ দিকে দৃষ্টি রাখা সঙ্গত।

মনের অধীন হইয়া মনকে দমন করা যায় না। মনকে দমন করিতে করিতেই মন দমিত হয়। মনকে দমন করিবার উপায়—মন-দমনের ইচ্ছা ও যথা-সম্ভব চেষ্টা।

আজ যেই একটু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছ, আজ যেই প্রলোভনের সাম্‌নে একটু মাথা-নত করিয়াছ, সেই সুযোগে কাল কিম্বা পরশ্ব প্রলোভন তোমাকে আবার আকর্ষণ করিতে, শয়তান তোমাকে চির-পদানত করিতে চেষ্টা করিবে।

শয়তানের আক্রমণে বাধা-প্রদানের জন্য আজ যে-টুকু আয়োজন, যে-টুকু বীরত্ব প্রকাশ করিলে, সে-টুকুই ঢাল-রূপে পরিণত হইয়া ভবিষ্যতে তোমাকে রক্ষা করিবে, সে-টুকুর পরিমাণে কল্য শয়তান তোমাকে পুনরাক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করিবে।

যে সাধু, ভগবান ও তপস্যা ব্যতীত অন্য কিছুর সহিত তা'র কি সম্পর্ক? দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই যা'র সাধনা, স্ব-স্বরূপে স্থিতির চেষ্টাই যা'র সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, সেই সর্ব্ব-ত্যাগী যতমান সাধকের মন জগতের জন্য চঞ্চল হইবে কেন?

যে দিন সাধু সাজিয়াছ, সেই দিন নূতন জন্ম গ্রহণ করিয়াছ—মনে করিতে হয় এবং পূর্ব্ব-পরিচিত জগৎকে তৎ-পূর্ব্বজন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত জগতের ন্যায়ই পরিত্যাগ করিতে হয়।

এ ভাবে জীবন-যাপন সম্ভব কিনা,—চিন্তা ও বিচার করিতে হয়।

এক-মুখো হওয়াই ভাল ; দো-মুখো হওয়া ভাল নয়।

অভিমানের পঙ্কে কত কাল, কত জন্ম হাবু-ডুবু খাইয়াছ ! এখনও যদি সে পঙ্কটি এত মিষ্টি, এত মধুর, এত সুন্দর লাগে, তবে, ভাবিয়া দেখ, সুদিন কত দূরে !

যা'রা ভাল হইয়াছে, যা'রা ভাল হইতেছে, তা'দের সহিত নিজের তুলনা কর। তা'দের দৃষ্টান্তে নিজের পথ চিনিয়া লও।

শিবমস্তু। ইতি।

কলিকাতা।
১৬।৯।'২২ * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

*　　*　　*　　*　　*

এখন তোমার তপস্যার কথা। তিন প্রকারের তপস্যা তোমাকে বলা হইয়াছিল :—

(১) ভ্রূ-মধ্যে * * ধ্যান করিবে। কখনও কখনও ইচ্ছা হইলে সহস্রারেও ধ্যান করিতে পার। ভ্রূর উর্দ্ধে সহস্রার পর্য্যন্ত যে কোন স্থানে মন লাগাইলে ক্ষতির কোন কারণ নাই। বরং সহস্রারে ধ্যান করিলে কোন কোন বিষয়ে ভালই হইতে পারে। একটি কথা—যদি কখনও সহস্রারে মন লাগাইবার ফলে মাথা-ধরা বা দুর্ব্বলতা বোধ কর, তবে আর সহস্রারে ধ্যান করিও না। ভ্রূ-মধ্য অপেক্ষা সাধারণের পক্ষে সহস্রারে মনোযোগ বেশী আয়াস-সাধ্য। কদাচিৎ কখনও শ্বাস-প্রশ্বাসেও concentrate করিতে পার; তবে ভ্রূ-মধ্য বা তদূর্দ্ধ স্থানই সাধারণতঃ অবলম্বনীয়, মনে রাখিবে।

ধ্যেয় বস্তুকে জ্যোতির্ম্ময় মনে করিবে। তাহা একটু ছোট হইল কি বড় হইল, এ বিচারে সময়-ক্ষেপ করিও

না। ষোল-আনা মন লাগিল কি চৌদ্দ-আনা মন লাগিল, সে বিচারও করিতে হইবে না। কেবল ধ্যেয় বস্তুকে দেখিতে থাকিবে। যত ভাল ভাবে দেখা সম্ভব, যত তন্ময় হইয়া দেখা সম্ভব, দেখিবে। * * * * * এই * * দর্শনের ফলেই পরে আত্ম-জ্যোতিঃ ("জ্যোতীষাং জ্যোতিঃ") দর্শন হইবার কথা। (ভ্রূ-মধ্যই আত্ম-দর্শনের স্থান।) এই উপায়ে আত্ম-দর্শন হইলে পর, ক্রমে ঐ দৃষ্ট আত্মাই তা'র পূর্ণ-স্বরূপ প্রকাশ করিবে। এ ছাড়া ব্যাপক আত্মাকে অন্য ভাবেও জানিতে পারা যায়, তজ্জন্য—

(২) ব্যাপীত্ব-চিন্তা। 'আমি সর্ব্ব-ব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, পরিপূর্ণ চৈতন্য-সত্তা। দেশ-হীন, কাল-হীন, বস্তু-হীন, এক, সমরস আমি—বিরাট, অখণ্ড আমি—অচল, অটল আমি নিজের গাম্ভীর্য্যে নিজে বিরাজমান। ব্রহ্মাহমস্মি।'

এই ব্যাপীত্ব-চিন্তার কালে যদি বিক্ষেপ উঠে, যদি মন বিষয়াকার ধারণ করে, তবে যে কোন বিচারে হউক্ (বিক্ষেপের বস্তুটিকে ব্রহ্মময় করিয়া, বা যেমন ভাল লাগে) প্রত্যাহার দ্বারা মনকে আবার ব্রহ্ম-সমুদ্রে ডুবাইবে।

এই যে দুই প্রকার সাধনার কথা হইল, ইহা বাস্তবিক পক্ষে একটিরই এ-পিঠ আর ও-পিঠ। পূর্ব্বে যেমন

লিখিয়াছি, প্রত্যেকটি দ্বারাই ভিতরে-বাহিরে পরিপূর্ণ আত্ম-দর্শন হইতে পারে।

'যে আত্মা সর্ব্ব-ব্যাপী, সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাঁহাকেই ভ্রূ-মধ্যেও দর্শন করিতেছি। যিনি এখানে, তিনিই ওখানে, তিনিই সর্ব্বত্র। তিনিই এক ও মহান্।'

যদি এমন হয়—'এক আত্মাই তো আছেন; শরীরাদি আবার কই? ভ্রূ-মধ্যই বা আবার কি? ভ্রূ-মধ্যেই বা ধ্যান কিসের?' সে ক্ষেত্রে—তোমার পক্ষে ভ্রূ-মধ্যে ধ্যানের প্রয়োজন হইবে না; উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারে একমাত্র ব্যাপক ধ্যানেই চলিবে। সে ক্ষেত্রে—সর্ব্বত্র যেমন এক অখণ্ড জ্যোতির্ম্ময়-সত্তার ধ্যান করিবে, তেমন যখন যে দিকে মন যায়, প্রত্যেক পরমাণুটিতে পর্য্যন্ত, ব্রহ্মত্বই দর্শন করিবে। 'ব্রহ্ম যে সকল স্থান পরিপূর্ণ করিয়া আছেন,—অন্য কিছু আসিবে কোথা হইতে! অন্য কিছু থাকিবে কোথায়! ইত্যাদি।'

একটি কথা। ব্রহ্ম-চিন্তা বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-ভাব কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। 'আমি নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত মহা-জ্যোতিঃ।'

তার পর তোমার তৃতীয় সাধন (৩) Vacancy-practice. মনকে vacant রাখিবার চেষ্টা। চিন্তা-শূন্য হইতে হইবে। মন চুপ করিয়া থাকিবে। "ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।" এই অভ্যাস বৈকালে বা কোন

সুবিধামত সময়ে করিতে পার। এই অভ্যাসের ফলে নিস্তরঙ্গ মন ভেদ করিয়া আপনা-আপনিই বিমল আত্ম-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিবে, তাহা ক্রমে বিশ্ব-গ্রাস করিয়া নিজের মহিমায় নিজেই বিরাজ করিবে। জ্যোতির উপরে জ্যোতি, চৈতন্যের উপরে চৈতন্য—পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-সত্তা।

পূর্ব্বের দুইটি practice যেন positive—যত্ন-সাপেক্ষ, তৃতীয়টি negative—চেষ্টা করিয়া আনিতে হয় না। আমি চুপ করিলে সে আপনি আসে। তৃতীয়টি negative বলিয়া অপরের সহিত ইহার বিরোধ সম্ভব হয় না।

তৃতীয়টিতে শ্রম কম। যখন তপস্যা করিতে হয়রান হওয়া যায়, প্রথম ও দ্বিতীয়টি করিতে ইচ্ছা করেনা, তখন, সুবিধা-বোধ হইলে, তৃতীয়টি করা চলে। ইহা irregularly হইলেও দোষ নাই। কোন দিন এ-টি মোটেই করিলে না, কোন দিন তিন-চারি বারই বা করা হইল। তবে regularly করা হইলে ফল বেশী, নিশ্চয়ই।

এই যে তিনটির কথা বলা হইল, তুমি এই তিনটিই না করিয়াও পার। যে কোন দুইটি, বা যে কোন একটি করিলেও চলিবে। পরিত্যাগ করিতে হইলে—যে-টি কম অভ্যস্ত, যে-টি কম পছন্দ-সই, সেইটিকেই পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রথমটি অভ্যাস করা কিছু সহজ, দ্বিতীয়টির

অভ্যাসে বিক্ষেপ কমে তাড়াতাড়ি, তৃতীয়টিতে মন শান্ত হয় বেশী।

এই যে সাধনগুলির কথা লিখিলাম, ইহার তিনটিই কর, দুইটিই কর আর একটিতেই লাগিয়া থাক, আখেরে ফল একই জানিবে। তুমি বোধ হয় প্রথম ও দ্বিতীয়টিই করিতেছ। তাহাই বজায় রাখা বর্ত্তমানে মন্দ মনে হয় না।

এই যে আখেরের ফলের কথা লিখিলাম—যাহা তপস্যার goal, তা কিন্তু এক বারেই আসে না। নানা stage পার হইয়া তবে সেখানে পহুঁছিতে হয়। রাস্তার mile-stoneকে goal-post মনে করিলে প্রতারিত হইতে হয়। এ জন্য বিচার চাই, হুঁসিয়ার থাকা চাই; আর চাই—ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য।

অনেক কথাই ত লিখিলাম। কাজে লাগিয়া থাকিলেই ফল আসিবে। যা' হইতেছে, ভালই হইতেছে।

কখনও বই পড়ার ইচ্ছা হইলে বেদান্ত-চর্চ্চা করিতে পার।

তপস্যায় চারি প্রকার বিঘ্ন। লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ। নিম্নতর planeএর আনন্দে মত্ত হওয়া রসাস্বাদ বিঘ্ন, তা'তে উপরে উঠিবার শক্তি ও চেষ্টা হয় না। রাগ-দ্বেষের সূক্ষ্ম সংস্কারগুলির জন্য মন (বিক্ষেপ না থাকিলে ও) ধ্যানে বসে না, ইহা কষায়। আরগুলি

স্পষ্ট। এগুলিকে সযত্নে তাড়াইতে হয়। সংস্কার-তাড়ান চাই-ই। যা'-কিছু দেখি, শুনি—সবই সংস্কারের অধীন।

এই পর্য্যন্ত। শিবমস্তু।

হৃষীকেশ।

১৮।২।'২৫

* *

ওঁ

নারায়ণেষু।

এত হৈ-চৈ করিতেছ কেন? ওখানে যাইয়া তপস্যা আরম্ভ করিতে না করিতেই হৈ-চৈ আরম্ভ করিয়াছ! লাফাইয়াই যদি নৌকা ডুবাও, পারে যাইবে কেমন করিয়া? মন তো চঞ্চল আছেই; তুমি যদি সে চঞ্চলতার বেগ আরও বাড়াইয়া দিতে থাক, তবে শান্ত-মনা হইবার উপায় কি? মনের বাতিতে বাতাস যত কম লাগে, তার চেষ্টাই তো করিতে হইবে। বাতাস যত বেশী লাগিবে, ততই জিনিষ দেখাইবার সামর্থ্য কমিয়া যাইবে। তাই, হৈ-চৈ ছাড়িয়া দিয়া কাজে লাগিয়া থাক,—ফল-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত কাজে লাগিয়া থাক। যা' হয় হউক্, যা' আসে আসুক্, মন যেমন থাকে থাকুক্—তপস্যার বাধা যেন না হয়; ইচ্ছা-পূর্ব্বক কখনও যেন মনকে চঞ্চল না কর।

কত বড় তপস্বী হইয়াছ? কত কাল তপস্যা করিয়াছ? তপস্যার জন্য কতটা স্বার্থত্যাগ করিয়াছ? কিছু কর নাই, কিছু হও নাই;—এখনই এই! রাতারাতি

সমাধি না হইলে, দুই চারি দিনে কাজ ফতে না হইলেই হৈ-চৈ লাগে! যদি বাস্তবিকই অনেক কঠোর তপস্যায় দীর্ঘকাল কাটাইতে, তবে যে কি করিতে, তা বলিতে পারি না। কত লোক কত ক্লেশে কত কাল ধরিয়া তপস্যায় নিরত থাকে, মন-দমনের জন্য কত প্রকারের চেষ্টাই করিয়া থাকে; তথাপি তা'রা ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত চলিতে থাকে। আর তোমাদের ধৈর্য্য-হীন হইবার দাবি এতই বেশী!

যে হৈ-চৈ-টুকু কর, তা'তে চঞ্চল মনের দুর্নিগ্রহত্ব আরও বাড়াইয়া দিতেছ! চঞ্চলতাকে, দুর্ব্বলতাকে আমলই দিওনা! তারা আসে আসুক্, তুমি তোমার কাজ করিবে;—এতে যত দিন লাগে, লাগুক্। ফলের জন্য বেশী উদ্‌গ্রীব হইও না। তপস্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য নাই, তাই তপস্যা করিতে হইবে;—উৎকোচের প্রলোভনে নয়। তাড়াতাড়ি তপস্যা শেষ করিয়া আর কোন কাজ করিতে হইবে নাকি? সময় নষ্ট করিতে হইবে না, শক্তি নষ্ট করিতে হইবেনা, ব্যাকুলতা প্রয়োজন —এ সকলই সত্য বটে; কিন্তু অধৈর্য্য-বশে যদি 'কখন কি ফল আসিবে!', 'এত দিনেও কিছু হইল না!', 'এত পরিশ্রমে ও যখন হইলনা, তখন কবে কি হইবে, ঠিক্ কি!'—এইরূপ আন্দোলন করিতে থাক, তবে তাহাতে ফল-প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে বরং সময় এবং শক্তি

বিনষ্টই হইবে। 'আমার এখনও বৈরাগ্য আসিল না!', 'আমি এখনও সংযত হইতে পারিলাম না!'—এরূপ ভাবে কাতরতার অভ্যাস করিতে করিতে মন ক্রমেই দুর্ব্বল ও উদ্যম-বিহীন হইয়া পড়িবে। উদ্যম ও উৎসাহ, তেজ ও বীর্য্য—এ সকলের সাহায্যেই এ দুর্গম পথের অন্ত করিতে হইবে। মনটা এত সোজা জিনিষ নয় যে অক্লেশেই ইহাকে পোষ মানাইতে পারিবে। এ'কে জব্দ করিতে হইলে অনেক বীরত্ব চাই, অক্লান্ত-কর্ম্মা হওয়া চাই, ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় চাই। অনুরাগ ও নিপুণতার সহিত কাজে লাগিয়া থাকা চাই। রাতারাতি বড় লোক হইতে চাহিও না। ঊর্দ্ধে ভগবানের কৃপা, নিম্নে নিজের পুরুষকার—এতদুভয়ের সাহায্যে অগ্রসর হইতে থাক।

* * * * *

তরঙ্গের পর তরঙ্গ, কখনও বা তরঙ্গের উপর তরঙ্গ,—ইহাই জগৎ-সমুদ্রের নিয়ম। যে ইহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে, ধৈর্য্য-পরায়ণ হইয়া নিজের কাজে লাগিয়া থাকিতে পারে, সে-ই তরঙ্গাতীত, শান্তিময় অতল-তলে ডুবিবার আশা করিতে পারে। নতুবা, কেবল লাফালাফি, কেবল হৈ-চৈ, কেবল আহা-উহু, কেবল অশান্তি! ভয় করিও না। হতাশ হইও না। চলিতে থাক। যেমন পার, যত-দূর পার, তপস্যা করিতে থাক। দুর্দ্দিনের মেঘ চিরকাল থাকিবে না। এমন সুদিন আসিবে (নিশ্চয়ই

আসিবে),—যেদিন তুমি বর্ত্তমান জীবন স্মরণ করিয়াও আনন্দ লাভ করিবে। বিঘ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া যে যত স্থির থাকিতে পারে, সে তত বাহাদুর, তা'র তত শক্তির বিকাশ। ঝটিকাকুল সমুদ্র-বক্ষের নৌকারোহীর মত, যে সাধক যত চঞ্চল হয়, তার বিপদ ও অসুবিধা তত বেশী। তাই, শ্রদ্ধা ও উৎসাহকে, ধৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্যকে সযত্নে রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে থাক। চঞ্চলতার কণ্টকে গন্তব্য পথ আরও আবরিত করিও না। অগ্রসর হইতে হইতেই, লড়াই করিতে করিতেই আলোক আসিবে, শান্তির বাতাস বহিবে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত রূপে নূতন দেশে পহুঁছিয়া যাইবে। ভয় করিও না, চিন্তিত হইও না। চলিতে থাক। শান্ত-মনে তপস্যা করিতে থাক। মনে তরঙ্গ যত কম উঠে, ততই ভাল। সাবধান হইয়া চলিবে। সর্ব্বদা নিজের উপর পাহারা রাখিবে। ফাঁকিতে চলিবে না—মনে রাখিও।

শিবমস্তু। ইতি।

শ্রীনগর, কাশ্মীর।

১২।৮।'২৪

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

তোমার পত্রের বিস্তৃত উত্তর দেওয়া এখন সম্ভব নয়; স্থানে-স্থানে—যেমন শঙ্কর-মত সম্বন্ধে—তোমার সঙ্গে পূরাপূরি সায় দিতে পারিতেছি না। মোটামুটি ভাবে একটা 'yes sir' তোমাকে এখন বলিয়া যাইতেও পারি।

এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিতে—যেখানে কোন দুইটিই ঠিক্ একরূপ হয় না—নিয়ম-নির্দ্দেশ বা শ্রেণী-বিন্যাসের চেষ্টা আমাদের বুঝিবার সুবিধা-বোধ এবং বুদ্ধির কসরতের পরিচায়ক বটে, কিন্তু, তাহা মোটামুটি ভাবেই সম্ভব। স্থূল দৃষ্টিতে—খালি চোখে যেখানে ঐক্য দেখা যায়, সূক্ষ্ম-দৃষ্টির চশ্‌মায় সেখানেও অনেক ভেদ ধরা পড়ে। নিপুণা গিন্নিদের মত ছোট ঘরে আঁটি না বাঁধিয়া প্রকৃতি-রাণীর মত খোলা ঘরে আলাদা-আলাদা ভাবে "যেখানে যা সাজে" সাজাইয়া রাখিলে মন্দ হয় কি? যাহা হউক্, আঁটি-বাঁধাও প্রকৃতির একটি নিয়ম বটে।

আজ-কাল বঙ্গদেশের পাঠ-শালায় আগে 'বানান', তার পরে 'ফলা' লেখে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল উল্টা;—

আগে 'ফলা', তার পরে 'বানান'। পূর্ব্বেও যেমন, এখনও তেমনি—এই দুইটির পর 'নাম'। 'নাম'-এ, উঠিলে মিলিয়া গেল। কিন্তু, তার পূর্ব্বে রাস্তার তফাৎ— কারো যে-টি আগে, অপরের পক্ষে সে-টি পরে। পূর্ব্বে, এণ্ট্রান্স ক্লাসে যে Geometry পড়া হইত, তাহা হইতে বর্ত্তমান সময়ের Matriculation Geometryর arrangement আলাদা; কিন্তু, দু'খানা বই-ই সম্পূর্ণ পড়া হইলে এক প্রকারের জ্ঞানই প্রদান করে। শঙ্করের স্কুলে যদি আগে 'ফলা' লেখান হয়, রামানুজের স্কুলে যদি আগে 'বানান' লেখান হয়, সে ক্ষেত্রে উভয় স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষিতব্যের সমতা-বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে কেন? প্রকৃতির বিশাল ক্রোড়ে অনেক বিরোধী সন্তানের স্থান আছে।

শঙ্কর-মতের সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন মোক্ষাধিকারীকে, অধিকার লাভের পূর্ব্বেই যে 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি' সহ 'পরাবর'-বিজ্ঞানী হইতেই হইবে, ইহা মানিতে ইচ্ছা করে না।

'বিশতে তদনন্তরম্' অর্থ 'নির্ব্যুত্থান-সমাধি' স্বীকার করিতে পারি, যদি সমাধি শব্দে আসন-বন্ধ, স্থির-নেত্র প্রভৃতি উপাধি সহিত সমাধির দেশ-প্রচলিত সাধারণ

অর্থ না ধর। যখন, 'তদনন্তরম্'—সেই অন্তর-শূন্যে 'বিশতে', তখন চিরকালের জন্য ভেদ সম্পূর্ণ রূপে নিবৃত্ত হয়। সে তখন চির-সমাধিমগ্ন—সমাধি-স্বরূপ হইয়া যায়। 'সমাধি র্নাম বৈশ্যোঽহম্।' তাহার সমাধির জন্য ইচ্ছা বা চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। তাহার সন্ধি-পূজার কখনও শেষ হয় না।

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের যুগে, ঋষি ও মুনিগণ যেমন জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় পূর্ব্বক উভয়ের যুগপৎ সাহায্যে পক্ষীর মত অগ্রসর হইতেন, অধুনাতন যোগিগণ তেমন করেন না। এখন 'জ্ঞানের জন্যই কর্ম্ম, জ্ঞান ও কর্ম্ম একত্র চলে না'—এই মত্ই সাধু-সমাজে প্রবল। যদিও Pre-Buddhistic time ও তৎপরবর্ত্তী কাল, ইহার প্রত্যেক সময়েই উক্ত উভয় প্রকারের সাধকই দেখা যায়, তথাপি বলা চলে যে পূর্ব্বে জ্ঞান ও কর্ম্ম সাধারণতঃ একত্র চলিত, এখন সাধারণতঃ তা' চলে না।

তোমার কথিত স্থূল-সূক্ষ্মাদি অবস্থাগুলিতে কর্ম্ম চলিবেই, কিম্বা চলিবেই না,—এমন বলা যায় না। প্রকৃতি ও সংস্কারের বিভিন্নতা অনুসারে কর্ম্ম চলে, বা চলে না। পূর্ব্বে বেশী লোকেরই চলিত, এখন কম লোকেরই চলে।

যেখানে পূর্ণজ্ঞান, সেখানে আলোক ও অন্ধকারের

ন্যায় পরস্পর-বিরোধী জ্ঞান ও অজ্ঞান নামক দেবাসুর-দ্বয়ের সম্ভাবনা কি ?

আর যা' কিছুর উত্তর চাও, তা'র জন্য "খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে"।

শিবমস্তু। ইতি।

কর্ণবাস।

২৮।৮।'২৪। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

*   *   *   *   *

কাম-ক্রোধাদি মনেরই স্পন্দন, মনেরই তরঙ্গ-মাত্র। সমুদয় স্পন্দনই বন্ধ করিয়া মনকে শান্ত করিতে পারিলে, তবে জ্ঞান, বিজ্ঞান, আনন্দ—এ সব পাওয়া যায়। মনকে দমন করা, মনকে শান্ত করাই সাধকের কার্য্য। কেহ কেহ একেবারে সমুদয় স্পন্দন বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন। আবার কেহ কেহ সাত্ত্বিক স্পন্দনের সাহায্যে কাম-ক্রোধাদি রাজসিক ও তামসিক স্পন্দন বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন;—যখন রজ ও তমকে control করিবার ফলে মন শুদ্ধ-সত্ত্বময় হইতে থাকে, তখন সে মনের পক্ষে নিস্পন্দ অবস্থায় যাওয়া সহজ এবং সুসাধ্য। মন নিরোধ করিবার জন্য নানা উপায় আছে। মানুষ যেমন অসংখ্য, মানুষের প্রকৃতি এবং অবস্থা যেমন অসংখ্য, মন-দমনের উপায়ও তেমনই অসংখ্য। যা'র পক্ষে যেটি কার্য্যকরী হইতে পারে, তা'র জন্য সেই উপায়টিরই ব্যবস্থা হয়। তদনুসারে ধৈর্য্যের সহিত চলিতে পারিলেই সময়-ক্রমে মনকে প্রশান্ত

করা যায়। কা'রও রোগ যেমন তিন দিনেই সারে, আবার কা'রও কা'রও রোগ যেমন তিন মাসেও সারান যায় না; এ ক্ষেত্রেও তেমনি,—কেহ বা শীঘ্র, কেহ বা বিলম্বে তপস্যার ফল লাভ করে। কিন্তু, অবস্থা অনুসারে শীঘ্রই হউক্, আর বিলম্বেই হউক্, শ্রদ্ধার সহিত কাজে লাগিয়া থাকিলে ফল-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। মনকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। মনকে কখনও ক্ষমা করিতে বা রেহাই দিতে হয় না। মন দ্বারাই মনের চিকিৎসা করিতে হয়। সর্ব্বদাই মনকে সৎ পথে—সংযমের পথে—সাধনার পথে রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। এ কাজ যে যত তীব্র ভাবে পারে, তার তত তাড়াতাড়ি ফল-লাভ। যে ঢিমে-তেতালায় চলিতে থাকে, যে বিধি-পূর্ব্বক কাজ না করে—তার অনেক বিলম্ব। যেমন কাজ, তেমন মজুরি। তাই সর্ব্বদাই তীব্র পুরুষকার প্রয়োগ করিতে হয়। এই যে নির্ভরতার কথা শোনা যায়, তাহাও এক প্রকার পুরুষকারই। নির্ভর করিয়া থাকাও চেষ্টা-সাপেক্ষ। সকলকেই নির্ভরশীলতার পথে চলিতে হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রোগ-অনুযায়ী ঔষধ। তুমি প্রবল পুরুষকারের সাহায্যে অগ্রসর হইতে থাক। সকলকেই যে প্রার্থনাদির দুয়ার দিয়া ঢুকিতে হইবে, তা নয়। ও পথ ব্যক্তি-বিশেষের জন্য। কা'র,

পথ ভাল, কা'র পথ মন্দ; কা'র পথ ঠিক্, কা'র পথ অঠিক্;—এ সব বিচারে তোমার সময় নষ্ট করিও না। যে দ্রব্য তোমার পক্ষে অখাদ্য, অন্যায়-আহার,—তাহাই অন্যের পক্ষে সুখাদ্য ও উপযুক্ত পথ্য হইতে পারে। আর, যে সময়-টুকু এ সকল বিচারে নষ্ট করিবে, সেই সময়ে তোমার নির্দ্দিষ্ট কাজ করিলে যে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিতে! যার রাস্তা ঠিক্ হইয়াছে, সে এ-সব বৃথা বিচারে সময় নষ্ট করিবে কেন? সে কেবল সর্ব্বদাই নিজের রাস্তায়ই চলিতে থাকিবে; এ-দিক্, ও-দিক্ চাহিয়া দেখিবে না। 'প্রার্থনায় কি লাভ', 'ঈশ্বর করুণাময় কি ন্যায়বান'—এ-সব বিচার দিয়া কোনই কাজ নাই। তোমার কাজ মনকে শান্ত করা। সেই কাজের জন্য তোমার পক্ষে জপ-ধ্যানাদির আবশ্যক,—তা'-ই করিতে থাক। যখন মন শান্ত হইবে, যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ হইবে, তখনই সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিবে। তৎ-পূর্ব্বে মাথা ঘামাইয়া বিশেষ লাভ করিতে পারিবে না। এখন যে বৈষম্য দেখিয়া সৃষ্টি-কর্ত্তাকে অপরাধী করিতেছ, জ্ঞান-লাভ হইলে আর তা' করিবে না। তাই, যে উচ্চ স্থানে উঠিলে নিজেই সমুদয় তত্ত্ব অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, সেখানে উঠিবার জন্যই এখন পরিশ্রম কর। এ পরিশ্রম শরীরের নয়, মনেরই। পূর্ব্বে বলিয়াছি—মন দ্বারাই মনকে দমন করিতে হইবে। সুখ-দুঃখ বাস্তবিক থাকুক্

আর না-ই থাকুক্, বর্ত্তমানে তো সেগুলি তোমার বোধ হইতেছে, সেগুলি তোমার মনকে অশান্ত করিতেছে। চেষ্টা করিয়া এই সুখ-দুঃখ-বোধগুলিকে তাড়াইতে হইবে। এই তাড়াইবার জন্য—জপ-ধ্যানাদি বিধি-পূর্ব্বক করিতে থাক। ধ্যান কোন শরীরেরই করিতে হইবে,—তা' নয়। কেহ কেহ সাকার মূর্ত্তির ধ্যান করে। কেহ বা নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী (যেমন আকাশ বা বাতাস), চৈতন্যময় পরমাত্মার চিন্তা করে ;—যা'র যেমন বিশ্বাস, যা'র যেমন শ্রদ্ধা, যা'র যেমন প্রকৃতি। যত-দিন জ্ঞানের রাজ্যে পহুঁছাইতে না পারে, তত-দিন একটা বিশ্বাস লইয়াই লোক থাকে। কেহ এ-টি বিশ্বাস করে, কেহ ও-টি বিশ্বাস করে। তুমি মনে কর—নিরাকার ঠিক্ ; আমি হয়ত মনে করি—সাকারই ঠিক্। আসল ঠিক্ যেটি, তা' জাননা বলিয়াই নিজেরটিকে খাঁটি, আর অন্যেরটিকে অ-খাঁটি মনে করিয়া বাদ ও বিতণ্ডা, বিচার ও সমালোচনা প্রভৃতির তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া মনকে আরও অশান্ত করিয়া লইতেছ। তাই, তুমি যে-টি বিশ্বাস কর, সেই-টিরই ধ্যান, ধারণা ও চিন্তা করিতে থাক। অপরে যে-টি করে, বা যে-টি তোমার ভাল না লাগে, সে-টির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যে অন্ধেরা নিজের পথ নিজে চিনিয়া লইতে চায়, যে অন্ধেরা অন্ধত্ব সারাইবার ঔষধ খাইবার পূর্ব্বেই নিজের চোখে সে ঔষধ দেখিয়া, বুঝিয়া,

চিনিয়া লইতে চায়, তাহারাই এইরূপ বিচারে সময় নষ্ট করে। আর যে ব্যক্তি ডাক্তারে বিশ্বাসী, সে সমুদয় বিরোধী-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথা-সময়ে যথা-নিয়মে ঔষধ সেবন করিতে থাকে। তাই বলি, তুমিও দিন-রাত তপস্যায়ই ব্যস্ত থাক। জপ এবং ধ্যান—এর যে-টি যখন ভাল লাগে, সেই-টিই তখন করিও। ইচ্ছা হইলে কখনও জপ এবং ধ্যান একত্রেও করিতে পার। মোট কথা—জপ-ধ্যানে হউক্, বা ব্রহ্ম-চিন্তায় হউক্—যে প্রকারে পার, মনটি তপস্যাতে অনবরত লাগাইয়া রাখিতে সচেষ্ট হও। * * ধ্যান যত বেশী ক্ষণ পার, করিও। মন-নিরোধ ও লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্য উহার শক্তি অসাধারণ, জানিও। * * ধ্যান করিতে যাইয়া যদি কোন দিন জপাদি না হয়, তা'তেও ক্ষতি হইবে না। ধ্যান ভাল না হইলেও ধ্যান ছাড়িবে না। আজ এই পর্য্যন্ত।

শিবমস্তু।

৺কাশীধাম।

২৪।১০।'২৩ * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

জীবন ভাল করা কি মন্দ করা সম্পূর্ণ-রূপেই তোমার উপরে নির্ভর করে। তুমি যদি বাস্তবিকই ভাল হইতে চাও, এবং তজ্জন্য, যত-টুকু সম্ভব, উপযুক্ত চেষ্টা কর, তবে ভাল হওয়া ঠেকায় কে? চাই—ভাল হইবার প্রয়োজন-বোধ এবং ভাল হইবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা। এ যদি থাকে, তবে চেষ্টা আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। বাহিরের যত-টুকু সহায়তা আবশ্যক, তজ্জন্য কোনই বেগ পাইতে হয় না; সময়-মত তা সহজেই মিলিয়া যায়। ভগবান সর্ব্বদাই প্রহরী আছেন, দরকার-মত সকল অভাবই পূরণ করেন। তাই, যা'র ভাল হইবার ইচ্ছা আছে, তা'র নিরুৎসাহ হইবার কোনই কারণ নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'ভাল হওয়া যে আবশ্যক, ভাল না হইলে যে চলিবে না, ভাল যে হইতেই হইবে'—এইটি বোধ-গম্য হওয়া চাই এবং এই ধারণা বদ্ধ-মূল হওয়া চাই। ভাল হইবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তা' তোমাতে যথেষ্ট পরিমাণেই নিহিত রহিয়াছে। যাঁ'রা বড় হইয়াছেন, তা'রাও পূর্ব্বে তোমার আমার মতই ছিলেন। তাঁ'রা

জন্মের সময়েই হাতী-ঘোড়া ছিলেন না। তাঁ'দের চেয়ে তোমার শক্তি কম নয়, ইহা বিশ্বাস কর। যতই ভাল হইবার চেষ্টা করিবে, এবং সেই চেষ্টার ফলে যতই ভাল হইতে থাকিবে, ততই এই বিশ্বাস দৃঢ়-মূল হইবে। আত্ম-শক্তি ও ভগবৎ-কৃপার উপর শ্রদ্ধাকে সযত্নে বর্দ্ধিত কর ;—শান্তি-লাভ সুদূর-পরাহত হইবে না। প্রতিজ্ঞার বলে সকলই হয়,—পাথরকেও নরম করা যায়। চিন্তা-শক্তির জোর বাক্য এবং কর্ম্মের শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। সচ্চিন্তা কর, মনে মনে ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা কর, সদ্বিষয়ে মনকে সর্ব্বদা নিয়োজিত রাখ ;—দেখিবে, সেই চিন্তার ফলেই অল্প-কাল-মধ্যে অনেক উন্নত হইয়াছে। তোমার প্রধান অন্তরায়—তোমার মনের দুর্ব্বলতা। এই মহাপাপকে দূর কর। উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কাজে লাগ। যে ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে সর্ব্ব-শক্তিমান বিধাতার উপর তোমার রক্ষা ও পরিচালনের ভার, তিনি নিশ্চয়ই দুর্ব্বল নহেন,—তিনি সর্ব্বদাই তোমার মত জীবকে উন্নত করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। উৎসাহকে হারাইও না, বীর্য্যকে ত্যাগ করিও না, ধৈর্য্য-চ্যুত হইও না। চলিতে থাক ;—শান্তি মিলিবে।

শিবমস্তু। ইতি।

স্বর্গাশ্রম।

১৬।২।'২০

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

পত্র পাইয়াছি। গীতার 'অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম'ই বেদান্তের 'পর-ব্রহ্ম'।

'যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথ ময়ি'—এ স্থলে 'আত্মনি' শব্দে 'প্রত্যগাত্মা' আর 'ময়ি' শব্দে 'পরমাত্মা' বুঝিতে হইবে। বেদ-বাণীতেও বোধ হয় পড়িয়াছ—'প্রকৃতি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিজ্ঞেয়'। আত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক্ ভাবে দর্শন করিয়া যখন বুঝিবে যে দুই-ই এক, কোন ভেদ নাই, তখনই অভেদ-জ্ঞান বা অদ্বৈত-জ্ঞান পাকা হইবে। দেহীকেও যেমন দেখিবে, ব্রহ্মকেও তেমনই দেখিবে; তখনই ঠিক্ ঠিক্ বুঝিবে—'এক-ই আছে, দুই নাই, দুই থাকিতে পারে না। আমিই সেই এক, আমিই ব্রহ্ম; ব্রহ্মাহমস্মি।'

একটা কথা বলি। ঐ শ্লোকে যেমন আত্মা অর্থ প্রত্যগাত্মা, সর্ব্বত্রই কিন্তু তেমন নহে। গীতা এবং উপনিষদের কোন কোন মন্ত্রে পরমাত্মা-অর্থেও আত্মা-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আত্মা-শব্দ কোন কোন স্থানে শরীর বা মনের বাচকও দেখা যায়। সর্ব্বত্রই context দেখিয়া

অর্থ ঠিক্ করিয়া লইতে হইবে। ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দও অনেক সময়ে তিন প্রকার বিভিন্ন ভাবের বাচক:—(১) নির্গুণ, (২) নির্গুণ-সগুণ, (৩) সগুণ।

এক সত্যই—এক তত্ত্বই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে; যেন এক এক **side** এর—এক এক **aspect** এর—এক এক ভাবের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা। শ্রোতার প্রয়োজনানুসারে এবং বর্ণনীয় প্রসঙ্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থেও এরূপ বর্ণনা অনেক সময়ে আবশ্যক। অথবা, যখন যিনি যে-টুকু দেখিয়াছেন, তখন তিনি সে-টুকুই বলিয়াছেন। প্রত্যেক বর্ণনায়ই পূর্ণত্বের পূর্ণ পরিচয় নাই, ইহা মনে রাখিতে হইবে। কোথায়ও মায়া-সম্পর্ক-হীন শুদ্ধাদ্বৈত, কোথায়ও মায়াধীশ, কোথায়ও দ্বৈতাদ্বৈত, কোথায়ও দ্বৈত, আবার কোথায়ও বা অন্য কিছু……ইত্যাদি।

যদি কখন তপস্যা করিতে না পার, তখন শাস্ত্র-চর্চ্চা করিতেও পার। শাস্ত্রের মধ্যে যে গ্রন্থ বা যে ভাব তোমার পছন্দ-সই, তাহারই আলোচনা করিবে। সমুদয় বই পড়া নিষ্প্রয়োজন।

রোজ কিছু-ক্ষণ (দশ মিনিটের বেশী নয়) **vacancy-practice** করিয়া দেখিতে পার। ইহাতে শরীর দুর্ব্বল বোধ করিলে ছাড়িয়া দিও। আজ ইতি। শিবমস্তু।

হৃষীকেশ। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

আজ বেশী লিখিবার সময় নাই। খুঁটি-নাটি বিষয় লইয়া মন বেশী আন্দোলিত হয় কেন? কে কি ভাবিল কি না ভাবিল, কে কি বলিল কি না বলিল, কে কি করিল কি না করিল—তার দিকে তোমার মন যাইবে কেন? তুমি স..য় মত ও প্রয়োজন মত আহারাদি করিয়া বাকী সমুদয় সময় ভগবচ্চিন্তাতে কাটাইতেই চেষ্টা করিবে। অন্য সমুদয় চিন্তা বর্জ্জন করা চাই। মনন-শীল হইলেই মুনি। নতুবা, কেবল কাষ্ঠ-মৌনত্বে লাভ কি!

দৃশ্য-বর্জ্জন যথা সম্ভব তো করিতেই হইবে। যে দৃশ্য তথাপি দৃষ্ট হইবে, তা connive করিতেই চেষ্টা করা চাই; ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টাই আবশ্যক। স্মৃতিই শয়তানের gate-keeper. পুরাতন স্মৃতি কতই মোহন বেশে মুগ্ধ করে! আবার ভবিষ্যতের কল্পনাও মনকে তরঙ্গায়িত করে। 'সঙ্কল্প-প্রভবান্ কামান্'—সঙ্কল্প হইতে কামনা জাগে। তাই, যে-টুকু সংসার-কর্ম্ম নেহাৎ না

করিলে চলে না, তজ্জন্য বশিষ্ঠ-দেবের উপদেশ—'কেবল বর্ত্তমান লইয়াই থাক'।

একটা গল্প আছে। রাক্ষস-বিনাশের জন্য মঙ্গলময় পরম-শিব মাতৃকাগণের সৃষ্টি করিলেন। তাহারা রাক্ষস-বিনাশান্তে যখন বিশ্ব-গ্রাসে উদ্যত হইল, তখন পরম-শিবের ইচ্ছায় তাঁহার বৈষ্ণবী শক্তি হইতে দৈব-মাতৃকা-গণ সমুদ্ভূত হইয়া মাতৃকাগণকে বিনষ্ট করনান্তে, স্ব-কারণ বৈষ্ণবী শক্তিতে লীন হইয়া গেলেন।

"আমরা হরি-কথা ভিন্ন অন্য কথা বর্জ্জন করিয়াছি"; * "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ"; অনাবশ্যক কথা বর্জ্জন করিতে হইবে;—ইহা যেমন বাহিরে, তেমনই ভিতরে। ক্রমে ক্রমে 'অনাবশ্যক' 'অন্য কথা'র দল বাড়িয়া যাইবে এবং মন শান্ত হইতে থাকিবে। শেষে সকল কথা—সকল স্পন্দন যখন প্রায় বন্ধ হইবে, এবং সে অবস্থা 'সহজ' হইয়া আসিবে, তখনই ঠিক্ ঠিক্ মুনি।

আজ এই পর্য্যন্ত। শিবমস্তু।

হৃষীকেশ।

২৬।৬।'২৫

* * *

* বেদ-বাণী ১ম প্রচার ১৫২৭ পৃষ্ঠার শেষ ! ' পংক্তি দ্রষ্টব্য।

ওঁ

নারায়ণেষু।

· * * * এখনই চেলা-চেলী করিতে আরম্ভ করিয়াছ? পরিপাক-যন্ত্র অনেক সবল না হইলে ও-সব হজম করা যায় না। শেষে চিরকাল dyspepsiaতে ভুগিতে হইতেও পারে! ও-সব দয়া-মায়া ছাড়িয়া দাও। 'হরিণ-শিশু'কে জঙ্গলে ছাড়িয়া দাও; তোমার সাহায্য, তোমার সহানুভূতি না পাইলেও সে বাঁচিতে পারিবে। তার 'মা' আছে। 'মাসী-মা' সাজিয়া, 'রাক্ষুসে-মায়া' দেখাইয়া তুমি কত-টুকু উপকার করিবার স্পর্দ্ধা কর! নিজের চর্‌কায় তেল দাও। নিজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাক। অবিরাম তপস্যা কর। অন্যের কাছে, সাধারণের কাছে দুই-চারি লাখ বছরের যে দাম, তোমার কাছে এক সেকেণ্ডের দাম তার চেয়ে অনেক বেশী হউক্। 'তীব্র-সম্বেগিনামাসন্নঃ।' তিন মাসে, ছয় মাসে জ্ঞান-লাভ হইতে পারে,—এ কথা কত বইতে লেখা আছে! সেগুলি কবি-কল্পনা বা মন-ভুলানো মিথ্যা কথা নয়। যে শ্রদ্ধা-হীন, তা'র কাছেই, তা'র জন্যই ও কথাগুলি

মিথ্যা। শ্রদ্ধাবানের কাছে, কর্ম্মীর কাছে ওগুলি জীবন্ত সত্য।

মন যত বেশী উপরে যায়, ততই ভাল; যত বেশী ক্ষণ উপরে থাকে, ততই লাভ। উপরে থাকিবার কালে কথা-বার্ত্তা, চিন্তা-ভাবনা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। তা' সম্ভব না হইলেও কোন দোষ নাই। নিবাত-নিষ্কম্প, স্থির-শান্ত হইয়া থাকিতে যত পার, ততই উপকার। মনকে, যদি সুবিধা হয়, মাঝে মাঝে vacant রাখিবার চেষ্টা করিতে পার।

শিবমস্তু। ইতি।

হৃষীকেশ।

৩।১২।'২৪ * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

*　　*　　*　　*　　*

কেবল একটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে—যেন কাহারও সঙ্গে বাধ্য-বাধকতা না জন্মে, যেন কোন নূতন বন্ধনের সৃষ্টি না হয়। অনেক সময়ে খাতিরগুলি এত আস্তে আস্তে জন্মে ও এত আরামের সহিত আসে, যে এগুলির দোষ দেখিতেই পাওয়া যায় না!

এক স্থানে বেশী দিন থাকিলে, যদি খুব সাবধান থাকা না যায়, তবে নানা প্রকারের কুটুম্বিতা ও ভোগ-সুখের উপকরণ বাড়িবার সম্ভাবনা। সাধুকে সর্ব্বদাই হুঁসিয়ার থাকিতে হয়।

পৃথিবীর জিনিষ যতই চাহিবে, ততই নীচে নামিবে। পৃথিবীর সঙ্গে যতই খাতির করিবে, ততই লোক্‌সানের সম্ভাবনা;—এ কথা মনে রাখিতে চেষ্টা করিও।

ভাব এবং বিচার যদি ভাল না লাগে, তাতে ক্ষতি কি? চুপ করিয়া থাকিতেই চেষ্টা কর না কেন? যত ভাব এবং যত বিচার—সকলই তো চুপের উপরেই নৃত্য করে। শিবমস্তু। ইতি।

ওঁ

Nârâyaneshu.

Why are you so restless? Who asked you to discontinue your light-seeing practice?

The Goal of all persons ought to be the same, although it cannot be said that all men keep the same Goal in view. Nature and intelligence of men vary; and with them their ideas of the Goal also differ, although in reality there cannot be two different Goals, just as there cannot be two different Truths.

Realisations of different men, as we see, are also different although in the long run all men are bound to reach the same Goal. Their goals and their realisations appear to us to be different, but ultimately they will all reach the one Truth.

Just as there are different physical systems requiring different kinds of physical food, so there are different mental systems also, requiring different kinds of intellectual and spiritual food. Just as by the help of different medicines, different patients will come round and will sooner or later reach the same state of recovery and perfect health, so by following different systems of Philosophy and different kinds of *Yoga*, different *sâdhakas* will sooner or later reach the same state of *Moksha* and Perfection. In this world of variety all differences have uses. Don't try to find fault with the Lord's creation for bringing about varieties of infinite kinds. Learn to be wise. Try to learn His ways. Try to know Him and His doings. Then all doubts will vanish and you will have perfect peace. Till then, go on with your appointed duties.

Sivam astu.

Rikhikesh. * * *

ॐ

Nârâyaneshu.

Then about your going elsewhere. Every *Samsârin* has a home of his own—a place of rest and refuge—a settled place where he eats and sleeps, where he keeps his belongings and meets his friends. It is said that *he* occupies it; but it may be said more truly that *it* occupies at least a part of his mind. He does not like to leave it, nor does he feel comfortable elsewhere; and when he has to leave it, he makes arrangements and preparations (arrangements for guarding the house and preparations for the journey) and tries to return as soon as practicable. In a word, he is chained to the spot. When circumstances force him to cut off his connection with it, he makes a new home; and his relation with this

new home, the place of his domicile, is exactly the same as that with the former; nay, in some cases this second home becomes dearer to him as he himself has made it, whereas the other was made by his forefathers and is not so much to his taste and liking. When I asked you to leave *Swargashram*, I liked that it should not become a second home to you, a place of domicile. But I might be mistaken; for it is not generally possible for a man to know the mind of another. If you think that your *fakir*-life would not suffer by continuing there, you may give up the idea of change. It is a question of mental state and you aro, and ought to be, the best judge of your mind. I am only anxious that when we have become *fakirs*, let nothing swerve us from the path of true renunciation. Like *Mahirâvana* who approached *Râma* in so many different forms, the sense of comfort, so deep-rooted in us, may sometimes assume innocent and charming forms and lead us astray before we become aware of our degradation. So we must always take care. The more we rely on

earthly things, the less we deserve the grace of the Lord, who is our only refuge and *nivâs.*

Vrindâvan,
30. 3. '20.

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

তোমার বিচারটা যেন আধা-আধি রকমের। ভগবানই সর্ব্ব-কর্ম্মের কর্ত্তা, এ বিশ্বাস তোমাতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, আশা করি। তিনি যে প্রেমময় এবং মঙ্গলময়, ইহাও বোধ হয় অবিশ্বাস কর না। তবে সকল অবস্থায় তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রশান্ত-মনে দিন কাটাইতে পার না কেন? যে ভাব ও যে অবস্থাকে তুমি অশুভ ও অপ্রীতিকর মনে করিতেছ, তাহা যে পরিণামে তোমার মঙ্গল-জনক হইবে না, তাহা কি প্রমাণ করিতে পার? আর যদি কোন অবস্থাকে অমঙ্গল-জনক বোধই কর, তবে ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে আস্থাই বা কই? আর, যদি বিশ্ব-কর্ত্তা মঙ্গলময়ই না হ'ন, তবে আমাদের শত্রুতা-সাধনের কোন প্রয়োজন তাঁ'র নিশ্চয়ই থাকা চাই। যদি তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়, তবে সন্তোষ তোমাকে পরিত্যাগ করিবে কেন? প্রীতি এবং সন্তোষ, প্রফুল্লতা এবং উৎসাহ,

ধৈর্য্য এবং সাহস—এ সকল নির্ভরতার অবশ্যম্ভাবী দান। নির্ভরতা যতই পাকা হইবে, ভগবানে আত্ম-বিসর্জ্জন যতই পূর্ণ হইবে, এগুলিও ততই বেশী বেশী তোমার অধিকার-গত হইবে। এগুলি যদি না আসে, বুঝিতে হইবে—নির্ভরতার কিছু অভাব আছে। বিচার ও আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা ব্যাধি-টুকু বাহির করিতে হইবে এবং প্রতিজ্ঞা, বৈরাগ্য ও তিতিক্ষার ঔষধে তাহা প্রশমনের চেষ্টাও করিতে হইবে।

হৈ-চৈ করিলে কাজ হয় না। যত ব্যস্ততা, যত অধৈর্য্য,—ততই অন্তরায়, ততই অশান্তি, ততই বিলম্ব। মন যত শান্ত থাকিবে, ধৈর্য্য এবং বিচারকে যতই আশ্রয় করিবে, যতই অধ্যবসায়ের সহিত কাজে লাগিয়া থাকিবে, ততই শীঘ্র লক্ষ্য-স্থানে পহুঁছিবার সম্ভাবনা, ততই শান্তি-লাভের প্রত্যাশা, ততই কম অন্তরায় এবং কম অসুবিধা।

ভগবানকে তুমি যেমনই মনে কর, তিনি কদাপি তোমাকে পরিত্যাগ করেন না, তোমার উপর বিরূপও হ'ন না। তিনি তোমাকে ত্যাগ করিবেন না;—তুমিও যেন কদাপি তাঁহাকে ত্যাগ করিও না।

শিবমস্তু। ইতি।

স্বর্গাশ্রম।

১৫।৭।'২০ * * *

Nârâyaneshu.

Hard to cross is the spiritual path, sharper than the sharpened edge of a razor. If you mean to reach the Goal without any difficulty, if you want to get rid of your mental restlessness and obtain bliss within a short period of time, I think, you are bound to be disappointed. So many impurities there are in your system, that a long time of strenuous practice will be needed to burn them up. To be able to control the ruleless mind is not a matter of joke. When you will have to sever connection with your deep-rooted weaknesses, your fond attraction for those old friends will cause an immense pain. When you will try to crush any of them, that will make a desperate attack in all its fury. And, at times like these, as well as throughout your journey along the

spiritual path, you require *vivek* that nothing can shake, *virâg* that nothing can frighten and patience that nothing can ruffle. To be able to stick to the path you have to acquire faith and love, besides active habits and sincerity of purpose. Armed with all these, which will help the growth of other necessary qualifications, go on with your *tapas* as best as possible. Ever try to be purer, better and nobler. Do not stretch out your hands for camfort or *siddhi* or any other bribe. Do your *tapas* as a matter of the highest duty. Do not look for the consequence. If you cannot go on in this way, if you will murmur at every step, if you will lose your patience at the slightest difficulty, you cannot get much result. Remember this, and think of your duty.

This much to day. *Om.*

Srinagar, Kâshmir.

11. 8. '24.

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে * * * নিকট হইতে যে উপদেশ পাও, তদনুসারেই চলিতে চেষ্টা করিও। তিনিই তোমার পথ-প্রদর্শক এবং চালক, তিনিই তোমার রক্ষক এবং শান্তি-বিধায়ক। তাঁহার আদেশই কায়-মনো-বাক্যে প্রতিপালন করিতে যত্নবান থাকিবে। তাঁহার কথার সহিত যদি আমার কথার মিল না হয়, তবে আমার কথা মানিও না। তাঁহার কথার সহিত আমার যে কথাগুলির ঐক্য হইবে, সেই কথাগুলিই শুনিতে পার।

আমার মনে হয়, আরও দুই মাস কাল বাড়ীতেই থাকা উচিত। বাড়ীতে থাকা কষ্টকর ও অশান্তিজনক, তাহা বুঝি; কিন্তু, সাধন-সহায়ে যে বীর সাধক মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিতে বদ্ধ-পরিকর, তা'র পক্ষে সংসারের সামান্য গঞ্জনা, সামান্য পীড়ন, সামান্য অশান্তি অসহনীয় হইবে কেন? এ-টুকু যদি ধীর-মনে সহ্য করিতে না পার, তবে ভবিষ্যতে যে এতদপেক্ষা কঠিনতর পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তার আশা ও সম্ভাবনা কি? এ-ও

তোমার একটা পরীক্ষা; এই পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইবার অধিকার লাভ করিবে। প্রত্যেক দুই শ্রেণীর মধ্যেই পরীক্ষার গণ্ডি আছে; তাহা সবলে, সযত্নে ভেদ করিতে হইবে। অধীর হইলে চলিবে না, পালাইলে কাজ হইবে না। সম্মুখ-সমরে শত্রু-বিজয় করিতে হইবে। হাসিতে-হাসিতে শত্রুর শরাঘাত সহ্য করিতে হইবে। এ না পারিলে আর মনুষ্যত্ব কি? এ না হইলে আর সাধনের ফল কি? এ না পারিলে আর ৺ঠাকুরের উপর নির্ভরতা কি? তাই আবার বলি, অবিকৃত-চিত্তে সমুদয় বিপদ সহ্য করিতে চেষ্টা কর। আর দুই মাস পরে অন্যত্র যাইও। তা'তে আমার আপত্তি হইবে না।

ভগবানে যদি নিষ্ঠা থাকে, তাঁহার মঙ্গলময়ত্বে যদি আস্থা থাকে, তবে এ বিপদেও মন স্থির থাকিবে। নিষ্ঠা মানে কি? নি পূর্ব্বক স্থা ধাতু হইতে নিষ্ঠা শব্দ হয়। বিশেষরূপে স্থিতিই নিষ্ঠা। কিছুকে আশ্রয় করিয়া যদি থাকিতে পার, যদি কখনও তাহাকে পরিত্যাগ না কর, তবেই তাহাতে নিষ্ঠা হইল। এই রূপে ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, নিয়ম-নিষ্ঠা, সময়-নিষ্ঠা প্রভৃতি নিষ্ঠার সাহায্যে ভগবন্নিষ্ঠা জন্মাইতে হয়।

আজ এই পর্য্যন্ত। শিবমস্তু।

৺কাশীধাম।
১৯।১০।'১৮ * * *

চতুর্থ অনুবাক ।

ওঁ

নারায়ণেষু।

তুমি কি ভাল হইতে চাও? তোমার কি শান্তি-সুখ লাভ করিবার ইচ্ছা আছে? জীবন-সংগ্রামে কি জয়-যুক্ত হইতে বাসনা কর? সংসার-সাগর পার হইতে কি অভিলাষী হইয়াছ? শ্রেষ্ঠতম বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত কি তোমার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে?—যদি এই সকল শুভ কামনা তোমার অন্তরে জাগিয়া থাকে, তবে এখনই—জীবনের প্রফুল্ল ঊষা-কালেই লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ কর। যে সুবর্ণ-সুযোগ বর্ত্তমানে তোমার নিকটে উপস্থিত রহিয়াছে, তাহার সদ্‌ব্যবহার না করিলে, ভবিষ্যতে অনেক যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইবে। তাই বলিতেছি, এখন হইতেই কাজে লাগ, সিদ্ধি-লাভ পর্য্যন্ত কাজে লাগিয়া থাক, উৎসাহ ও ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হও।

আজকাল তোমার যেরূপ ভাবে চলা কর্ত্তব্য, তাহা সঙ্ক্ষেপে নিম্নে লিখিতেছি। এই কর্ত্তব্যগুলি সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া আরও শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বাস্থ্য-রক্ষায় সর্ব্বদা মনোযোগী থাকিবে। অতিরিক্ত ভোজন বা অন্যায় ভোজন করিও না। যা' খাইলে রোগ জন্মিতে পারে, তাহা যথা-সম্ভব পরিহার করিবে। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে নিদ্রা যাইবে এবং যথা-কালে শয্যা-ত্যাগ করিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভ্রমণ করিও। বিছানা, পরিধেয় বস্ত্রাদি ও বাস-গৃহ পরিষ্কৃত রাখিবে। শরীরটাকে পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্নবান হইবে, কিন্তু বিলাসিতাকে সম্পূর্ণ-রূপে বর্জ্জন করিবে।

গুরু-জন, বন্ধুগণ, প্রতিবেশিগণ, দাস-দাসীগণ—সকলের সহিতই যথা-যোগ্য ব্যবহার করিবে। কাহারও মর্য্যাদার হানি করিও না। কখনও শিষ্টাচার পরিত্যাগ করিও না। পর-নিন্দা পরিহার করিও।

সত্য বলিও। কাহারও ক্ষতির চেষ্টা করিও না। মনকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখিও। পবিত্র চিন্তা দ্বারা অপবিত্র চিন্তাকে তাড়াইয়া দিও। অন্যায় কর্ম্ম করিও না।

Routine করিয়া তদনুযায়ী দৈনিক কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-গুলি পরিপাটি-রূপে সম্পন্ন করিতে যত্নবান থাকিবে। যে কর্ম্মটির জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট, সে কর্ম্মটি সেই সময়েই করিবে। **Routine** অনুসারে চলিতে যদি অসুবিধা বোধ হয়, তবে মাঝে মাঝে তাহা বদ্‌লাইয়া লইতে পার; কিন্তু সেরূপ পরিবর্ত্তন যত কম করিয়া পার, ততই ভাল। যত-দিন এক নিয়ম বজায় থাকিবে, তত-দিন তদনুসারে

চলিতেই চেষ্টা করিবে। নিয়ম-নিষ্ঠা ও সময়-নিষ্ঠা ব্যতীত সংসারে কৃত-কার্য্যতা লাভ করা সম্ভবপর নহে।

অলসতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি-কর। আলস্যের জন্য শরীর নষ্ট হয়, মন দুর্ব্বল হয়, অন্যেও ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। অলসতা যেন কিছুতেই প্রশ্রয় না পায়। সর্ব্বদাই কোন-না-কোন সৎ-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে।

পড়া-শুনা তোমাদের সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য। Routine অনুযায়ী প্রত্যহ পাঠাভ্যাস করিবে। আজকার পড়া, কালকার জন্য রাখিয়া দেওয়া ভাল নয়। বইগুলি যত বেশী বার সম্ভব, ও যত ভাল রূপে সম্ভব পড়িবে। মূর্খতা গোপন করা ভাল নয়। যা' না জান, যা' বুঝিতে না পার, তা' উপযুক্ত লোকের নিকট হইতে জানিয়া ও বুঝিয়া লইবে।

সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় কতকগুলি ভাল ভাল কবিতা মুখস্থ করিয়া রাখিবে। যে সকল বই পড়িলে ভক্তি বাড়ে ও মন উন্নত হয়, অবসরমত সেই-রূপ দুই-এক-খানা পুস্তক পড়িবে। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীশ্রীকালী-কুল-কুণ্ডলিনী প্রভৃতি পুস্তক পড়িও।

যখনই সম্ভব ভগবানের নাম করিও। উচ্চৈঃস্বরে বা মনে-মনে—যেমন ভাল লাগে তেমন ভাবেই—জপ করিও। হাটিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে সর্ব্বদাই জপ করিতে যত্নবান হইও। জপে সময়-অসময় নাই, শুচি-

অশুচির বিচার নাই। তবে জপ করিতে যাইয়া যেন পড়া-শুনা বা অন্যান্য কর্ত্তব্য-কর্ম্মে ত্রুটি না হয়। যখনই সময় পাইবে, তখনই জপ করিবে।

ভগবানের একখানা ছবি তোমার থাকিবার ঘরে রাখিও। মাঝে মাঝে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিও। যে অঙ্গ দেখিতে বেশী ভাল লাগে, সেই অঙ্গ অধিক ক্ষণ দেখিও। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটি দেখিও। কোন কোন সময়ে ছবির দিকে না চাহিয়া মূর্ত্তি চিন্তা করিতে চেষ্টা করিও; তাহাতে অসমর্থ হইলে আবার ছবি দেখিয়া লইও।

মনে মনে ভগবানকে পুষ্পাদির দ্বারা পূজা করিও, প্রার্থনা করিও, নমস্কার করিও। নিদ্রার প্রাক্কালে ঐ মূর্ত্তি চিন্তা করিতে থাকিও। কখনও বা মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে জপ করিও। আহার্য্য-দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া প্রসাদ মনে করিয়া ভক্ষণ করিও। সকল জীবকে ভগবানের সন্তান মনে করিয়া প্রীতি করিতে শিখিও। সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিও।

সতর্ক থাকিও যেন একটি কর্ত্তব্য অন্য একটি কর্ত্তব্য সম্পাদনের অন্তরায় না হয়।

যখনই কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়; সরল অন্তঃকরণে বরাভয়-দায়িনী বিশ্ব-জননীর নিকটে প্রার্থনা করিও। তিনি কৃপা-বিতরণে কৃপণতা করিবেন না। শিবমস্তু। ইতি।

ওঁ

নিরাপদস্থ।

অনেক কালের অভ্যাসে নিদ্রাধিক্য বদ্ধমূল হইয়াছে। কাজেই সংশোধিত হইতে কিছু সময় লইবে। অধিক ভোজন, অন্যায় ভোজন, ক্লান্তি, অপরিপাক প্রভৃতি কারণেও ঘুম বাড়ে। এই সকল কারণ যেন না ঘটে।

একটা exercise করিতে পার। রোজ এক বার করিবে। সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। ধ্যান করিবার সময়ে যেমন ধ্যেয় মূর্তির পা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মস্তক পর্যন্ত ভাবিতে থাক, তেমনি তোমার নিজের পা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে উপরের muscles-গুলির উপর মনোযোগ করিতে করিতে দৃঢ় ভাবে চিন্তা করিবে যেন তাহারা ক্রমান্বয়ে (in order) মস্তকের দিকে উঠিতেছে। পাঁচ-ছয় মিনিটের অধিক ইহা করিবে না। পত্র পড়িয়া ইহা করিতে পারিবে কিনা জানি না। বুকে একটু জোর লাগিতেও পারে। যদি ইহা করিতে পার, তবে ঘুম কিছু কমিয়া যাইতেও পারে। রোজই ঘণ্টাখানেক বেশ জোরে হাটিতে চেষ্টা করিবে।

যদি একটা alarming Time-piece যোগাড় করিতে পার, তবে বোধ হয় ঘুম সংযত করা সহজ-সাধ্য হয়। নতুবা, প্রত্যহ শুইবার সময়ে তিন-চারি বার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে যে অমুক সময়ে নিশ্চয়ই জাগিতে হইবে। কয়েক দিন এরূপ করিতে করিতে নিদ্রা নিয়মিত হইতেও পারে।

অভ্যাসের দ্বারা, চেষ্টা-দ্বারা নিদ্রার বেগ অনেকটা কমান যাইতে পারে। কিন্তু হঠাৎ নিদ্রা-বন্ধের উদ্যম করিও না।

যা'র অন্তরে বৈরাগ্য-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, শ্রীভগবানের বিরহে যে কাতর হইয়াছে, তা'র কাছে নিদ্রা আসিতেই পারে না। যে ভগবানের ধ্যানে বিভোর, তা'র নিদ্রা নিশ্চিতই নিদ্রা-গত হইয়াছে। সত্ত্ব-গুণের বিবৃদ্ধি দ্বারা যে রজ ও তম গুণকে যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া দিয়াছে, 'তাহাকে নিদ্রাধিক্যের ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাকিলে সকল দোষই অল্প সময়ে বিদূরিত হইতে পারে।

* * * * *

লছ্‌মন্‌-ঝোলা।

৩০।৯।'১৩। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভের জন্যও মিথ্যার সাহায্য লওয়া অসঙ্গত। একটি মিথ্যার জন্যই যুধিষ্ঠিরের রথ-চক্র চির-দিনের জন্য ভূ-লগ্ন হইয়াছিল। যখন মন আরও অনেকটা নির্ম্মল হইবে, তখন বুঝিবে—একটি মিথ্যা-কথার, একটি সামান্য অন্যায়-কর্ম্মের কত জ্বালা, কত দুঃখ-দায়িনী শক্তি! তাই প্রাণ-পণে যত্ন করিবে, যাহাতে সর্ব্বদা সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে চলিতে পার। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য যে ত্যাগ-স্বীকার অবশ্য-প্রয়োজন, তজ্জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে। সেই ত্যাগ-স্বীকারেই মনুষ্যত্বের বিকাশ; তাহাতেই জয়, তাহাতেই শান্তি, তাহাতেই জীবনের সাফল্য। ওম্।

৺কাশীধাম।

৭।১২।'১৮

ঙ

নারায়ণেষু।

যত-দিন হৃদয়ের সরলতা বর্ত্তমান থাকিবে, মনে-মুখে মিল থাকিবে, সঙ্কোচ-ভাব ও কুটিলতা আসিবে না—তত দিন পর্য্যন্ত উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত নহে। যখনই কিছু লুকাইবার ভাব প্রবল হইবে, ভয় ও আশঙ্কা বাড়িবে, গোঁজামিল দিবার প্রবৃত্তি জাগিবে, পালাইয়া পালাইয়া ফিরিবার ইচ্ছা হইবে এবং কুযুক্তি-জাল ও কপটতা দ্বারা মনের কু-ভাব আবৃত করিতে সচেষ্ট হইবে, তখনই জানিবে—দ্রুত বেগে নরকার্ণবে পতিত হইতেছ। যত-দিন উন্নতির আশা থাকে, লক্ষ্য স্থির থাকে, বিচার-বুদ্ধি অটুট থাকে, সত্যে নিষ্ঠা থাকে, তত-দিন সংযম কিয়ৎ পরিমাণে থাকেই।

কুপ্রবৃত্তি অনেকের মনেই জাগে। যাহারা মনুষ্যত্ব-হীন—সংসারের বিষ্ঠার কৃমি—পশু-ধর্ম্মী—উন্নতির আশা বিবর্জ্জিত, সেই সকল মোহান্ধ ব্যক্তিই প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অধঃপতনের পথে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। আর যাহারা শান্তি-কামী, দুঃখ-নিবৃত্তি যাহাদের

লক্ষ্য, পবিত্রতা যাহাদের আদর্শ, ভগবান যাহাদের লক্ষ্য, বীর্য্য ও বীরত্ব যাহাদের বন্ধু, সেই সকল মহা-মনা ব্যক্তি ভগবানের নাম করিতে করিতে প্রবৃত্তিকে পদ-দলিত করিতে সচেষ্ট হয়। একবার হারিলেই তাহারা পলায়ন করে না। একবার না হয় দুইবার, দুইবার না হয় তিন বার—যত বার প্রয়োজন, তাহারা অধ্যবসায়-সহকারে প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম চালাইতে থাকে। পরাজয়ই দোষের নহে, পলায়নই দোষের। বার বার পরাজিত হইয়াও যদি তুমি পরিশেষে জয়-লাভ করিতে পার, তার পর বরাবরের জন্যই তুমি জয়ী থাকিয়া যাইবে। পরাজয়ের দুঃখ আর থাকিবে না। কিন্তু এক বার হারিয়াই যদি পলায়ন কর, চিরকালের জন্যই তুমি পরাস্ত হইয়া রহিলে!

'আমাকে দিয়া কিছু হইবে না'—এ কথা যে মনে করে, সে চেষ্টাও করে না, সফল-কামও হয় না। কিন্তু যে মনে করে, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে—'নিশ্চয়ই আমি পারিব; অন্যে যখন পারে, তখন আমার পক্ষেও এ কাজ অসম্ভব নয়', যে প্রতিজ্ঞা করে—'যত-দিন সফল-কাম না হই, তত-দিন চেষ্টা করিব', সে চেষ্টা করেই; এবং চেষ্টার ফলে ভগবৎ-করুণার অধিকারী হইয়া সিদ্ধি-লাভ করিয়াও কৃতার্থ হয়। আর চেষ্টা করা কি খুব কঠিন? 'আমি তাস খেলিব না'—এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে কি অমানুষিক

শক্তির প্রয়োজন? 'কুসঙ্গে মিশিব না'—এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কি দৃঢ়-সঙ্কল্প যুবকের পক্ষে অসম্ভব? প্রথমতঃ যন্ত্রণা আসিবে; কিন্তু শুভেচ্ছা এবং সংযম যন্ত্রণাকে বহুলাংশে লাঘব করিয়া দিবে এবং ধৈর্য্য ও সাধন-নিষ্ঠা সময় ক্রমে নিশ্চিতই উন্নতির উচ্চতম শিখরে পহুঁছাইবে!

আজ এই পর্য্যন্ত। ওম্!

পটুয়াখালী। * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

বাড়ী যাইয়া কখনও কুসঙ্গে মিশিবে না এবং নাটক প্রভৃতিতে যোগ-দান করিবে না। চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা যেন কখনও হারাইও না। সম্ভব হইলে গ্রামের লোকদিগের যথা-সাধ্য উপকার করিবে।

বালক যেমন মায়ের কাছে আব্‌দার করে, তেমন ভাবে ভগবানের কাছে যে ব্যক্তি করুণার দাবী করিতে পারে, ভগবান তাহাকে দয়া করিতে বাধ্য। উন্নতি তোমাদিগেরই জন্য এবং তোমরাও ভগবানেরই জন্য।

যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবে, প্রাণ-পণে তা' ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। সক্রেটীজ্ হাসি-মুখে বিষ-পান করিয়া দেহ-ত্যাগ করিলেন, তথাপি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করেন নাই। কাজীর বিষম অত্যাচারেও হরিদাস হরি-নাম ছাড়েন নাই। জটিলা-কুটিলার গঞ্জনার ভয়ে রাধা ভীত হ'ন নাই। হিরণ্য-কশিপুর অত্যাচারে প্রহ্লাদ বিচলিত হ'ন নাই। বিবেক বজায় রাখিবার জন্য রামমোহন রায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত

হইতেও দ্বিধা-বোধ করেন নাই। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য এইরূপ অচল, অটল ভাবে দাঁড়াইতে চেষ্টা করেন, ভগবান তাঁহাদিগের সহায় হ'ন।

প্রত্যেক মাসে পূর্ব্ব মাস অপেক্ষা নিজকে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত বলিয়া অনুভব কর কি না, দেখিবে।

যে বক্তৃতা শোন বা সদ্‌গ্রন্থ পড়, তাহার সার মর্ম্ম অতি অল্প কথায় একখানা পৃথক্ খাতায় লিখিয়া রাখিবে, এবং লেখা মাঝে মাঝে দেখিবে।

ঘাটে পয়সা বা টাকা দেখিতে পাইলে তাহা লইয়া আসা সঙ্গত নহে। যে দ্রব্য তোমার নিজের নহে, তাহা যেখানে থাকে থাকুক্; তাহা তুমি গ্রহণ করিও না। ঐ অর্থ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা হরির লুট দিলেই যে ক্ষতি হইল না—তাহা নহে।

দেখিও—কোন কার্য্যেই যেন সত্য ও পবিত্রতাকে হারাইও না। সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম, তাহা উন্নতির অন্তরায়। যে দিন যে-টুকু ভাল শিখিলে, তাহা নোট করিবে।

চাই তিনটি—ব্রহ্মচর্য্য, সরলতা ও নির্ভরতা। এক ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিলেই সরলতা-টুকুও অযাচিত ভাবে ফুটিয়া উঠিবে। আর বৈরাগ্যবান ব্যক্তিদের নির্ভরতা ভিন্ন ত অন্য উপায়ই নাই। তা'দের নির্ভরতাও আসিবে।

লোক-সঙ্গ অত্যন্ত বিঘ্ন; যা'দের বৈরাগ্য পাকা হয় নাই, তা'দের পক্ষে বিশেষতঃ। "অহিরিব জন-যোগম্।"

আজ এই পর্য্যন্ত। শিবমস্তু।

ওঁ

নারায়ণেষু।

আপনার পত্র পাইলাম। দিনের বেলা না ঘুমাইয়া পারিলেই ভাল। দুপুর-বেলা ঘুমাইলে আলস্য বাড়ে, শরীর খারাপ হয়, মনও খারাপ হয়। কয়েক দিন একটু কষ্ট করিয়া যদি ঘুম-বন্ধের চেষ্টা করেন, তবেই বোধ হয় শেষে আর ঘুম আসিবে না। ঘুম যতই বাড়ায়, ততই বাড়ে; আর যতই কমায়, ততই কমে।

কখনও কোন অন্যায় কর্ম্ম যাহাতে না হয়, তজ্জন্য সতর্ক থাকিতে হয়। ভাল হইতে হইলে, শান্তি পাইতে হইলে উপযুক্ত চেষ্টা করিতে হয়। আপনি যেমন চেষ্টা করিবেন, তেমনই ফল পাইবেন। যত বন্ধু-বান্ধব আছে, তাহাদের কাহারও নিকট হইতে ধর্ম্ম-পথের সাহায্যের আশা করিবেন না। ভগবানের দয়া আর নিজের চেষ্টার উপরই সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করিতে হইবে।

ভাবিয়া দেখুন, জীবনের কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে! এই কয় বৎসরে যদি ভাল হওয়ার চেষ্টা করিতেন, ছোট-কাল হইতেই যদি ধর্ম্মে মন দিতেন, তবে আজ আপনি কত শান্তি পাইতেন! ভাল হওয়ার জন্য এখনও যে

সুযোগ আছে, তাহা যদি না হারা'ন, তবে এখনও এই জীবনেই শান্তি-লাভের আশা করিতে পারেন। এখনও আপনার শরীরে শক্তি আছে, এখন ইচ্ছা করিলেই অনেক কাজ করিতে পারেন। আর এখন যদি সময় বৃথা ব্যয় করেন, তবে বৃদ্ধ বয়সে খুব অশান্তি ভোগ করিতে হইতেও পারে। তখন শরীর খারাপ হইবে, মনও খারাপ হইবার কথা। ইচ্ছা করিলেও বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্ম-লাভের চেষ্টা করা বড়ই কঠিন হইবে। কাজেই এখনই, সময় থাকিতে, ভাল ভাবে সর্ব্বদা চলিতে আরম্ভ করুন। একটু সময়ও যেন বৃথা না যায়।

আর এক দিকও. কিন্তু, দেখিতে হইবে। আপনি যে জপ-তপ করিতে চা'ন, তা' হয়ত অন্য লোকে বুঝিবে না। তাই তা'দের দ্বারা যদি কখনও বিঘ্ন হয় মনে করেন, তবে যেন চটিয়া না যা'ন। সম্ভব হইলে কাহাকে-কাহাকে মিষ্ট কথায় বুঝাইতে পারেন, কিন্তু কখনও ক্রোধের অধীন হওয়া ভাল নয়। ধর্ম্মের জন্যও রাগ করা অন্যায়। সমুদয় দোষই কমাইতে হইবে।

গৃহ-কর্ম্মগুলি খুব সুন্দর-রূপে করিবেন। যখন যে কাজটি করিবেন, তাহাতে খুব মনোযোগ দিবেন এবং সেইটি খুব ভাল রূপে করিতে চেষ্টা করিবেন। বেগার-শোধের মত কোন কাজ করিবেন না। অলস হইবেন না। শরীরে যতটা পরিশ্রম সহ্য হয়, ততটা খাটিতে

অনিচ্ছুক হইবেন না। সংসারের সকলের সেবা করিতে-ছেন, এই ভাবে কাজ করিবেন। তাহাতে সংসারের লোক সন্তুষ্ট হইবে, ভগবানও সন্তুষ্ট হইবেন। অন্যে ভাল নয় বলিয়া আপনাকে খারাপ হইতে হইবে না। আপনি যত ভাল হইবেন, আপনি সকলকে যত ভাল বাসিবেন, আপনি সকলকে সমান ভাবে যত সেবা করিবেন, ততই আপনার উপকার হইবে, ততই আপনি শান্তি পাইবেন। প্রত্যেকটি কার্য্য আরম্ভ করিবার সময়ে এক বার ভগবানকে মনে করিবেন।

যত ক্ষণ কর্ম্মে মনোযোগী থাকিবেন, তত ক্ষণ মনও ভাল থাকিবে।

কাহারও প্রতি বিদ্বেষ যেন না আসে। কেহ যদি আপনার প্রতি খারাপ ব্যবহারও করে, তাহাও ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিবেন। রাগ হইবেন না। যা'কে যত বেশী ভাল বাসিবেন, তা'র দোষ তত বেশী সহ্য হইবে। সকলকে সমান ভাল বাসিতে পারিলে আর বেশী রাগ আসিবে না। যদি কখনও হঠাৎ রাগ আসিয়া পড়ে, তবে তখন চুপ করিয়া থাকিবেন। সম্ভব হইলে মনে মনে ভগবানের নাম জপ করিবেন বা অন্য স্থানে চলিয়া যাইয়া কোন সৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। কাহারও নিন্দা করিবেন না। ঘৃণা ও বিদ্বেষ যতই কমিবে, ততই জীবন শান্তিময় হইবে।

যখন কোন কাজ থাকিবে না, তখন জপ বা মানস-পূজা করিবেন বা কোন ভাল বই পড়িবেন।

যখনই মন খারাপ হইবে, তখনই কোন না কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিবেন অথবা জপ করিতে বসিবেন। খারাপ চিন্তা আসিলেই তাহা তাড়াইয়া দিয়া জপে মন লাগাইবেন। যত বেশীক্ষণ সম্ভব, জপ করিবেন। কেবল জপ দ্বারাই লক্ষ্য-প্রাপ্তি হইতে পারে। অথচ জপ করা কঠিন কাজও নয়,—ইচ্ছা থাকিলেই হয়। কত সাধক সমুদয় কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া, দিন-রাত কেবল জপই করিয়া থাকেন; কোন প্রকারে একটি নিশ্বাসও যদি বৃথা—বিনা জপে ব্যয়িত হয়, তবে অসীম যন্ত্রণা বোধ করেন!

কখনও ইচ্ছা হইলে ধ্যান বা মানস-পূজাও করিতে পারেন। যে প্রকারেই হউক্ না কেন, যত অধিক সময় সম্ভব, ভগবানে মন রাখিবার চেষ্টা করিবেন। এইরূপ চেষ্টার ফলেই ভগবানে অনুরাগ জন্মিবে। প্রথম প্রথম ইচ্ছা না হইলেও একটু জোর করিয়া তপস্যা করিতে হয়; মন না লাগিলেও মুখে মুখে নাম-জপ করিতে হয়। কিছু দিন পরে মন কিছু শান্ত হইবে এবং সাধনেও কিছু আনন্দ পাইবেন। আরও কিছু দিন পরে এমন অবস্থা হইবে যে আর কিছুই সাধনের মত ভাল লাগিবে না; তখন সর্ব্বদাই সাধন করিতে ইচ্ছা হইবে। তখন সাধনে অনুরাগ হইবে, ভগবানে অনুরাগ হইবে; তখন সমুদয় জগৎ বিপক্ষ

হইলেও আপনি ভজন ত্যাগ করিতে পারিবেন না। সেই শুভ দিন না আসা পর্য্যন্ত জোর করিয়াও, কষ্ট-স্বীকার করিয়াও তপস্যা করিতে থাকুন। শ্রদ্ধাকে রক্ষা করুন; ধৈর্য্যকে রক্ষা করুন। এই দুইটি গুণ থাকিলে ভাল হইতে আর বেশী দিন লাগিবে না।

শিবমস্তু। ইতি।

৺কাশীধাম।

২৯।৮।'১৮

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

পরিহার করিবে তিনটি জিনিষ:—আলস্য, কুসঙ্গ আর মিথ্যা ব্যবহার।

ভয় কিসের? জগাই-মাধাইর উদ্ধার হয়, রত্নাকর বাল্মীকি হইয়া যায়, বিল্বমঙ্গল জগন্মান্য মহাপুরুষ হয়, আর তুমি ভাল হইতে পারিবে না? তোমার শক্তি কম কিসে? তোমাব স্থযোগের অভাব কি? ইচ্ছা থাকিলেই হয়। কেবল প্রয়োজন—ইচ্ছা। উন্নত হইবার জন্য ইচ্ছা কর, ইচ্ছাকে প্রবল কর। প্রবল ইচ্ছা চেষ্টাকে আনয়ন করিবে। সে চেষ্টা তোমার জীবনকে ধন্য করিবে।

ইচ্ছা হইবে কিসে? ভাল হওয়া যে আবশ্যক, ভাল না হইলে যে চলিবে না, তা' বিচার দ্বারা নিশ্চয় কর। ভাল না হওয়ার কুফল বিবেচনা কর। ভাল হওয়ার স্থফল ধারণা কর। কত লোক ভাল হইয়াছে, আরও কত লোক ভাল হইবে, সাধারণ অবস্থা হইতে কত লোক উন্নত হইয়াছে, এ সকল মনে কর। ইহাতেই উন্নতির ইচ্ছা জাগিবে। উন্নতি লাভের জন্য, তার পর,

প্রতিজ্ঞা কর। প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় মনোযোগী হও, যথা-সাধ্য চেষ্টা কর। যখনই সম্ভব, চেষ্টা কর। যখনই অকৃতকার্য্য হও, পেছু-পা হইও না। নূতন তেজে, নবীন উৎসাহে পুনরায় কাজ আরম্ভ কর। প্রতি মুহূর্ত্তেই নবজীবন আরম্ভ হউক্। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে কর—তোমার নূতন জন্ম হইল, পূর্ব্ব-জীবনের সহিত তোমার সম্পর্ক নাই। এখন হইতেই ভালভাবে কাল কাটাইতে হইবে। অতীত কালে, অতীতের অনন্ত জন্মে যে সকল সুযোগ হেলায় হারাইয়াছ, তজ্জন্য আর বৃথা অনুতাপে প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যতে যেন কোন সুযোগ হারাইও না। সাবধান থাকিও। কৃপাময় ভগবান আমাদের মঙ্গলের জন্য কত সময়ে কত সুযোগই আমাদের দুয়ারে পাঠাইয়া থাকেন,—দেখিও, যেন ভাগ্য-হীন অন্ধের মত সুযোগরূপী যষ্টিগুলিকে পরিত্যাগ করিও না। যখনই মন ভাল থাকে, সে ভাল সময়-টুকুর যথা-সম্ভব, সদ্ব্যবহার করিও।

তোমার যে-টুকু শক্তি, যত-টুকু সাধ্য, তদনুযায়ী চেষ্টা করিও; বাকি-টুকু ভগবান পূর্ণ করিয়া দিবেন। তিনি তোমাকে যা' দিয়াছেন, তদপেক্ষা বেশী শক্তির পরিচয় চা'ন্ না। যে-টুকু পার, কর;—তাহাতেই হইবে।

শিবমস্তু। ইতি।

স্বর্গাশ্রম।
২১।৭।'২০

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

তোমার পত্র পাইয়াছি। সাধন-ভজন যে ভাবে করিতে বলিয়াছি, সেই ভাবেই করিতে থাক; তাহাতেই সকল অসুবিধা দূর হইবে। ধ্যান, জপ, পূজা ও প্রার্থনা প্রত্যহই করিবে।

যখনই কোন অসুবিধা বোধ কর, যখনই সংশয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাস আসে, যখনই দুর্ব্বলতা আসিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, যখনই সাধন-ভজনে মন না লাগে, যখনই চেষ্টা করিয়াও মনকে দমন করিতে না পার, তখনই ব্যাকুল ভাবে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে বসিও। ভগবান কল্প-তরু;—সরল হৃদয়ে তাঁর কাছে যে যা' চায়, সে তা'-ই পায়। অন্যের দুয়ারে ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। সংসারে সকলেই অল্প-বিস্তর ভিক্ষুক ও দরিদ্র। তা'দের কাছে হাত পাতিয়া আর কত-টুকু পাইবে! যদি চাইতেই হয়, তবে তাঁ'র কাছেই ভিক্ষা চাও। যখন যা' প্রয়োজন, তিনি সকলই দিতে পারেন। তাঁ'র অফুরন্ত ভাণ্ডার সর্ব্বদাই আমাদের জন্য

ক্ত।

প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া মনঃ-কল্পিত দ্রব্য-সম্ভারে তাঁহাকে পূজা করিবে। যেমন ভাবে পূজা করিলে, যে যে দ্রব্য তাঁহাকে অর্পণ করিলে, মন সন্তুষ্ট হয়, সেই সেই দ্রব্য দিয়া তেমন ভাবেই পূজা করিবে। পূজার পূর্ব্বে ও পরে মূর্ত্তিখানি বেশ করিয়া দেখিবে ও নমস্কার করিবে। পূজার পরে যথা-সাধ্য নাম করিবে। অন্য সময়েও, যত বেশী ক্ষণ সম্ভব, নাম জপ করিবে। নাম-জপে সময়-অসময়, শুচি-অশুচি, সুস্থান-কুস্থান ভেদ করিতে হয় না। শুইয়া, বসিয়া' দাঁড়াইয়া—সকল সময়েই নাম করা চলে ও করিতে হয়। নামই সকল পাপ দূর করিতে সমর্থ। নামের গুণেই সকল কামনা পূর্ণ হয়। তাই, সকল চিন্তা বিসর্জ্জন করিয়া যথা-সাধ্য নাম করিতে থাক। ভগবৎ-স্মরণ যত বেশী সময়ে হইবে, ততই মঙ্গল। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিবে। সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। সর্ব্বদা-নিয়মনিষ্ঠ ও সময়-নিষ্ঠ হইয়া কর্ত্তব্যগুলি সুসম্পাদিত করিবে। সত্যকে যেন কখনও পরিত্যাগ করিও না। কখনও স্বার্থের জন্য অন্যের অসুবিধা ঘটাইও না। যতটা পার, জগতের উপকার করিতে, সেবা করিতে যত্নবান থাকিও। কপটতা বড়ই দোষের। যত-দিন মানুষ সরল থাকে, তত-দিন তা'র ভয় নাই।

যেরূপ লেখা হইল, এই ভাবে যদি চলিতে পার,

তবে মানুষ হইতে পারিবে। ইচ্ছা করিলেই এই ভাবে চলা যায়। খুব কঠিন কাজ নয়। সংসারে অনেক লোকই ভাল হইয়াছে, আরও অনেক লোক ভবিষ্যতে ভাল হইবে। ভাল হওয়া আমাদের জন্যই। অন্যে পারিবে, আর আমরা পারিব না কেন? ইচ্ছা কর, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও, চেষ্টা করিতে থাক;—ভগবান সহায় হইবেন। তাঁ'র কৃপায় সিদ্ধি-লাভ হইবেই হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

শিবমস্তু।

তেঁতুলতলা, বর্দ্ধমান।
৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ * * *

নারায়ণেষু।

তোমার পত্র পড়িয়া 'সাধু'র পত্র বলিয়া মনে হয় না। বাড়ী-ঘর ছাড়িয়াছ কিসের জন্য—তা' কি মনে হয়? ওখানে আছ কোন্ উদ্দেশ্যে—তা' কি চিন্তা কর? কি ভাবে জীবন কাটাইলে গৈরিক বস্ত্রের সম্মান রক্ষা হয়, কি ভাবে সময় ব্যয় করিলে ভিক্ষান্নে অধিকার জন্মে—তা' কি ভাবিয়া দেখ? কত-টুকু সময় প্রত্যহ তপস্যার জন্য ব্যয় করিতেছ, তদতিরিক্ত সময় তপস্যার জন্য ব্যয় করা তোমার পক্ষে সম্ভব ও উচিত কি না—এ-সব বিচার করিবার সময় কি জোটে? তোমা অপেক্ষা ভাল ভাবে আর কেহ জীবন যাপন করে কি না—তাহা খোঁজ করিয়া থাক কি? আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যত বেশী চেষ্টা করা তোমার পক্ষে সম্ভব, ততটা চেষ্টা কি তুমি করিতেছ? যদি ইচ্ছা ও অবকাশ হয়, তবে এ-সব কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখিও। চিন্তার ফল আমাকে জানাইতে হইবে না, নিজকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই যথেষ্ট। এই রূপে আর কত কাল চলিবে? এখন শক্তি ও

সুযোগের যদি অপব্যয় কর, তবে ভবিষ্যতে কি হইবে, তা' ভাবিও। এ বিষয়ে আজ এই পর্য্যন্ত।

শিবমস্তু।

৺কাশীধাম।

২০।৯।'২১

* * *

ॐ

Nârâyaneshu.

Received your letter. Why are you giving way to despair, and weakening yourself with unnecessary gloominess? The Past is already dead and has no right to live in the present. Let the thoughts of your past failures and disappointments be sunk into the darkest depth of fathomless oblivion. Cheer up your spirits and elbow your way. The future is bright and happy. Only move onward and reach the goal. You are now in the lap of the *Himâlayas* hoary with the sublimest spiritual culture. Spiritual vibrations of Infinite Past with ever-growing and ever-increasing force are waiting there to receive and ennoble the new aspirants after Truth. So, you have no reason to be despondent. Perform your *tapas* as much as possible. Do your best,—and that much only is wanted of you.

At present, while your physical frame is enfeebled by disease, you are to take particular care about your health. Let your routine of daily work be such that your health may not be injured. *Tapas* being your only duty at present, you need not write letters unnecessarily to any of your friends. Cut off your connection with the world as much as possible. You need not even take care to answer my letters. You will write to me only when necessary.

This much to-day. *Om*.

BENARES CITY.

23. 10. '23. * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

তোমার পত্র পাইলাম। যখনই যা' আহার কর, তাহাই ৺ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া ৺ঠাকুরের প্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করিবে। গঙ্গায় মিশিলে সকল জলই যেমন পবিত্র হইয়া যায়, ৺ঠাকুরের স্পর্শে তেমনি সকল দ্রব্যই পবিত্র হইয়া থাকে।

* * * * *

যে ঘুমের উপদ্রবে দৈনন্দিন কার্য্যাবলী সুসম্পন্ন করিতে অক্ষম, যে যুবক I. A. classএর পড়া উপযুক্ত-রূপে তৈয়ারী করিতে পারে না, সে যে ভব-সমুদ্রের পারে যাইতে সমর্থ হইবে, তার আশা কত-টুকু? ধর্ম্ম-লাভটা কি এতই সোজা? যে আর কোন কাজের উপযুক্ত নয়, সে বুঝি, বাঙ্গালা দেশের টোলে পড়ার মত, ধর্ম্ম-লাভে অগ্রসর হইবার অধিকারী? ভুল বুঝিও না। তলাইয়া দেখ। বিবেচনা কর। তারপর কাজে হাত দিও। নইলে শেষে পিছাইতে হয়, পস্তাইতে হয়, নিজের ও অন্যের ক্ষতি করিতে হয়। মনে রাখিও—কণ্টক-বনে

চলিতে চলিতে, রক্ত-নদীতে ভাসিতে ভাসিতে যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-পথে আগুয়ান হইতে পারে, অথচ ধৈর্য্য ও বীর্য্য, শ্রদ্ধা ও সাহস, উৎসাহ ও অধ্যবসায় হারায় না, সে-ই নির্ব্বাণ-লাভের আশা করিতে পারে। এ পথ বীর পুরুষের জন্য ;—কাপুরুষের জন্য নয়, সংসার-সংগ্রাম-হইতে-ভয়ে-পলাতকের জন্য নয়। ওম্।

স্বর্গাশ্রম।

৫।১২।'১৯ * * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

অপরাহ্ন কাল। একটি ক্ষুদ্র 'মেলা' বসিয়াছে। এক বর্ষীয়ান মুসলমান তাঁ'র বালিকা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া মেলার মধ্যে ঘুরিতেছেন। এক পুতুল-বিক্রেতার দোকানের সামনে যাইতেই, হঠাৎ বালিকাটি থমকিয়া দাঁড়াইল এবং একটি পুতুলের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া উহা লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। পিতা বলিলেন, "ও-টি হিন্দুর দেব-মূর্ত্তি, ও-তে কাজ নাই, আর কোন পুতুল কিনিয়া লও।" বালিকা বলিল, "ও-টির মত সুন্দর পুতুল মেলার মধ্যে আর একটিও নাই। আমি ঐ-টিই লইব"। পিতা অগত্যা সেই পুতুলটিই বালিকাকে কিনিয়া দিলেন। বালিকা বাড়ী যাইয়াই পুতুল লইয়া খেলিতে বসিল। খেলা শেষ করিয়া পুতুলটিকে সযত্নে এক স্থানে রাখিয়া দিল। তার পর দিন আবার কিছু ক্ষণ ধরিয়া পুতুল খেলিল। তার পর দিন, তার পর দিন —তার পর প্রত্যহই তা'র পুতুল-খেলা চলিতে লাগিল। ক্রমেই পুতুল-খেলায় তা'র বেশী-বেশী সময় ব্যয় হইতে

লাগিল। নানা ভাবে, নানা প্রকারে দিনের অধিকাংশ সময়েই সে পুতুলকে লইয়াই ব্যস্ত। ক্রমে ক্রমে পুতুল-খেলায় বালিকা এমনই মত্ত হইয়া গেল যে তা'র আর অন্য কিছু ভাল লাগে না, অন্য কিছুতে মন যায় না,—দিন-রাতই পুতুল-খেলা। শেষে আর 'পুতুল-খেলা' নয়; বালিকা আর 'পুতুল'—দু'জনে খেলিত, হাসিত, আমোদ করিত, কথা-বার্ত্তা বলিত। বালিকার বয়স যখন বাড়িল, অভিভাবক-বর্গ তাহার বিবাহের আয়োজন করিলেন। বালিকা বলিল, "পুতুলের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে"। বালিকার আর বিবাহ হইল না। সে পুতুলময় প্রাণ, দিন-রাত পুতুল লইয়াই বিভোর; জগৎ পুতুলময়, পুতুলও জগন্ময়। তা'র হৃদয় মধুময়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও মধুময়; মহানন্দে তা'র দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। বালিকার প্রেমের পুণ্য কিরণ ক্রমে ক্রমে তাঁ'র আত্মীয়-বন্ধুগণের হৃদয়ও রঞ্জিত করিল। তাঁহারা এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বালিকার প্রিয়তম, তাঁহাদের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। আজও না কি সিন্ধু-দেশে এই মন্দির বিরাজমান।

এই বালিকা যেমন করিয়া ভক্তি-লাভ করিয়াছিল, তুমি-আমিও তেমন করিয়াই ভক্তি-লাভ করিতে পারিব। সরল-হৃদয় ভক্তগণের নিকটে ভগবানের প্রেম-লীলার

বিবরণ শ্রবণ কর, ভক্তি-শাস্ত্র হইতে তাঁহার মহিমার বৃত্তান্ত পাঠ কর, বন্ধুগণের সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা কর, এবং মনে-মনে ভগবানের মাহাত্ম্য চিন্তা কর। মন্দিরে যাইয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ কর। স্তোত্র এবং নাম-মালা পাঠ কর। যে ঘরে বেশী সময় যাপন কর, তাহার প্রাচীরের এক উপযুক্ত স্থানে একখানা সুদৃশ্য ইষ্ট-মূর্ত্তি স্থাপন কর এবং বারম্বার তাঁহাকে দর্শন কর। মনে মনে ভগবানের দিব্য মধুর মূর্ত্তি চিন্তা কর, মনঃ-কল্পিত উপকরণে তাঁহাকে পূজা কর, তাঁহার নিকটে সরল হৃদয়ে প্রার্থনা কর। যখনই সম্ভব তাঁ'র নাম চিন্তা বা উচ্চারণ কর। কখনও বা কাগজ-পেন্সিল লইয়া তাঁ'র চিত্র অঙ্কিত কর, কখনও বা ভগবৎ-সঙ্গীত গান কর। তাঁ'র সহিত আব্দার কর, খেলা কর, কথা কও। কোন উত্তম দ্রব্য দেখিলেই তাহা মনে মনে ইষ্ট-দেবকে নিবেদন করিয়া দাও। খাদ্য দ্রব্য তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া তাঁ'র প্রসাদ ভক্ষণ কর। চলিবার সময়ে মনে কর—তিনি তোমার সহিত চলিতেছেন। লিখিবার সময়ে মনে কর—সাম্নে দাঁড়াইয়া তিনি তোমার লেখা দেখিতেছেন। শুইয়া ঘুমাইবার সময়ে চিন্তা কর—তিনি প্রসন্ন বদনে তোমার দিকে তাকাইয়া আছেন। যাহাকেই দেখ, তাহারই হৃদয়ে তোমার ইষ্ট-মূর্ত্তি বিরাজমান মনে কর। ভগবানের আদেশ গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহারই প্রীতি-কামনায় সমুদয়

কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন কর। এই-রূপে যত ভাবে পার, যত অধিক ক্ষণ সম্ভব, তাঁ'র চিন্তা কর, তাঁ'র দিকে মন রাখ। এই-রূপ করিতে করিতেই ভালবাসা জন্মিবে এবং বাড়িবে। তার পর, প্রেমের মধুময় প্রবাহ যখন তোমার হৃদয়-পঙ্কজকে অভিষিক্ত করিবে, তখন ভগবৎ-ভৃঙ্গের এমন শক্তি থাকিবে না, যদ্দ্বারা সেই অম্বুজাসন ক্ষণকালের জন্যও সে পরিত্যাগ করে।

তোমার প্রশ্নের উত্তর ত এক প্রকার দেওয়া হইল; কিন্তু পত্র পড়িলেই বা ইহার সমালোচনা করিলেই ভক্তি-লাভ হইবে না। কাজ করা চাই, কাজে লাগিয়া থাকা চাই। ভক্তির পথ বড়ই সহজ পথ। এ পথে কঠোর বিধি-নিষেধের অধীনতা নাই। এ পথে চাই কেবল আগ্রহ, চাই কেবল উৎসাহ। বিঘ্ন-বিপত্তি ত আসিবেই। অতীত অনন্ত-জন্মে কত বিষয়-সেবা করিয়াছ, এবারও এ কাল পর্য্যন্ত বিষয়ের পেছনে কতই ঘুরিয়াছ; এ সকল কর্ম্মের শক্তি ত পেছনে—বিষয়ের দিকে টানিবেই, ভজনে অনিচ্ছা জন্মাইবেই। কিন্তু ভক্তি-লাভের জন্য যা'র ইচ্ছা জন্মিয়াছে; লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্য যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, সে বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হয় না। কখনও হয়ত প্রলোভন তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে, কিন্তু সে পরাজয়ে সে উদ্যম-হীন হয় না। শেষের জয়ই জয়। শেষ বিজয় লাভ করিবার জন্য, বিজয় লাভ পর্য্যন্তই সে সাধন-সমরে

প্রবৃত্ত থাকে। কখনও পরাজিত হইলে অধিকতর সতর্কতার সহিত অগ্রসর হয়। বিচার ও প্রার্থনাদির সাহায্যে ইন্দ্রিয়-সংযমের চেষ্টা করিয়া, এক দিকে যেমন সে ইন্দ্রিয়-সংযম ও সদাচরণের বলে মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনে যত্নবান হয়, অন্য দিকে সে তেমনই ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত থাকে। এইরূপ করিতে করিতে সে পরিণামে নিশ্চয়ই "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী"। তুমি যদি এই পন্থা অবলম্বন না করিয়া, কৃমি-কীটাদির মত ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়াই সংসার-মার্গে বিচরণ করিতে থাক,—জীবনের লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া, পুরুষকার বিসর্জ্জন করিয়া যদি স্রোতের জলে গা ঢালিয়া দাও, তবে আরও অনেক জন্ম, আরও অনেক দুঃখ, আরও অনেক অশান্তি নিশ্চয়ই তোমার ভাগ্যে সঞ্চিত আছে। যে শক্তি ও সুযোগ লাভ করিয়াছ, যদি তাহার সদ্ব্যবহার না কর, তবে বৃথাই তোমার মনুষ্যত্ব, বৃথাই তোমার ব্রাহ্মণত্ব, বৃথাই নাম বীরেন্দ্র-নাথ।

আজ এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। শিবমস্তু।

কন্‌খল্।
২০।৯।'১৭

* *